ভাস্‌কো পোপার শ্রেষ্ঠ কবিতা

দে'জ পাবলিশিং : কলকাতা

প্রচ্ছদশিল্পী : অজয় গুপ্ত

প্রকাশক :

সুধাংশুশেখর দে দে'জ পাবলিশিং

১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট ' কলকাতা ৭৩

প্রকাশ : ১৩৬৬

মুদ্রক :

শিবনাথ পাল ' প্রিন্টেক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন ' কলকাতা ৪

অনুবাদকের উৎসর্গ

শ্রী মালিনী ভট্টাচার্য

শ্রী মিহির ভট্টাচার্য

বন্ধুদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা

সূচি

ব ল্ক ল

□ আক্রান্ত প্রশান্তি

পরিচয়

আমাকে উলকিয়ো না তুমি আকাশের খিলান
আমি খেলছি না
কোনো পিপাসু টাগরার খিলান তুমি
আমার মাথার ওপর

অন্তরিক্ষের ফিতে
দোহাই জড়িয়ে যেয়ো না আমার পায়ে
আমাকে তুলে নিয়ে চ'লে যেয়ো না
এক জাগ্রত জিহ্বা তুমি
এক সাতচেরা জিহ্বা
আমার পদক্ষেপের তলায়
আমি যাচ্ছি না

আমার নিষ্পাপ শ্বাসপ্রশ্বাস
আমার দমআটকানো শ্বাসক্রিয়া
তোমরা আমাকে নেশাতুর ক'রে তুলো না দোহাই
আমি আগে থেকেই ব'লে দিতে পারি জানোয়ারের ফোঁশফোঁশ
আমি খেলছি না

শুনতে পাই চিরচেনা খড়্গের ঘা
দাঁতের ওপর দাঁতের প্রত্যাঘাত
আমার সর্বাঙ্গে টের পাই চোয়ালের আঁধার

তাতে আমার চোখ খুলে যায়
আমি দেখতে পাই

দেখতে পাই
আমি স্বপ্ন দেখছি না

কথাবার্তা

কেন তুমি উঠে দাঁড়াও
আর ছেড়ে চ'লে যাও অভিমানী তীর
কেন হে আমার রুধির

কোথায় পাঠাবো আমি তোমায়
সূর্যের কাছে

তুমি বুঝি ভাবো সূর্য চুমো খায়
তোমার কোনো ধারণাই নেই
হে আমার চাপা-পড়া নদী

তুমি ব্যথা দিচ্ছো আমায়
ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছো আমার সব কাঠি কাঠ খুড়ি
কীসের তোমার কষ্ট হে আমার নাগরদোলা

তুমি আমার অসীম বলয় নষ্ট ক'রে দেবে যে
যাকে আমরা এখনও বানিয়ে ফেলতে পারিনি
হে আমার রক্তিম ড্রাগন

শুধু ভেসে চ'লে যাও আরো-দূরে
যাতে পাগুলোও তোমার সঙ্গে হেঁটে চ'লে না-যায়
ভেসে চ'লে যাও যত দূরে পারো হে আমার রুধির

লোহার আপেল

কোথায় আমার শান্তি
অভেদ্য শান্তি

লোহার আপেল
তার ডাঁটি দিয়ে আমার করোটি ভেদ ক'রে গেছে

আমি তাকে চিবোই
আমি আমার চোয়ালগুলো চিবিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছি

তার সব পাতা দিয়ে সে আমায় শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে
আবার কাটি আমি তাদের
আমি আমার ঠোঁটগুলো আবার কেটে ফেলেছি

তার সব ডালপালা দিয়ে সে আমায় জবুথবু ক'রে রেখেছে
আমি তাদের ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করি
আমি ভেঙে ফেলেছি আমার সব আঙুল

কোথায় আমার শান্তি
অলঙ্ঘনীয় শান্তি

লোহার আপেল
নামিয়ে দিয়েছে তার শেকড়
আমার নরম পাথরের গভীরতায়
আমি তাদের টানি
আমি টেনে বের ক'রে ফেলেছি আমার অন্ত্র

তার নিষ্ঠুর ফল দিয়ে সে আমায় পুতুল ক'রে তোলে
তাদের মধ্যে আমি ফুটো ক'রে যাই
আমি আমার মগজ ফুটো ক'রে ফেলেছি

কোথায় আমার শান্তি
লোহার আপেলের
প্রথম এবং আর শেষ হেমন্ত হ'য়ে-ওঠা

কোথায় কোথায় আমার শান্তি

প্রতিধ্বনি

ফাঁকা ঘরটা গরগর শুরু ক'রে দেয়
আমি পেছিয়ে আসি আমার চামড়ার মধ্যে

কড়িকাঠ ঘ্যানঘ্যান শুরু ক'রে দেয়
আমি তাকে একটা হাড় ছুঁড়ে দিই
কোণাগুলি প্যানপ্যানানি ধরে
তাদের প্রত্যেককে একটা ক'রে হাড় ছুঁড়ে দিই আমি

একটা দেয়াল ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠে
তাকে আমি একটা হাড় ছুঁড়ে দিই
আর দ্বিতীয় আর তৃতীয় আর চতুর্থ দেয়ালও
ঘেউ-ঘেউ জুড়ে দেয়
তাদের প্রত্যেককে আমি একটা ক'রে হাড় ছুঁড়ে দিই

ফাঁকা ঘরটা গর্জন করতে শুরু করে
আর আমি শূন্য সর্বহারা
হাড়হীন
গর্জনের এক শতগুণ
প্রতিধ্বনি হ'য়ে যাই

আর প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি
প্রতিধ্বনি

প্রস্থান

আর আমি এখানে নেই
জায়গাটা থেকে আমি একচুলও নড়িনি
তবু আমি আর এখানে নেই

ঢুকুক তারা
দেখুক আশপাশে খুঁজুক

পাঁজরের ছায়ার কারখানা,
চাকার নিচে পিষে ফ্যালে স্থপক শূন্যতা
শস্তা-সব স্বপ্নের কুঁদো
ছাইদানি থেকে ওঠা ধোঁয়া
আর আমি এখানে নেই

দুলে ওঠে নোঙরবাঁধা নৌকো
লাল তরঙ্গে
মেঘমেদুর গলায় ঝুলে থাকে
কয়েকটা শ্যামল শব্দ
আর আমি এখানে নেই

জায়গাটা থেকে আমি একচুলও নড়িনি
কিন্তু এর মধ্যেই আমি চ'লে গিয়েছি অনেক দূর
তারা কিছুতেই আমার নাগাল পাবে না আর

ভ্রমণ

আমি ভ্রমণ করি
আর রাজপথও ভ্রমণ করে সঙ্গে-সঙ্গে

রাজপথ দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে –
গভীর আঁধার এক দীর্ঘশ্বাস
আমার দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই
আমি ভ্রমণ করি আরো-দূরে

রাজপথের মৃসৃণ পাথরের ওপর
আর আমি টাল খাই না
আমি ভ্রমণ করি আরো-হালকা

বেকার হাওয়া আর আমাকে
তার আলাপে-প্রলাপে দেরি করিয়ে দেয় না
সে যেন আমাকে আর দেখতেই পায় না চোখে
আমি ভ্রমণ করি আরো-দ্রুত

আমার ভাবনারা ব'লে দেয় আমি ফেলে রেখে এসেছি
কিছু রক্তমাখা কিছু ভোঁতা ভারি ব্যথা
আমার পেছনকার পাতালের তলায়

আমার ভাবনারও অবসর নেই
আমি ভ্রমণ করি

□ ল্যাণ্ডস্কেপ

ছাইদানে

হলুদ তামাক চুল নিয়ে
খুদে-এক সূর্য
ছাইদানিতে জ্ব'লে যাচ্ছে

মরা পোড়ো টুকরোগুলোকে মাই দেয়
শস্তা লিপষ্টিকের রক্ত

কবন্ধ সিগারেটগুলো আকুল হ'য়ে থাকে
গন্ধকের মুকুটের জন্যে

ছাইয়ের নীল ঘোড়াগুলো চিঁহি-চিঁহি করে
তিড়িং নাচের মধ্যেই গ্রেফতার

এক বিশাল হাত
তার করতলে এক অনন্ত চক্ষু
গুঁড়ি মেরে থাকে দিগন্তে

দীর্ঘশ্বাসে

আত্মার গভীর থেকে উত্থিত রাজপথ ধ'রে
নীল-কালো সব রাজপথ ধ'রে
আগাছা ভ্রমণ করে
রাজপথগুলো মিলিয়ে যায়
তার চলন্ত পায়ের তলায়

রাশি-রাশি খুঁটি তছনছ ক'রে দেয়
পোয়াতি ফসল
মাঠ থেকে উধাও হ'য়ে গেছে
হলের সব রেখা

অদৃশ্য মুখগুলো
চেটেপুটে খেয়েছে আস্ত মাঠ

অস্থি উজ্জ্বলিত
ধ্যান করে
তার মসৃণ হাতগুলো
মসৃণ আর ধূসর

টেবিলে

টেবিলঢাকা টান-টান ছড়িয়ে যায়
অসীমে

একটা খড়কের ভুতুড়ে ছায়া
যায় পেছন-পেছন
গ্রাসগুলোর রক্তরাঙা যাবার পথ

স্বর্ণ পোশাক পরায় হাড়গুলোকে
নতুন সোনালি মাংসে

ফুটকি-ফুটকি
পরিতৃপ্তি উঠে আসে
হাড়ভাঙা সব রুটির গুঁড়ো

শাদা বাকল কাটিয়ে বেরিয়ে আসে
ফুলুনির মুকুল

আর্তনাদে

শিখা কিনকি দিয়ে ওঠে ওপরে
মাংসের পাতাল থেকে

মাটির নিচে
পাখার বন্ধ্যা ঝাপট
আর থাবার অন্ধ আঁচড়ানি
মাটির ওপর কিছু নেই

মেঘগুলোর নিচে
কানকোর দুর্বল-সব বাতি
আর শ্যাওলার ভাষাহীন চীৎকার

টুপির আলনায়

ঝুলে-থাকা শূন্যতার ঘাড়গুলোয়
গলবন্ধগুলো দাঁত বসিয়ে দিয়েছে

দ্বিতীয় চিন্তারা তা খেয়ে ফুটে বেরোয়
উষ্ণ টুপিগুলোয়

প্রদোষের আঙুলগুলো উঁকি দেয়
বিধবা হাতাগুলো থেকে

পোষা ভাঁজগুলোয়
অঙ্কুর মেলে দেয় সবুজ বিভীষিকা

বিস্মরণে

মৃত্যুর অন্ধকার থেকে
সমভূমি তার জিভ ধার ক'রে দিলো
কোনো বাগ মানে না এমন সমভূমি

উপচে-পড়া যত ঘটনা
খরচ-হওয়া যত বিবর্ণ কথা
আচম্বিক সব মুখ

এখানে-ওখানে
এক ধোঁয়ার হাত

বৈঠা নেই এমন দীর্ঘশ্বাস
পাখা নেই এমন-সব ভাবনা
বাস্তহারা সব দৃষ্টি

এখানে-ওখানে
কুয়াশায় এক ফুল

লাগাম না-পরা সব ছায়া
ক্রমেই বেশি ক'রে থাবা বোলায়
হো-হো হাসির ভস্ম ছাইয়ে

দেয়ালে

অনেক আগে
প্রথম স্তব্ধতা গ'লে গিয়েছিলো

ছুলকালায় বনে
সময়ের ডাঁক
গজিয়ে গেলো কত প্রচুর

চুমু না-খাওয়া এক মাঠ

বিস্ময়ের পঞ্জলোমের
ছদ্মবেশ প'রে নিলো
অলস সব রূপ

না-খেলা এক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা

চিরন্তন চারণভূমিতে
শতমৃত্ত এক অপর্যাপ্তি

হাতে

চোরাবালিতে
হাবা চৌরাস্তাগুলো
দ্বিধাগ্রস্ত

প্রতিটি চৌরাস্তায়
কৌতূহলী এক দৃষ্টি
বদলে গিয়েছে পাথরের থামে

গোলাপি মরুভূমি

কিন্তু যা-কিছু এর কাছে আসে
ফেটে পড়ে বোধের মুকুলে
ফেটে পড়ে আশার কুসুমে—

অনন্ত এক বসন্ত
কিংবা ধস্ত এক মরীচিকা

হাসিতে

ঠোঁটের কোণায়
দেখা দিয়েছে সোনালি এক রশ্মি

শিখার খোপের ভেতর
স্বপ্ন দেখছে ঢেউ

নীলচোখের দূর
গুটিয়ে গিয়েছে একটা বলে

দুপুর থেকে উঠছে শান্তিতে
মধ্যরাতের ঠিক বুকের মাঝখানে

পোষা বাজগুলো গুঞ্জন করছে
স্তব্ধতার পাতার ওপর

□ ফর্দ

হাঁস

পাছা দুলিয়ে হাঁটে সে ধুলোয়
যাছ যেখানে যায় না
দু-পাশে ব'য়ে নিয়ে যায়
জলের অস্থিরতা

আড়ষ্ট
হাঁটে থপথপ আস্তে
ধুলোর মধ্য দিয়ে যখন সে এগিয়ে যায়
কোনো কল্পিত খাগড়াবনের দিকে

হায় কখনও
কখনও সে শিখবে না
ধুলোয় কেমন ক'রে হাঁটে
যেমন স্বচ্ছন্দ অবাধ ছিলো তার গতি
যখন সে আয়নায় চ'ষে বেড়িয়েছিলো একবার

ঘোড়া

সাধারণত
তার পা হয় আটটা

তার চোয়ালের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে
আশ্রয় নিয়েছিলো লোকে
তার পৃথিবীর চারদিক থেকে
তারপর তার ঠোঁট কামড়ে রক্তারক্তি ক'রে তুলেছিলো সে
চেয়েছিলো

সেই ক্ষুধার ছড়াকে চিবিয়ে খেতে
সে-সব কতকাল আগে

তার সুন্দর চোখে
দুঃখ গুটিয়ে বন্ধ হ'য়ে আছে
একটা বৃত্তের মতো
কারণ পথ অন্তহীন
আর তাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে
সারা জগৎ

গাধা

মাঝে-মাঝে সে ডাক ছাড়ে
ধুলোয় গড়াগড়ি যায়
মাঝে-মাঝে
তখন সে আপনাদের নজরে পড়ে

না-হ'লে
তার কান দুটোই তো দ্যাখেন শুধু আপনারা
এই গ্রহের মাথাটায় পরানো
সে কিন্তু ওখানটায় নেই

শুয়োর

কেবল যখন সে টের পেলে
হিংস্র ছুরিকাটিকে তার গলায় উপর

লাল পরদা
বুঝিয়ে দিলে খেলাটা কী
আর নিজের জন্যে তার ভারি কষ্ট হ'লো

কাদার জড়াজড়ি থেকে
ছিঁড়ে এনেছিলো সে নিজেকে
আর সেই সন্ধ্যায় তাড়াহুড়ো ক'রে
অমন হাসিখুশি ফিরেছিলো মাঠ থেকে
তাড়াহুড়ো ক'রে এসেছিলো হলদে ফটকের দিকে

নাগকেশর

শানবাঁধানো ফুটপাথের পাশে
জগতের যেখানে শেষ
নিঃসঙ্গতার হলদে চোখ

অন্ধ পদক্ষেপ
তার ঘাড় থেঁৎলে দেয়
পাথরের পেটে
পাতালের সব কনুই
খোঁচা মেরে বের ক'রে দেয় তার শেকড়
আকাশের কালো মাটিতে

এক কুত্তার ওপরে-ওঠানো ঠ্যাং
তাকে টিটকিরি দেয়
এক অতিআতপ্ত বর্ষণে
তার আনন্দ শুধু
কোনো পথচারীর চকিত গৃহহীন দৃষ্টি
যা রাত কাটায় তার পরাগকোষে

আর সেইজন্যেই
জ্ব'লে-পুড়ে যায় গুঁড়িটা
অক্ষমতার অধরে
জগতের যেখানে শেষ

চেস্টনাট

রাস্তা উড়িয়ে দেয়
তার সব সবুজ ব্যাঙ্কনোট
বাঁশি ঘন্টা আর ভেঁপু
তার মাথায় বাসা বোনে
বসন্ত ছেঁটে দেয় তার আঙুল

সে বেঁচে আছে
তার নাগালের বাইরেকার শেকড়গুলোর রগরগে অভিমানে
আর বিস্ময়ের রাতগুলোর
চমৎকার স্মৃতি নিয়ে
যখন ও উধাও হ'য়ে যায় রাস্তা থেকে

কে জানে কোথায় ও যায়

মনে হারিয়ে যাবে ও
কিন্তু সবসময়েই ভোরবেলায়
সারির মধ্যে নিজের জায়গায় ও এসে ফের হাজির

লতা

মাটির নিচের সবুজ স্বর্গের
সবচেয়ে শৌখিন পেলব দুহিতা
সে পালিয়ে যায়
দেয়ালের সাদা বাড়ি থেকে
সটান উঠে দাঁড়ায় হাটেবাজারে
তার সব রূপ নিয়ে
তার ঝিলমিল নাচ নিয়ে

সে প্রলুব্ধ করে বোকাহাওয়াকে
কিন্তু বুদবুদ পবন
তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় না কিছুতেই।'

শ্যাওলা

সিশি টালি থেকে
গরহাজিরার হলুদ ঘুম
অপেক্ষা ক'রে থাকে

অপেক্ষা ক'রে থাকে নিচে নামবে ব'লে
মাটির বোজানো চোখের পাতার ওপর
বাড়িঘরের নিভিয়ে-দেয়া মুখের ওপর
গাছপালার নিরীহ বাহুর ওপর

অপেক্ষা করে অগোচরে
তার নিচে বিধবা আশবাবের ওপর
টেনে আনবে ব'লে
সযত্নে
হলদে ধুলোর পর্দা

ফণিমনসা

কাঁটা বেঁধায় ও
হাতের গোলাপি নখ
এমনকী বৃষ্টিও মিথ্যে কথা বলে

ও বিঁধিয়ে দেয় খঞ্জরের তপ্ত-লাল জিভ

আর সূর্য
এমনকী আকাশও চুমু খায় ছুরি দিয়ে

ও তার ছায়ায় ঝিমে দেবে না
এমনকী হাওয়াও ঠকিয়ে যায় দূরের রূপ দেখিয়ে

ও কাঁটা ফুটিয়ে দেয়
সবজান্তা রাত আর নিষ্পাপ ঢেউয়ের আত্মতৃপ্ত উরুতে

ওর সবুজ হাসির জন্তে কোনো বউ পাবে না ও
এমনকী হাওয়াও কামড়ে দেয়

ওর জন্ম দিয়েছিলো যে দুর্গম গিরি
সে-ই ঠিক
ও কাঁটা বেঁধায় কাঁটা বেঁধায় কাঁটা বেঁধায়

আলু

মাটির রহস্যময়
ঝাপসা মুখ

সে কথা বলে
নিশীথ আঙুলে
চিরদুপুরের ভাষায়

স্মৃতির হিম ভাঁড়ারে
অপ্রত্যাশিত সব প্রভাত সমেত
সে অঙ্কুর মেলে দেয়

সব কিনা শুধু
তার বুকে
সূর্য ঘুমিয়ে আছে ব'লে

কুর্সি

যাযাবর পাহাড়গুলোর ক্লান্তিই
ওর রূপ দিয়েছিলো
তার ঘুমেতোলা শরীরে

সবসময়েই ও পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে

কী ভালোই যে লাগতো ওর
নিচের তলায় ছুটে চ'লে যেতে
কিংবা করোটির জ্যোৎস্নার মধ্যে
নাচতে
কিংবা নিছক ব'সে পড়তে
ব'সে পড়তে অন্য-কারুর ক্লান্তির বাঁকায়
জিরিয়ে নেবার জন্যে

রেকাবি

অবাধ ঠোঁটগুলোর এক হাই
ক্ষুধার দিগন্তের ওপরটায়
তৃপ্তির অন্ধ দাগের তলাটায়

ঘুমে-হাঁটিয়ে কারু হাই
ধাতালো প্রবাহের মধ্যে
আর ঘুমকাতর ডাঁটা

এক বহুমেজাজি চিনেমাটির হাই

একঘেয়েমির সোনালি এক বলয়ের ভেতর
ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকে
অপ্রতিরোধ্য ঘূর্ণিহাওয়া

কাগজ

আউরেল গাভরিলোভ-এর জন্যে

ফলধরা শান রাস্তা ধ'রে
জমতে থাকে গা-গুলোনো
বিপর্যস্ত সব বস্তুর
বিদ্যমান স্মিত হাসি

হাওয়ার কোমল ঢালের ওপর
সে আঁকড়ে ধরতে চায়
স্বচ্ছ সব উড়াল
প্রস্থান বা প্রত্যাবর্তন বিনাই

ঋতুদের ভুরুর তলায়
সে তুলে নেয়
একমাত্র পাতাটিকে
অনুপস্থিত ডালপালার কাছে যে বিশ্বস্ত

খামোকাই

অনেক দূরে আমাদের ভেতরে

১

আমরা আমাদের হাত তুলি
রাস্তা বেয়ে ওঠে আকাশে
আমরা আমাদের চোখ নামাই
ছাত নেমে আসে মাটিতে

প্রতিটি ব্যথার মধ্য থেকে
যার কথা আমরা উচ্চারণও করি না
গজিয়ে ওঠে এক বাদামগাছ
আর আমাদের পেছনে থেকে যায় রহস্যময়

প্রতিটি আশার মধ্য থেকে
যা আমরা লালন করি সযত্নে
এক তারা ওঠে
আর ঘুরে বেড়ায় আমাদের সামনে অনধিগম্য

তুমি কি শুনতে পাও গুলিটাকে
যে উড়ে আসে আমাদের মাথার কাছে
তুমি কি শুনতে পাও গুলিটাকে
যে পাহারা দেয় আমাদের চুম্বন

২

ভাখো-ভাখো এ তো সেই অনিমন্ত্রিত
আগন্তুক উপস্থিত ভাখো-ভাখো সে এসে পড়েছে এখানে

পেয়ালার মধ্যে চায়ের সাগরে বিভীষিকা
[illegible] দখল ক'রে ফেলছে

আমাদের হাসির কিনার
আয়নার গভীরে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে এক সাপ

তোমার মুখ থেকে বার ক'রে আমার মুখের মধ্যে
তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারবো কি আমি

দ্যাখো-দ্যাখো এ সেই তৃতীয় ছায়া
আমাদের কল্পিত পথহাঁটার ওপর
আমাদের কথার ফাঁকে-ফাঁকে
অপ্রত্যাশিত ব্যবধান

আমাদের মুখের বাঁকা খিলানের নিচে
ক্ষুরগুলো বাসা দাপায়

আমি কি পারবো
এই অস্থির-প্রান্তরের ওপর
তোমার জন্তে আমার হাতের তাঁবু তুলে ধরতে

৩

আমার চোখের ধার ধ'রে
অশান্ত তুমি হাটো

তোমার ঠোঁটের সামনে
অদৃশ্য থরথরে
আমার নম্র কথাগুলো শিউরে ওঠে

আমরা চুরি ক'রে নিই মুহূর্ত
পাত্তা না-দেয়া লোহার করাতের কাছ থেকে

তোমার হাত করুণ
ব'য়ে যায় আমার হাতে
হাওয়া যে অনতিক্রম্য

৪

গলির জালেপালায়
সবুজ দস্তানাগুলো সরসর ক'রে ওড়ে

সন্ধে আমাদের ব'য়ে নিয়ে যায় বগলে
এমন রাস্তা দিয়ে যে কোনো চিহ্ন রাখে না

বৃষ্টি ঝ'রে পড়ে তার হাঁটুতে
পলাতক জানলাগুলোর সামনে

ফটকগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে উঠোন
আর দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের দেখাশুনো ক'রে

৫

আমাদের কপালের মধ্য দিয়ে
বিষাক্ত সবুজ
মুহূর্তগুলো যায় কুচকাওয়াজ ক'রে

আমাদের পাগল-হওয়া দৃষ্টির
টেনে-আনা স্তব্ধতায়
আমরা আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ি ভ্রমণে

আমার দুই চোখের পাতার মাঝে
আমি বুকে জড়িয়ে ধরি তোমার নগ্ন দৃষ্টি
তার ভেতরকার ব্যথাকে গুঁড়িয়ে দেবো ব'লে

৬

ব্লাউজের এই বোতামগুলোর ব্যাপার কেমন
আমরা কি দেখতে পারি

অন্ধকার টিটকিরি দেয় আমাদের
তার চুল দিয়ে আমাদের চাবকায়

এই কাগজে জিহ্বাগুলোর কী ব্যাপার
আমরা কি কথা বলতে পারি

আমাদের কথা আগুন ধরিয়ে দেয় তাদের
আমাদের মুখের ছাতের তলায় শুকনো

চোরাবালির এই শরীরগুলো নিয়ে কী
আমরা কি বেঁচে থাকতে পারি

লাগামছেঁড়া চামচেরা
কণায়-কণায় তুলে নিয়ে যায় আমাদের

পাতাহারা কাঠের এই বাহুগুলোর কী ব্যাপার
আমরা কি আলিঙ্গন করতে পারি

আমাদের ঠোঁট থেকে ঝ'রে যায় সব কারনেশন
ঝ'রে যায় তপ্ত বালুতে

৭

বাড়িগুলো সব উলটে গিয়েছে
ঘরগুলোর ভিতর সব পকেট
ঘূর্ণিহাওয়া যাতে চালাতে পারে তল্লাশ

আমাদের পাঁজর ধ'রে
রাস্তায় বাড়িরা
খুলে ফ্যালে তাদের রক্তরাঙা থাবরা

আমরা খবরকাগজের দুটি পাতা
সন্ধের ক্ষতের ওপর
বিচ্ছিরি সেঁটে-দেয়া

আমার বুক থেকে
শিখায়িত পাখিরা
নেমে পড়েছে তোমার কাঁধে

৮

আমাদের চোখের পাতা থেকে মুখের ওপর
ব'য়ে যায় ঘোলাটে অভিপ্রয়াণ

হিংস্র একটা তপ্ত-লাল তার নিয়ে
ক্রোধ আমাদের চিন্তার আঁচল জুড়ে দেয়

আমাদের নিরস্ত্র কথার চারপাশ
আঁচড়ে দেয় উদ্যত কাঁচি

লোলুপ আমাদের ছিঁড়ে খায়
চিরন্তনতার বিষাক্ত বৃষ্টি

৯

যে-থামগুলো আকাশ ধ'রে রেখেছিলো ভেঙে পড়ে

আমাদের নিয়ে বেঞ্চটা আস্তে
থুবড়ে পড়ে শূন্যতায়

আমরা কি চিরকালই হতাশ হ'য়ে যেতে থাকবো
পাথর স্তব্ধতায়

আমাদের চোখ দিয়ে আমাদের কপাল দিয়ে
অঙ্কুর মেলে দেবে আমাদের কথা

দিনগুলো সব এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে

সূর্য যাতে আমাদের পাঁজরের মধ্য দিয়ে হলুদ দেখায়
আমরা কি তার জন্তে অপেক্ষা ক'রে থাকবো চিরকাল

মরা থামগুলোর গলায়
আমাদের হৃৎপিণ্ড ধক্-ধক্ করছে আমরা শুনতে পাই

আমরা আমাদের বুকগুলো থেকে পালিয়ে গেছি

১০

তোমারই চোখের জন্তে যদি না-হ'তো
তবে কোনো আকাশই থাকতো না
আমাদের অন্ধ আবাসে

তোমারই হাসির জন্তে যদি না-হ'তো
দেয়ালগুলো তবে কখনও
উধাও হ'য়ে যেতো না আমাদের চোখ থেকে

তোমারই বুলবুলগুলোর জন্তে যদি না-হ'তো
নরম উইলোরা তবে কখনও
চৌকাঠ পেরিয়ে আসতো না

তোমারই বাহুগুলোর জন্তে যদি না-হ'তো
সূর্য তবে কখনও
রাত কাটাতো না আমাদের ঘুমের মধ্যে

১১

তোমার দৃষ্টির রাস্তাগুলো
অন্তহীন

তোমার চোখের দোয়েলোরা
দক্ষিণে বাসা বাঁধতে চ'লে যায় না

তোমার স্তনের পপলার থেকে
পাতা ঝরে না কখনও

তোমার কথার আকাশে
সূর্য ডোবে না কখনও

১২

আমি সমুদ্রে গিয়ে ঘুমোবো
আমি তোমার নয়নতারায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ি

আমি মঞ্জরিত হ'য়ে উঠবো শানরাস্তায়
তুমি যেখানে হাঁটো আমি সেখানে চারাগাছগুলো দেখে-দেখে যাই

আমি জেগে উঠবো আকাশে
তোমার হাসির মধ্যে আমি পেতে দিই বিছানা

আমি নেচে উঠবো অদৃশ্য
আমি নিজেকে কুলুপ এঁটে রাখি তোমার বুকে

আমি তোমাকে স্তব্ধতার কাছ থেকে চুরি ক'রে আনবো
আমি তোমাকে বসন পরিয়ে দিই গানে

১৩

আমাদের দিন আজ এক সবুজ আপেল
দু-ভাগ ক'রে কাটো।

আমি তাকিয়ে আছি তোমার দিকে
তুমি আমাকে দেখতে পাও না।
আমাদের দুজনের মাঝখানে যে অন্ধ সূর্য

সিঁড়ির বাঁকে
আমাদের ছিন্ন আলিঙ্গন

তুমি আমাকে ডাকো
আমি তোমাকে শুনতে পাই না।
আমাদের দুজনের মাঝখানে যে বধির বাতাস

দোকানের জানলায়-জানলায়
আমার ঠোঁট খুঁজে বেড়ায়
তোমার স্মিত হাসি

চৌরাস্তায়-চৌরাস্তায়
পদদলিত আমাদের চুম্বন

তোমাকে আমার হাত দিয়েছি আমি
তুমি তা ছুঁতে পাও না।
তোমাকে জড়িয়ে আছে শূন্যতা

বিতানে-বিতানে
তোমার গন্ধ খুঁজে বেড়ায়
আমার চোখ

সন্ধেবেলায় আমার মরা দিন
মুখোমুখি হয় তোমার মরা দিনের

শুধু কেবল ঘুমের মধ্যেই
আমরা হাঁটি একই রাস্তায়

১৪

আমি যাই
একটা হাত থেকে অন্য হাতে
তুমি কোথায়

আমি আলিঙ্গন করবো তোমাকে
আমি আলিঙ্গন করি তোমার অনুপস্থিতি
আমি চুমু খাবো তোমার গলার স্বর
আমি শুনতে পাই দূরদের হাসি
আমার ঠোঁটগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে আমার মুখ থেকে

আমার তৃষাতুর হাত থেকে
ঝলমল দেখা দাও আমার কাছে
আমি-যে তোমাকে দেখতে চাই
আর আমি বুজিয়ে ফেলি আমার চোখ

আমি যাই
আমার মাথার একপাশ থেকে অন্য পাশে
তুমি কোথায়

১৫

এ তো তোমারই ঠোঁট
যা আমি ফিরিয়ে দিই
তোমার গ্রীবায়

এ তো আমারই জ্যোৎস্না
যা আমি নামিয়ে নিই
তোমার কাঁধ থেকে

পরস্পরকে আমরা হারিয়েছি
আমাদের দেখা-হওয়ার
অভেদ্য বনানীতে

আমার হাতের মধ্যে
অস্ত যায় উদয় হয়
তোমার কণ্ঠ।

তোমার গলার মধ্যে
জ্ব'লে ওঠে মিলিয়ে যায়
আমার উদ্দীপ্ত তারারা।

পরস্পরকে আমরা পেয়েছি
সোনালি অধিত্যকার ওপর
অনেক দূরে আমাদের ভেতরে

অস্থির প্রান্তর

খেলাধুলো
দোহাড়কি
ফিরিয়ে দাও আমার ছেঁড়া কাঁথা
কার্তজোগাল

ডানকো পোপার স্ট্রেট ৩

☐ খেলাধুলো

জোয়ান মিরোকে

খেলার আগে

একজন তার এক চোখ বুজিয়ে দেয়
উঁকি মেরে ভাখে নিজের মধ্যটায় সব আনাচেকানাচে
নিজের দিকে তাকায় শিকলাগানো কি না চোরজোচ্চোর আছে কি না দেখতে চায়
কোনো কোকিলের ডিম আছে কি

বুজিয়ে ফ্যালে অন্য চোখটাও
গুঁড়ি মেরে বসে তারপর দেয় লাফ
লাফ দেয় উঁচুতে উঁচুতে উঁচুতে
একেবারে নিজের চুড়ো অব্দি

তারপরেই আছড়ে পড়ে নিজের ভারে নিজেই
দিনের পর দিন পড়তেই থাকে নিচে নিচে নিচে
নিজের অতল গহ্বরটার একেবারে তলায়

যে গুঁড়িয়ে যায় না
যে আস্ত থাকে আর উঠে দাঁড়ায় আস্ত
শুধু সে-ই খেলা করে

পেরেক

একজন হবে পেরেক আরেকজন সাঁড়াশি
অন্যরা সবাই মিস্ত্রি

সাঁড়াশি পেরেকটার মুণ্ডু বাগিয়ে ধরে
কামড়ে ধরে দাঁতে আঁকড়ে ধরে হাতে
তারপর টান দেয় টান

তাকে ছাদ থেকে খুলে আনবার জন্যে
সাধারণত কেবল মুণ্ডুটাই খসিয়ে নিয়ে আসে
ছাদ থেকে একটা পেরেক টেনে খোলা কি সহজ কাজ

তখন মিস্ত্রিরা বলে
সাঁড়াশিটা কোনো কাজের না
সাঁড়াশির চোয়ালটা তারা গুঁড়িয়ে দেয় মুচড়ে ভেঙে ফ্যালে হাত
ছুঁড়ে ফেলে দেয় জানলা দিয়ে

তারপর অন্য-কেউ হবে সাঁড়াশি
আরেকজন-কেউ পেরেক
বাকিরা সবাই মিস্ত্রি

লুকোচুরি

একজন আরেকজনের কাছ থেকে লুকোয়
লুকিয়ে পড়ে তার জিভের তলায়
সে তাকে খোঁজে মাটির তলায় তোলপাড়

সে গিয়ে লুকোয় তার কপালে
সে তাকে খোঁজে আকাশে

সে লুকিয়ে পড়ে তার ভুলে-যাওয়ার মাঝখানে
সে তাকে খোঁজে ঘাসে-ঘাসে

তাকে খোঁজে আর খোঁজে
হন্তে হ'য়ে কোথায়ই-বা সে না-খুঁজেছে
আর তাকে খুঁজতে-খুঁজতে হারিয়ে ফ্যালে শেষটায় নিজেকেই

যে কুশলোয়

এক চেয়ারের পায়াকে আদর করে একজন
যতক্ষণ-না চেয়ারটা ফিরে
তাকে তার পা দিয়ে সম্ভাষণ করে

আরেকজন চুমু খায় চাবিকোকর
চুমু খায় তাকে চুমুই খেতে থাকে শুধু
যতক্ষণ-না চাবিকোকর তার চুমু তাকে ফিরিয়ে দেয়

তৃতীয় একজন পাশে দাঁড়িয়ে থাকে
হাঁ ক'রে ভাখে অন্য দুজনকে
আর ঘাড় ফিরিয়ে ভাখে ঘাড় মুচড়ে ঘুরিয়ে ভাখে

যতক্ষণ-না তার মাথাটা খ'শে পড়ে ধপাশ

বিয়ে

সবাই যে যার খোলশ খুলে ফ্যালে
সবাই ঢাকা খুলে দেয় নিজের-নিজের তারাগুলোর ওপর থেকে
যারা কোনোদিন কোনো রাতকে ভাখেনি

সবাই যে যার খোলশ ভ'রে ফ্যালে পাথরে
সবাই নাচতে শুরু করে তার সঙ্গে
যে যার নিজের তারার আলোয়

ভোর অব্দি যে নাচতে পারে
যার চোখের পাতা পড়ে না যে থুবড়ে পড়ে না ঘাড়মুখ গুঁজে
সে-ই অর্জন ক'রে নেয় তার খোলশ

(এই খেলাটা কদাচিৎ খেলা হয়)

গোলাপচোর

একজন হবে গোলাপঝাড়
কেউ-কেউ হবে হাওয়ার মেয়ে
অন্যরা সব গোলাপচোর

গোলাপচোররা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে গোলাপঝাড়ের কাছে
তাদের একজন চুরি ক'রে নেয় এক গোলাপ
লুকিয়ে রাখে তার বুকের ভেতর

হাওয়ার মেয়েরা দেখা দেয়
ছাখে যে গোলাপঝাড়ের শ্রী-সৌন্দর্য সব লুঠ
আর অমনি ধাওয়া ক'রে যায় গোলাপচোরদের পেছনে

বুক খুলে-খুলে ছাখে তারা এক-এক ক'রে
কারু বুকের মধ্যে দেখতে পায় কোনো হৃদয়
কারু-কারু মধ্যে, দয়া চাই, কিচ্ছুই-না

তারা বুক খুলে-খুলে দেখতেই থাকে
যতক্ষণ-না তারা খুলে দেখতে পায় একটি বিশেষ হৃদয়
আর সেই হৃদয়ের মধ্যে চুরি-করা গোলাপটিকে

এ-খেলা ও-খেলার মাঝখানে

কেউ বিশ্রাম নিচ্ছে না

ইনি তাঁর চোখ ঘোরাচ্ছেন চারপাশে তো ঘোরাচ্ছেনই
কাঁধে বসিয়ে দিচ্ছেন চোখ দুটো
আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরে যাচ্ছেন পেছনে
চোখ দুটো বসিয়ে দিচ্ছেন পায়ের তলায়
অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার ফিরে আসছেন নাকবরাবর

আর ইনি নিজেকে বানিয়ে ফেলেছেন আস্ত একখানা কান
আর শুনেছেন সবকিছু যা-যা শোনা যায় না
কিন্তু বেচারার ঘাট হয়েছে
আর এখন নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে হন্যে হ'য়ে আছেন
কিন্তু চোখ নেই দেখতেই পান না কেমন ক'রে নিজে হ'য়ে উঠবেন

আর উনি খুলে ফেলেছেন ওঁর মুখগুলো
আর সবাইকে হাতের ওপর এক-এক ক'রে তাড়া ক'রে যাচ্ছেন
শেষটিকে মাড়িয়ে ফেলেছেন পায়ের তলায়
আর এখন হাতে মাথা গুঁজে ব'সে আছেন

আর ইনি টেনে লম্বা করেছেন চেহারাটা
এ-বুড়ো আঙুল থেকে ও-বুড়ো আঙুল অব্দি টেনে লম্বা করেছেন
আর হাঁটছেন তার পাশে-পাশে হাঁটছেন
গোড়ায় আস্তে হাঁটছিলেন পরে জোরে-জোরে
তারপর এখন দ্রুত থেকে দ্রুততর

আর উনি নিজের মণ্ডটা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলছেন
ছুঁড়ে দিচ্ছেন শূন্যে
লুফে নিচ্ছেন তর্জনীর ডগায়
কিংবা লুফছেনই না আদপে

কেউ বিশ্রাম নিচ্ছে না

সে

কেউ-কেউ কামড়ে ছিঁড়ে নেয় অন্যদের
হাত পা কিংবা আরো যে-সব

দাঁতে ক'রে তুলে নেয়
তুলেই যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটে পালায়
মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখে

অন্ধরা ছুটে বেরোয় দিকে-দিকে
শোঁক-শোঁক খোঁজ-খোঁজ
তোল মাটি তোল সব মাটি

কারু যদি কপাল ভালো হয় তো খুঁজে পায় তার হাত
পা কিংবা আরো যে-সব
এবার তাদের কামড়াবার পালা

তোড়ে খেলা চলে

যতদিন হাত আছে
যতদিন পা আছে
যতদিন একটা-কিছু আছে আরো যা-যা

বীজ

একজন বুনে দেয় আরেকজনকে
বুনে দেয় তার মাথায়
লাথি মেরে-মেরে মাটি বুজিয়ে দেয় ভালো ক'রে

অপেক্ষা করে কবে বীজ থেকে অঙ্কুর বেরুবে

বীজ তার মাথা ফাঁপা ক'রে ফ্যালে
তাকে বানিয়ে ফ্যালে এক ইঁদুরগর্ত
ইঁদুররা ঠুকরে খায় বীজ

সেখানে তারা ম'রে প'ড়ে থাকে

ফাঁকা মাথাটির মধ্যে বাসা বাঁধতে আসে হাওয়া
আর জন্ম দেয় ফাতফিচেল ছোটো-ছোটো হাওয়ার

ব্যাঙতড়কা

দুজনে হবে দুটি পাথর পরস্পরের বুকে চাপানো
পাথরগুলি যেন একটা বাড়ি
পাথরের তলা থেকে কেউ নড়তে পারে না

আর দুজনে কুস্তি চলে বেদম
অন্তত একটা আঙুলও যদি তোলা যায়
অন্তত যদি টাগরায় জিভ ছুইয়ে বলা যায় চ্চু অন্তত কানের লতি
যদি নড়ানো যায়
আর নিদেন চোখ পিটপিট করা যায় যদি

পাথরের তলা থেকে কেউ নড়তে পারে না

আর দুজনেই কুস্তি করে বেদম
আর ফুরিয়ে ফ্যালে নিজেদের আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে
আর কেবল এই ঘুমের মধ্যে তাদের চুল দাঁড়িয়ে ওঠে খাড়া-খাড়া

(এ-খেলা চলে অনেকক্ষণ)

শিকারী

কড়া না-নেড়েই কেউ ভেতরে ঢুকে পড়ে
ঢুকে পড়ে কারু এক কানে
অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়

ঢুকে পড়ে দেশলাইকাঠির মতো পা ফেলে
জলন্ত দেশলাইকাঠির মতো পা ফেলে
তার মাথার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে নাচে

তার জিত হয়েছে

কড়া না-নেড়েই কেউ ভেতরে ঢুকে পড়ে
ঢুকে পড়ে কারু এক কানে
অন্য কান দিয়ে আর বেরিয়ে আসে না

তার হ'য়ে গেছে

ছাই

কেউ-কেউ রাত আর অন্যরা তারা

সব ক-টা রাত যে যার নিজের তারা জ্বালিয়ে দেয়
আর তাকে ঘিরে জুড়ে দেয় এক কালো নাচ
যতক্ষণ-না পুড়ে ফুরিয়ে যায় তারাটা

তারপর রাতেরা আবার দু-দলে ভাগ হ'য়ে যায়
কেউ-কেউ তারা হয়
অন্যরা রাতই থাকে

আবার সব ক-টা রাত যে-যার নিজের তারা জ্বালিয়ে দেয়
আর তাকে ঘিরে জুড়ে দেয় কালো নাচ
যতক্ষণ-না পুড়ে ফুরিয়ে যায় তারাটা

শেষ যে-রাতটি সে হয় তারা আর রাত দুই-ই
নিজেকেই জ্বালিয়ে দেয় সে
নিজেকে ঘিরেই জুড়ে দেয় কালো নাচ

খেলার শেষে

অবশেষে দু-হাতে পেট চেপে ব'সে পড়ে
পাছে হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যায়
কিন্তু সেখানে কোনো পেট নেই

কোনোমতে নিজেকে টেনে তুলতে পারে একটা হাত
কপাল থেকে হিমশীতল ঘাম মুছে ফেলবে ব'লে
সেখানে কপালও নেই

অন্য হাতটা এগিয়ে আসে হৃৎপিণ্ডের দিকে
পাছে ধুকধুকিটা লাফিয়ে বেরোয় বুক থেকে
সেখানে ধুকধুকিটাও নেই

দু-হাত পড়ে
অবশ অলস পড়ে কোলের ওপর
কোল ব'লেও কিছু নেই সেখানে

এখন একটা হাতের ওপর বৃষ্টি পড়ছে
অন্য হাতটা থেকে গজিয়ে উঠেছে ঘাস
আমি এর বেশি আর কী বলবো

☐ দোহাড়কি

আরম্ভের সময়

আরো ভালো হ'লো
এই-যে আমরা রেহাই পেয়ে গেলুম মাংসের কাছ থেকে

এখন আমরা যা-খুশি তা-ই করবো
কিছু-একটা বলো
কী হ'তে চাও তুমি
বিদ্যুতের ঝলকের শিরদাঁড়া

বলো আরো-কিছু বলো

তোমাকে কী বলবো
যে-তুমি এক ঝড়ের শ্রোণী
এটা ছাড়া অন্ত-কিছু বলো

এ ছাড়া অন্ত-কিছুই তো আমি জানি না
আকাশের পাঁজর

আমরা আর কারু হাড় নই
একটা ভিন্ন-কিছু বলো

আরম্ভের পর

কী করবো এখন আমরা

সত্যি আমরা এখন কী করবো
এখন তো আমরা মজা খাবো রাত্তিরে

মজা খেয়েছি দুপুরবেলায়
এখন একটা ফাঁকা-ফাঁকা ভাব নাছোড়বান্দার মতো লেগে আছে

তাহ'লে আমরা গান বানাবো
আমরা গান ভালোবাসি

কুত্তাগুলো যখন আসবে কী করবো বলো তো
ওরা তো হাড় ভালোবাসে

তাহ'লে আমরা ওদের গলায় আটকে যাবো
আর ভারি মজা হবে

রোদের মধ্যে

আঃ ন্যাংটো রৌদ্রস্নান কী যে চমৎকার
মাংস আমার কখনোই পছন্দ ছিলো না

আর ঐ ছেঁড়া কাপড়গুলোও আমার মনঃপূত ছিলো না
তুমি যে এইরকম উদোম ন্যাংটো আঃ আমাকে যেন পাগল ক'রে দিচ্ছো

রোদকে কিছুতেই তুমি আদর করতে দিয়ো না
এসো আমরা বরং পরস্পরকে ভালোবাসি শুধু আমরা দুজন

কেবল এখানটায় নয় লক্ষ্মীটি রোদের মধ্যে নয়
হাড় মণি আমার এখানে সব দেখে ফেলবে যে

মাটির তলায়

অন্ধকারের পেশী আর মাংসের পেশী
সে তো আসলে একই হ'লো

তা আমরা এখন কী করবো বলো তো

কেন সব কালের সব হাড়কে আমরা নিমন্ত্রণ করবো
রোদে ঝলসাবো আমরা

তারপর কী করবো আমরা
তারপর খাঁটি হ'য়ে উঠবো শুদ্ধ নির্ভেজাল
যেমন-খুশি সেইভাবেই বাড়তে থাকবো আমরা

আর তারপর কী করবো আমরা

কিছুই না এখানে-ওখানে এমনি বেড়াবো আমরা
আমরা হ'য়ে উঠবো অস্থিসার চিরন্তন শাশ্বত
শুধু অপেক্ষা করবো পৃথিবী কখন হাই তোলে

চাঁদের আলোয়

ওটা কী ঐ যে
যেন মাংস যেন কোনো তুহিন মাংস
জাপটে আছে আমাকে

জানি না তো কী
যেন আমার মধ্য দিয়ে মজ্জা ব'য়ে যাচ্ছে
যেন কোন তুহিন মজ্জা

আমিও জানি না
যেন সবকিছু আবার নতুন ক'রে শুরু হ'তে যাচ্ছে
যেন এখন আরো-বীভৎস আরো-ভয়ধরানো এক সূচনা

আচ্ছা তুমি পারো   কী
ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠতে পারো তুমি

শেষ হবার আগে

কোথায় যাবো এখন আমরা

কোথায় আর   যাবো কোথাও-না
দুটো হাড় তাছাড়া আর কোথায়ই বা যায়

সেখানে আমরা করবো কী

সেখানে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমাদের জন্তে
সেখানে সাগ্রহ প্রত্যাশা আমাদের জন্তে
কেউ-নার আর তার স্ত্রীর শূন্যতার

তা তাদের কাছে আমাদের আর দাম কী

বয়েস হয়েছে ওদের আর ওদের কোনো হাড়গোড় নেই
ওদের কাছে আমরা যেন ওদের দুহিতা হ'য়ে উঠবো

শেষকালে

আমি এক হাড় তুমি এক হাড়
কেন তুমি আমাকে গিলে ফেলেছো
আর যে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না

তোমার কী হ'লো বলো তো
আসলে তুমিই তো আমাকে গিলে ফেলেছো
আমিও তো নিজেকে আর দেখতে পাচ্ছি না

কোথায় আছি আমি এখন

এখন কেউ আর কিছু জানে না
কে কোথায় কিংবা কে যে কে
সব এক ধূলিধূসর বিশ্রী স্বপ্ন

ওগো শুনছো শুনতে পাচ্ছো

পাচ্ছি তোমাকে আমাকে দুজনকেই শুনতে পাচ্ছি
কারা যেন আমাদের মধ্য থেকে মাটি আঁচড়াচ্ছে মোরগের মতো

□ ফিরিয়ে দাও আমার ছেঁড়া কাঁথা

শুধু এসো একবার আমার মনের মধ্যে
অমনি আমার ভাবনারা তোমার মুখ আঁচড়ে দেবে

শুধু এসো একবার আমার চোখের সামনে
অমনি আমার চোখ দুটো দাঁত খিঁচিয়ে তোমার দিকে তেড়ে যাবে

শুধু মুখ খুলে ভাখো একবার
অমনি আমার স্তব্ধতা তোমার চোয়াল ফাটিয়ে দেবে

শুধু একবার তোমার কথা মনে করিয়ে ভাখো আমাকে
অমনি আমার স্মৃতি খাবলে-খাবলে মাটি তুলবে তোমার পায়ের তলা থেকে

জানো এইরকমই হয়েছে এখন আমাদের দুজনের সম্পর্ক

১

ফিরিয়ে দাও আমার ছেঁড়া কাঁথা

আমার শুদ্ধ স্বপ্নের ছেঁড়া কাঁথা
রেশমি হাসির ডোরাকাটা আশঙ্কার
আমার লেস্‌কাটা কাপড়ের

আমার দাগধরানো আশার ছেঁড়া কাঁথা
চকচকে আকাঙ্ক্ষার নানারঙের দৃষ্টির
আমার মুখের চামড়ার

ফিরিয়ে দাও আমার ছেঁড়া কাঁথা
ফিরিয়ে দাও যখন ভালোভাবে বলছি তোমাকে

২

শোন তুই রাক্স
খুলে ফ্যাল তোর গলার ঐ শাদা রুমাল
আমরা দুজনেই দুজনকে চিনি

যেহেতু নেশায় এখন আমরা বুঁদ হ'য়ে আছি
একই বাটি থেকে গোগ্রাসে গিলেছি

একই বিছানায় শুয়েছি
তোর সঙ্গে তুই এক কুনজর-দেয়া ছুরি

ঘুরেছি এই নষ্ট ঘোরানো জগৎটায়
তোর সঙ্গে তুই ঘাসের মধ্যেকার সাপ

শুনছিস তুই জোচ্চোর ফেরেব্বাজ ছদ্মবেশী
খুলে ফ্যাল ঐ শাদা রুমাল
থামকা কেন পরস্পরের কাছে মিছে কথা বলিস

৩

তোকে সঙ্গে নেবো না আমি তুই আমার কাঁধের বোঝা
তুই যা-ই বলিস না কেন তোকে মোটেই ব'য়ে নিয়ে যাবো না আমি

নেবো না পায়ে সোনার নাল পরিয়ে দিলেও না
হাওয়ার তিনচাকার রথে জুতে দিলেও না
রামধনুর বলগা দিয়ে লাগাম পরালেও না

আমাকে তুই কেনবার চেষ্টা করিস না

নেবো না পকেটের মধ্যে পা পুরে দিলেও না
ছুঁচের মুখে সুতোর মতো পরিয়ে দিলেও না গিঁট বেঁধে ফেললেও না
সটান এক ডাণ্ডায় আমাকে কষিয়ে আনলেও না

আমাকে তুই ভয় দেখাবার চেষ্টা করিস না

নেবো না ঝাঁঝরিতে ফেলে ভাজলেও না এমনকী দু-বার ভাজলেও না
কাঁচাও নয় নুন মাখালেও নয়
নেবো না এমনকী স্বপ্নেও নয়

ধাপ্পা দিস্‌নে নিজেকে
আমি রাজি নই নেবো না

৪

তুমি বেরিয়ে যাও আমার দেয়ালঘেরা অসীম থেকে
আমার হৃৎপিণ্ডঘেরা তারার বলয় থেকে
আমার মুখভরা সূর্য থেকে

বেরিয়ে যাও আমার রক্তের মজ্জাদার সমুদ্র থেকে
আমার জোয়ার থেকে আমার ভাঁটা থেকে
বেরিয়ে যাও আমার নিরুপায় ফ্যালফেলে স্তব্ধতা থেকে

বেরোও বলছি বেরোও

বেরিয়ে যাও আমার জ্যান্ত পাতাল থেকে
আমার ভেতরকার ফাঁকা গাছপালা থেকে

বেরিয়ে যাও কতবার কতক্ষণ ডুকরে উঠবো বেরিয়ে যাও

আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে মাথার মধ্য থেকে তুমি বেরিয়ে যাও
বেরিয়ে যাও দোহাই কেবল বেরিয়ে যাও

৫

তোমাকে হানা দেয় চপল কতগুলো পুতুল
আর আমি আমার রক্তে তাদের স্নান করাই
আমার চামড়ার ছেঁড়া কাঁথা গায়ে পরিয়ে তাদের সাজিয়ে দিই

আমার চুল দিয়ে দোলনা বানিয়ে দিই তাদের
আমার শিরদাঁড়া দিয়ে বাচ্চাদের ঠেলাগাড়ি
ভুরু দিয়ে ঘুড়ি

আমার হাসি দিয়ে প্রজাপতি বানিয়ে দিই তাদের
আর আমার দাঁতের পাটি মেলে দিয়ে বুনো জানোয়ার
যাতে তারা সময় কাটাতে গিয়ে শিকার করতে পারে তাদের

চমৎকার খেলা চলছে এ-সব অ্যাঁ

৬

গোল্লায় যাক তোমার শেকড় আর রক্ত আর শিরশ্চড়া
আর যা-কিছু আছে তোমার জীবনে সব

গোল্লায় যাক তোমার মগজের সেই তৃষাতুর ছবিগুলো
আর তোমার আঙুলের ডগার আগুনচোখ
আর সব স-ব পদক্ষেপ

চিৎপাত পড়ো তিন কড়াই বদমেজাজি জলে
প্রতীক আগুনের তিন চুল্লিতে
তিন নামহীন দুধহীন খাদের মধ্যে

গোল্লায় যাক তোমার কণ্ঠা দিয়ে নামা হিম প্রশ্বাস
তোমার বাম স্তনের তলাকার পাথর
সেই পাথরে খোদাই-করা কালো পাখি

চিৎপাত পড়ো পাতালের পাতালে শূন্যতার বাসায়
আরও আর আরও্তর বুভুক্ষু ছিঁড়ে-যাওয়া
আকাশের গর্তের মধ্যে আমি কি এ-সব জানি না

গোল্লায় যাক তোমার বীজ আর প্রাণরস আর দীপ্তি
আর অন্ধকার আর আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তোমার থামা
আর যা-কিছু আছে জগতে সব

৭

আর আমার ছেঁড়া কাঁথার ব্যাপারটা কী
ফিরিয়ে দেবে না তুমি তাদের ফিরিয়ে দেবে না

তোমার ভুরু পুড়িয়ে দেবো আমি
চিরকাল তো তুমি আর অদৃশ্য থাকবে না আমার কাছে

তোমার মনের ভেতর আমি দিন আর রাত্রিকে মিশিয়ে দেবো
শেষে আমার দরজায় তোমাকে মাথা কুটে-কুটে আসতে হবে

তোমার ঐ গান-গাওয়া নখগুলো সব আমি ছেঁটে দেবো
যাতে আমার মগজে আর এক্কাদোক্কার নকশা কাটতে না-পারো

তোমার হাড় থেকে তেড়েফুঁড়ে খুঁজে বার ক'রে দেবো সব কুয়াশা
যাতে তোমার জিভ থেকে সব বিষ তারা এক ঢোঁকে গিলতে পারে

দেখবে আমি তোমাকে কী করি

৮

আর তুমি কিনা চাও আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি

তুমি আমাকে শরীর দিতে পারো আমার ভস্মশেষ থেকে
আমার ভাঁড়ামোর আবর্জনাস্তূপ থেকে
আমার একঘেয়েমির উচ্ছিষ্ট থেকে

তুমি পারো তুমি অমকালো

বিস্মৃতির চুল ধ'রে হ্যাঁচকা টান দিতে পারো তুমি
ফাঁকা আমার মধ্যে আমার রাতকে জড়িয়ে ধরতে পারো
আমার প্রতিধ্বনিতে চুমু খেতে পারো

পারো কিন্তু তুমি জানো না কেমন ক'রে ভালোবাসতে হয়

৯

পালিয়ে যা রাক্ষস

এমনকী আমাদের পদক্ষেপগুলো অব্দি পরস্পরকে কামড়ে খায়
আমাদের পেছনের ধুলোর মধ্যে কামড়াকামড়ি করে
আমরা একজন আরেকজনার জন্যে আদিষ্ট নই

তোর মধ্য দিয়ে স্ফটিকের মতো সব দেখে ফেলছি আমি
তোর এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে আমি বেরিয়ে যাই
এ তো আর খেলা নয়

কেন আমরা ছেঁড়া কাঁথাগুলো এভাবে মিশিয়ে ফেলতে গিয়েছিলুম

ফিরিয়ে দাও আমাকে তুমি ওগুলো দিয়ে কী করবে
তোমার পিঠে ওদের রং ফিকে হ'য়ে যেতে দিয়ে কী লাভ
ফিরিয়ে দাও আর তারপর ফিরে যাও তোমার নেই-দেশে

রাক্ষস তুই রাক্ষসের কাছ থেকে পালিয়ে যা

চোখ নেই তোর
দেখছিস না এখানে এখানেও এক রাক্ষস আছে

১০

তোর জিভ কালো হোক তোর দুপুর কালো হোক তোর আশা কালো হোক
সব কালো হ'য়ে যাক শুধু আমার আতঙ্ক শাদা
আমার নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক তোর কণ্ঠায়

তোর বিছানা হোক ঝড়তুফান
আমার বিভীষিকা হোক বালিশ
বিশাল হোক তোর অশান্ত জমি অস্থির প্রান্তর

তোর আগুনের খোরাকি তোর মোমের দাঁত
চিবো এবার পেটুক
চিবিয়ে খা সবকিছু যা তুই চাস

বোবা হ'য়ে যাক তোর হাওয়া বোবা জল বোবা ফুল
সব বোবা হ'য়ে যাক শুধু আমার দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি হোক সশব্দ
আর বাজ ছোঁ মেরে পড়ুক তোর কণ্ঠায়

ভয় দেখা তোর মাকে ম'রে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হ

১১

আমার মুখ থেকে তোর মুখ আমি মুছে ফেলেছি
ছিঁড়ে ফেলেছি আমার ছায়া থেকে তোর ছায়া

তোর মধ্যেকার পাহাড়গুলোকে সমতল ক'রে দিয়েছি
তোর সমভূমিকে বানিয়েছি পাহাড়

তোর ঋতুগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছি তোর বিরুদ্ধে
জগতের সব দিককে তোর কাছ থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি

তোর চারপাশ মুড়ে দিয়েছি আমার জীবনের পথ দিয়ে
আমার দুর্ভেদ্য আমার অসম্ভব পথ

দেখি এবার তুই কী ক'রে আমাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করিস

১১

যথেষ্ট ফুলেল কথাবার্তা হ'লো যথেষ্ট মধুর আবর্জনা
কিচ্ছু শুনবো না আমি কিচ্ছু জানবো না
যথেষ্ট সবকিছুই যথেষ্ট

আমি বলবো শেষটা যথেষ্ট
ভ'রে দে আমার মুখ মাটি দিয়ে
ধুলো ক'রে ফ্যাল আমার দাঁত

শুধু তোর কাছ থেকে আলাদা হবার জন্যে মুণ্ডুখোর
শুধু চিরকালের মতো তোর কাছ থেকে আলাদা হবার জন্যে

আমি যা আমি শুধু তা-ই হ'তে চাই
নির্মূল নির্ভাল নির্মুকুট
নিজের ওপর হেলান দিয়ে থাকবো আমি
আমার যেখানটায় ফুলে উঠেছে যেখানটায় কালশিঁটে পড়েছে

তোর মধ্যে এক কাঁটাঝোপ হ'য়ে উঠবো আমি
তোর মধ্যে আমি শুধু তা-ই হ'তে পারি
তুই বদমাশ খেলা নষ্ট করিস তোর তালগোল-পাকানো মাথায়

আর তুই ফিরে আসিস না কোনোদিনও

১৩

কোনো মৎলব খেলবার চেষ্টা করিস না রাক্ষস

তোর গলার রুমালের আড়ালে তুই ছুরি লুকিয়ে রেখেছিস
তুই চৌহদ্দি ডিঙিয়ে এসেছিস ল্যাং মেরে কুপোকাৎ করেছিস আমাকে
খেলাটাই বরবাদ ক'রে দিলি তুই

যাতে আমার আকাশ যেন থুবড়ে পড়ে
যাতে আমার সূর্য যেন তার মাথা ফাটিয়ে ফ্যালে
যাতে আমার ছেঁড়া কাঁথা যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে ছিটিয়ে পড়ে সবখানে

রাক্ষস তুই রাক্ষসের সঙ্গে কোনো মৎলব খেলবার চেষ্টা করিস না
ফিরিয়ে দে আমার ছেঁড়া কাঁথা
আমিও তোরগুলো ফিরিয়ে দেবো

□ কার্তজোপল

হুশান রাদিচের জন্যে

মুণ্ডহীন অঙ্গহীন
সে দেখা দেয়
দৈবাৎ-ঘ'টে-যাওয়ার উত্তেজনাপ্রবণ নাড়ি তার
সে চলে
সময়ের বেহায়া কুচকাওয়াজের তালে-তালে
সবকিছু ধ'রে রাখে
তার সংরক্ত
অন্তর্লীন আলিঙ্গনে

এক মসৃণ শাদা নির্দোষ মৃতদেহ
সে তার চাঁদের ভুরু দিয়ে হাসে

কার্তজোপলের হৃদয়

উপল নিয়ে তারা খেলছিলো
অন্য যে-কোনো নুড়ির মতোই এক নুড়ি
এমনভাবে খেলছিলো যেন উপলের কোনো হৃদয়ই নেই

তারা রেগে উঠলো নুড়িটার ওপর
চুরমার ক'রে ফেললো তাকে ঘাসের মধ্যে
হতভম্ব হ'য়ে দেখতে পেলো তার হৃৎপিণ্ড

নুড়ির হৃৎপিণ্ডটা তারা খুলে ফেললো
হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক সাপ
স্বপ্নবিহীন এক ঘুমন্ত কুণ্ডলি

সাপটাকে জাগিয়ে দিলো তারা
ফণা তুলে দাঁড়ালো সাপ সটান
তারা ছুটে পালিয়ে গেলো দূরে

দূর থেকে তাকিয়ে দেখলো তারা
সাপটা কুণ্ডলিতে পেঁচিয়ে ধরেছে দিগন্ত
তাকে আস্ত গিলে ফেললো ডিমের মতো

তারা ফিরে এলো তাদের খেলার জায়গায়
কোনো চিহ্নই নেই সাপের বা ঘাসের বা নুড়ির টুকরোর
অনেক দূর অব্দি কোথাও কিছু নেই

পরস্পরের দিকে তাকালো তারা মুচকি হাসলো
আর চোখ টিপলো পরস্পরকে

কার্তজোপলের স্বপ্ন

মাটি থেকে বেরিয়ে এলো এক হাত
হাওয়ায় ছুঁড়ে মারলো উপলকে

কোথায় গেলো উপল
সে তো মাটিতে ফিরে আসেনি আর
সে তো বেয়ে ওঠেনি আকাশে

কী হ'লো তবে উপলের
তবে কি শিখর তাকে গিলে খেলো
তাকে কি রূপান্তরিত ক'রে দিলো পাখিতে

এই-যে উপলটা

জেদি সে থেকে গিয়েছে তার নিজের মধ্যেই
আকাশেও নয় কিংবা মাটিতেও নয়

সে শুধু নিজেকেই মানে
সব জগতের মধ্যে সে-এক জগৎ

কার্তজোপলের প্রণয়

সে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলো এক সুন্দরী
সুগোল নীলচোখের প্রেমে
এক চলচপল অন্তহীনতার প্রেমে

তার চোখের শাদায়
পুরো বদলে গেছে সে

শুধু তার প্রেমিকাই তাকে বোঝে
তার শুধু তারই আলিঙ্গন আছে
তার কামনার আকার
বোবা বন্ধহীন

সে নিজের মধ্যেই ধ'রে রেখেছে
তার প্রেমিকার সব ছায়া

প্রেমে অন্ধ হ'য়ে আছে সে
আর-কারু রূপ
তার চোখেই পড়ে না

তাকে ছাড়া
আর তাকেই সে ভালোবাসে যে শেষ পর্যন্ত দাম নেবে তার জীবন

কার্তজোপলের অভিমান

অনেক পেয়েছে সে গতিটা
তার চারপাশের সেই সর্বাঙ্গহঠাম গতি
সে থমকে গেছে মাঝপথেই হঠাৎ

বোঝা ভারি লাগে তার
যে-পাথরে সে তৈরি
তাকে সে ছেড়ে এসেছে

সে ব্যাহত হ'য়ে আছে নিজের মধ্যে
তার নিজের শরীরের মধ্যে
বেরিয়ে এসেছে সে

নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে আছে
লুকিয়ে আছে নিজেরই ছায়ায়

কার্তজোপলের রহস্য

নিজেকে দিয়েই সে ভ'রে রেখেছে নিজেকে
সে কি পেট পুরে রেখেছে তার নিজের কড়া মাংসে
তার কি শরীর-খারাপ লাগে

জিগেশ করো তাকে ভয় পেয়ো না
সে তো আর রুটি ভিক্ষে চাচ্ছে না

সে অসাড় হ'য়ে আছে এক সপুলক পেশীবিক্ষেপে
সে কি তবে অন্তঃস্বত্ত
সে কি তবে জন্ম দেবে এক পাথরের
নাকি কোনো বুনো পশুর নাকি কোনো বিদ্যুৎঝলকের

যত-খুশি তাকে জিগেশ করো
কোনো উত্তরের প্রত্যাশা কোরো না

আশা কোরো শুধু-এক শিশু
অথবা এক দ্বিতীয় নাক অথবা কোনো তৃতীয় নয়ন
কিংবা কে জানে কী

দুই কার্ডজোপল

পরস্পরের দিকে তাকায় তারা মলিন
পরস্পরের দিকে তাকায় দুই উপল

দুই মধুর গতকাল
চিরন্তনতার জিভের ডগায়
দুই শিলীভূত অশ্রু আজকের দিন
কোনো চোখের পাতার অজ্ঞাত

আগামীকালের বালির দুই মাছি
বধিরতার কানে-কানে
দিনের গালে
আগামীকালের দুই সানন্দ টোল

ছোট্ট-এক পরিহাসের দুই বলি
বোকা-এক পরিহাস কিন্তু কোথাও কোনো ভাঁড় নেই

পরস্পরের দিকে তাকায় তারা নিষ্প্রভ
নিজের পেছনবন্ধনীপরা তারা তাকায় পরস্পরের দিকে
ঠোঁট না-থাকলেও তারা কথা বলে
তারা বলাবলি করে শুধু হাওয়া

অপ্রধান আকাশ

□ জ্‌স্তনের জ্‌স্তন

নক্ষত্রদর্শীর উত্তরাধিকার

সে চ'লে যাবার পরেও র'য়ে গেলো তার কথাগুলো
জগতের চেয়েও সুন্দরতর
কারু সাহস নেই যে তাদের দিকে বেশিক্ষণ তাকায়

তারা অপেক্ষা করে সময়ের মোড়ে-মোড়ে
জনতার চেয়েও মহত্তর
কে উচ্চারণ করবে তাদের

তারা শুয়ে থাকে বোবা মাটিতে
জীবনের হাড়ের চেয়েও মহত্তর
মৃত্যু কিছুতেই পারেনি
যৌতুক হিশেবে তাদের নিয়ে যেতে

কেউ তাদের ভুলতে পারে না
কেউ তাদের ফেলে দিতেও পারে না

ঝরা তারাগুলো তাদের মুখ লুকোয়
তার কথাগুলোর ছায়ায়

এক বিস্মৃত সংখ্যা

এক-যে ছিলো সংখ্যা
শুদ্ধ সে বর্তুল সূর্যের মতোই
কিন্তু নিঃসঙ্গ বড়ো-নিঃসঙ্গ

শেষটায় সে নিজেকেই হিশেব করতে শুরু ক'রে দেয়

ভাগ করে সে নিজেকে গুণ করে
নিজেকে বিয়োগ করে যোগ করে
তবু সবসময়েই থেকে যায় একা

হিশেব-করা বন্ধ ক'রে দিলো সে
আর নিজেকে বন্ধ ক'রে রাখলো নিজেরই বর্তুল
শূর্বজলা বিশুদ্ধতায়

বাইরে থেকে গেলো শুধু
তার হিশেবের সব আগুনজ্বলা চিহ্ন

অন্ধকারে তারা শিকার ক'রে বেড়ায় পরস্পরকে
ভাগ করতে থাকে যখন উচিত ছিলো গুণ করা
বিয়োগ করতে থাকে যখন উচিত ছিলো যোগ করা

অন্ধকারে এইরকমই হয়

আর সেখানে তো কেউ ছিলো না
যে চিহ্নগুলোকে থামিয়ে দেবে
বারণ করবে তাদের নিজেদের নিভিয়ে দিতে

এক অহংকারী ভুল

এক-যে ছিলো ভুল
এত হাস্যকর এমনই খুদে
যে কারু চোখেই পড়তো না হয়তো

নিজেকে দেখতে বা শুনতে
কিছুতেই তার সহ্য হচ্ছিলো না

যত-সব অর্থহীন জিনিশ উদ্ভাবন ক'রে নিলে সে
শুধু এটাই প্রমাণ করতে
যে তার কোনো অস্তিত্বই নেই বাস্তবিক

সে উদ্ভাবন ক'রে নিলে এক দেশ
তার সব প্রমাণের মাপে-মাপে
আর তার প্রমাণগুলোকে পাহারা দেবার জন্যে সময়
আর তার প্রমাণগুলোকে লক্ষ করবার জন্যে জগৎ

যা-যা সে উদ্ভাবন ক'রে ছিলো সব অবশ্য
তেমন হাস্যকর বা
তেমন খুদে ছিলো না
তবে বলাই বাহুল্য যে বিব্রত আর বিভ্রান্ত ছিলো

এ ছাড়া কি অন্যকিছু সম্ভব ছিলো

এক জ্ঞানী ত্রিভুজ

এক-যে ছিলো ত্রিভুজ
তার ছিলো তিন দিক
চতুর্থ দিককে সে লুকিয়ে রেখেছিলো
তার জলজলে কেন্দ্রটায়

দিনের বেলায় সে বেয়ে-বেয়ে উঠতো তার তিন চুড়োয়
আর মোহিত হ'য়ে প্রশংসা করতো তার কেন্দ্রের
রাত্রে সে বিশ্রাম করতো
তার তিন কোণার একটায়

রোজ ভোরে সে তার তিন দিককে দেখতো

তিনটে অনন্ত চাকায় পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে
আর কখনো-না-ফেরায় নীলে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে॰

সে বার ক'রে আনতো তার চতুর্থ দিককে
চুমু খেতো তাকে ভেঙে ফেলতো তিনবার
আর আবার তাকে লুকিয়ে রাখতো আগের জায়গায়

আর আবার তার থাকতো মাত্র তিনটেই দিক

আর আবারও দিনের বেলায় সে বেয়ে উঠতো
তার তিন চুড়োয়
আর মুগ্ধ হ'য়ে প্রশংসা করতো তার কেন্দ্রের
আর রাতে সে বিশ্রাম করতো
তার কোণাগুলোর একটায়

পাথর হ'য়ে-যাওয়া প্রতিধ্বনি

অনেক দিন আগে ছিলো অশুর্নাত প্রতিধ্বনি
তারা ছিলো এক কণ্ঠস্বরের দাস
তাকে তারা বানিয়ে দিয়েছিলো তোরণ খিলেন

খিলেনগুলো ভেঙে পড়লো
তারা বাঁকা বানিয়েছিলো তাদের
ধুলো ঢেকে রাখলো তাদের ধুলোবালি

এই বিপজ্জনক দাসত্ব ছেড়ে দিলো তারা
ক্ষুধায় পাথর হ'য়ে গেলো

পাথর হ'য়ে গিয়ে তারা উড়ে গেলো

ঠোঁটগুলোর খোঁজে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলতে তাদের
যেখান থেকে গলার স্বর এসেছিলো

কতদিন ধ'রে যে তারা উড়লো কেউ জানে না
হাদা আকাট অন্ধ-কোথাকার তারা খেয়ালই করেনি যে
যে-ঠোঁটগুলোকে তারা খুঁজছে
তার কিনার ঘেঁষেই কিনা তারা উড়ে চলেছে

গল্পের গল্প

এক-যে ছিলো গল্প

তার শেষ এলো
সে শুরু হবার আগেই
আর সে শুরু হ'লো
সব শেষ হ'য়ে যাবার পর

তার নায়কেরা তার মধ্যে ঢুকলো
তাদের মৃত্যুর পর
আর তাকে তারা ছেড়ে এলো
তাদের জন্মের আগে

তার নায়কেরা বলাবলি করতো
কোন্-এক পৃথিবী সম্বন্ধে কোন্-এক আকাশ সম্বন্ধে
কত-কী যে বলতো তারা

শুধু তারা কখনো বলেনি
তারা নিজেরাও যা জানতো না সেই কথা
যে তারা শুধু এক এমন গল্পের নায়ক

যে-গল্পের শেষ আসে
তার শুরু হবার আগেই
আর যার শুরু হয়
সব শেষ হ'য়ে যাবার পর

জঞ্জালের জঞ্জাল

এক-যে ছিলো জঞ্জাল
টাগরার তলায় নয় টুপির তলায় নয়
মুখেও নয় কোনো-কিছুতেও নয়

সবকিছুর চেয়ে সে বড়ো
তার নিজের বৃহত্বের চেয়েও বড়ো

মাঝে-মাঝে
তার নিবিড় রাত্রি তার মহীয়া রাত্রি
এখানে-সেখানে হুতাশ ঝিকমিক ক'রে উঠতো
তুমি হয়তো দেখে ভাবতে যে ওরা বুঝি সব তারা

এক-যে ছিলো জঞ্জাল
যে-কোনো জঞ্জালের মতোই বিরক্তিকর একঘেয়ে
আর এখনও মনে হয় সে ঘ'টেই চলেছে তো চলেছেই

□ চিহ্নরা

এক আগন্তুক

আকাশের কোণায় রক্তের এক ফোঁটা

তবে বুঝি তারারা আবার শুরু করেছে
নীলকে ভাগ ক'রে ফেলতে পরস্পরকে কামড়ে ছিঁড়তে
অথবা হয়তো বুঝি চুমু খেতেই

সুখের গোল টেবিলে
এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই হয়নি

শুধু আগুনের রুটি ভাগ ক'রে নেয়া হ'লো
আলোর পেয়ালা ঘুরলো হাতে-হাতে
আর মরা তারারা নিজেদের হাড় চিবোলো

আকাশের কোণায় কী চায় ঐ রক্তের ফোঁটা
ঐ একচোখো আকাশের কোণায়

পাখাওলা এক বাঁশি

এক পাখাওলা বাঁশি উড়ে বেড়ায়
বিদ্যুতের ঝলকগুলোর চারপাশে এক বিশাল কুণ্ডলিতে
গান গেয়ে-গেয়ে সে চেষ্টা করে
তাদের ভুলিয়ে নিয়ে যেতে কোথাও

সে কি মেঘেরই মধ্যে

না কি আরো-কোনো সুন্দরতর আকাশে
না কি পৃথিবীতেই মানুষের মধ্যে

সে জট পাকিয়ে গেছে শিখার জিহ্বায়
আগুন ধ'রে গেছে তার গানে পাখায় ছুঁয়েছেই
আর আকাশের তোরণে তার ছায়ায়

সে কি আর-কোনো গান জানে না

এই গানে সে তো শুধু রাগিয়ে দেবে বিদ্যুৎঝলকদের
কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না তাদের পথ ভুলিয়ে

এক জেদি ঘোলা

এক শাদা নিরবয়ব ঘোলা
ঘুরে বেড়ায় স্বচ্ছ আকাশে

সবুজ সুতোয় আড়াআড়ি বাঁধা
সারাক্ষণ গায়ের জোরে এ-পাশ ও-পাশ দোলে
আর এইভাবেই তৈরি করে তার সব পদক্ষেপ

সারাক্ষণ যুঝতে গিয়ে আছাড় খায়
আকাশের বেদরদী মাটিতে
আর শুধু প্রহর গোনে

তার ওপরটায় চুপ ক'রে থাকে এক তারা

আরেক তারা চুপ ক'রে থাকে তার তলায়
তার ডানদিকে এক বুড়ো সূর্য গর্জন আওড়ায়
তার বামদিকে এক তরুণ চাঁদ কাকলি তোলে

কেন সে অন্তত একবারও শান্ত হ'য়ে বসে না
স্বচ্ছ আকাশের সদাশয় বজ্র নিশ্চয়ই
তার বাঁধন খুলে দেবে

উদ্বাস্তু এক মাথা

এক ছিন্ন মুণ্ড
এক মুণ্ড তার দাঁতের ফাঁকে এক ফুল
পাক খায় পৃথিবীকে

সূর্য দেখা করে তার সঙ্গে
ঝুঁকে অভিবাদন করে তাকে
নিজের পথে চ'লে যায়

চাঁদ দেখা করে তার সঙ্গে
তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে
কিন্তু চলা থামায় না

কেন সে পৃথিবীর উদ্দেশে গরগর করে
ফিরে যেতে পারে না কি
কিংবা চিরকালের মতো ছেড়ে চ'লে যেতে

হয়তো তার পুষ্পিত ঠোঁটেরা জানে উত্তর

দণ্ডিত ছুরি

এক ন্যাংটো ধূসরচোখো ছুরি
শুয়ে থাকে ছায়াপথে

কেমন সে মোচড় খায়

তারার ধুলোয়
সে কি তবে রক্তের জন্তে তৃষিত

কেমন সে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে
তার নিজের নির্দোষ ছায়াকেই
খ'সে যেতে চায় বুঝি

কেমন সে ঝিলকোয় তার ফলা
ঝিলিক লাগায় সবদিকে
কাউকে কোনো ইশারা করছে বুঝি

তারার মিছিল তাকে এড়িয়ে যায়
তার চারপাশে রেখে দেয় এক ফাঁকা অন্তরিক্ষ
হৃৎপিণ্ডের আকার তার

কোথায় সেই অতি-গরীয়ান হাত
যে তাকে ছুঁড়ে ফেলেছে ওখানে
আবার একদিন ফিরিয়ে নেবার জন্তে

জলন্ত হাত

দুই জলন্ত হাত ডুবে মরছে
আকাশের অতলে

তারা আঁকড়ে ধরে না তারাকে
যে তাদের পাশে ভাসে
চোখ মিটমিট করে আর ক্রুশ আঁকে

তারা কিছু-একটা বলছে তাদের আঙুলের ভাষায়

কে অনুমান করবে
শিখার মধ্যে আঙুলের ভাষা কী বলে

গম্ভীরভাবে দুই তালু জুড়ে দেয় তারা
ছাতের ওপরটা বোঝাবার জন্য

তারা কি সেই শাবেক বাড়ির কথা বলছে
যাকে তারা ছেড়ে এলো ভস্মীভূত
না কি কোনো নতুন বাড়ির কথা বলছে
যাকে তারা বানাবার কথা ভাবছে

শেষ দড়ি

এক মোটা ঝকমকে দড়ি
তারার ফাঁক দিয়ে বুকে হেঁটে যায়
কোনোরকমে গ'লে যেতে পারে-কি-পারে-না

সব তারকাখচিত চৌরাস্তায়
জট পাকিয়ে ফ্যালে সে নিজেকে
যাতে পথগুলো-সব তার মনে থাকে ঐ গ্রন্থিতে

তার অন্তহীন প্রান্ত
সে অবিশ্রাম টেনে আনে
আকাশের নীল গর্তর মধ্য থেকে

সে বুকে হেঁটে এগোয় তারায়-তারায়
ঠিক জগতের হৃৎপিণ্ডটার দিকে
আর কখনোই জট পাকিয়ে যায় না

□ মতবিরোধ

মুকুটপরা আপেল

সূর্য বার ক'রে আনো তোমার মুখ থেকে
রাত আমাদের জ্যান্ত কবর দিয়ে দিচ্ছে

এই আমার আপেল
আমার জিহ্বায় খ'সে পড়েছে সে আকাশ থেকে
জ্বালিয়ো না আমায় আমাকে এটা তারিয়ে-তারিয়ে চাখতে দাও

তোমার মুখ খোলো শূন্য যাতে ভোর আসতে পারে আমাদের কাছে
যাতে আমাদেরও মাথায় মুকুট পরাতে পারে সূর্য

প্রার্থনা করো যাতে আমি আমার মুখ না-খুলি
আর-কোনো মধুর কাজই তো বাকি নেই
তোমাদের জন্যে আপেলের মধ্যে বুঝলে শুঁয়োপোকারা

নীল ফাঁস

দিগন্ত দিয়ে আমাদের ঘাড় চেপটে দিচ্ছো কেন তুমি

আমার উরুতে আকাশের বিনুনি
শুরু হ'য়ে পড়লে আমার ভালো লাগে

ঐ কোমরবন্ধে তুমি আমাদের দম আটকে মারবে যে

নীল ফাঁসের জন্ত তোমাদের বিলাপ আমার ভালো লাগে
বিশেষ যখন আমি ক্লান্ত হ'য়ে আমার কোমরবন্ধ খুলি

বড়ো রাস্তা

সরিয়ে নাও তোমার বিশাল পা
তুমি আমাদের চিন্তা মাড়াচ্ছো যে

আমি তো তোমাদের মধ্য দিয়ে
আমার পদক্ষেপকে কোলে ক'রে নিয়ে যেতে পারি না

আমাদের চিন্তা থেকে স'রে যাও
তোমার পায়ের তলা থেকে তারাগুলো কামড়ে নেবো না-হ'লে

আমি তো আমার পথ বিসর্জন দিতে পারি না
সে আমাকে তোমাদের মাথার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়

অতিপরিশ্রমী সুতো

তোমার দৃষ্টি কেন
আমাদের চোখের পাতাগুলো সেলাই ক'রে জুড়ে দেয়

সূর্যের রশ্মিগুলো আমার আড়ালে
কী করে আমি জানি না

মাথা ঘুরিয়ে ছাখো না কেন
তোমার কটাক্ষদের

এখন কোথায় যে আমার মাথা তা-ই আমি জানি না
যদি তোমাদের দরকার থাকে তো তোমরাই খুঁজে বার করো

পালিত শাবক

কুড়িয়ে নাও তোমার সব বজ্র
তারা আমাদের বুকের মধ্যে ছানা পাড়ছে

আমার কথার সব বাচ্চা প্রতিধ্বনিগুলোকে
তোমরা নিজেরাই কেন লালন করো না

কুড়িয়ে নাও তাদের তারা আমাদের দুজনকেই চুরমার ক'রে দেবে
আর তোমাকেও টুকরো ক'রে ফেলবে

তোমরাও কেন তাদের ল্যাজে-ল্যাজে
আমার বুকে উড়ে আসো না

উর্বর আগুন

লম্বালম্বি তোমাকে কেটে ফ্যালো শূন্য
যাতে আমরাও দাঁড়াতে পারি সটান

আমার আগুন নিয়ে খেলতে-খেলতে
তোমরাও সত্যি অত বড়ো হ'য়ে গেছো নাকি

আড়াআড়ি নিজেকে কেটে ফ্যালো শূন্য
যাতে আমরাও মেলে দিতে পারি আমাদের বাহু

তোমরা কি সত্যি উড়ে আসতে প্রস্তুত
নিজে-নিজেই আমার আগুনের উৎসে

অবারিত ওড়া

আমাদের উড়ে যাবার অনুমতি দাও
ভিত্তিহীন তোমার প্রাসাদ থেকে

আমি তোমাদের আগুনে গলিয়ে নিয়ে তারা বানিয়েছি
আমার করোটির খিলানের তলায়
উড়ে যাও না কেন কে তোমাদের বাধা দিচ্ছে

আমাদের ধ্বংস হ'য়ে যাবার অনুমতি দাও
প্রতিটি ওড়া আমাদের ফিরিয়ে আনছে দরবারে

এবারে পেয়েছি তোমাদের পাখি
সব ডানা কেটে ফ্যালো
যাতে তোমাদের ওড়া হ'য়ে ওঠে স্বাধীন অবারিত

□ সূর্যের নকল

সূর্যজনকের মৃত্যু

আকাশের শিখর থেকে তিন-পা দূরে
চিরজীবন্ত ফুলের জমির থেকে তিন-পা দূরে
বুড়ো সূর্য থেমে গেলো
লাল হ'য়ে গেলো সবুজ হ'য়ে গেলো

তিন বার পাক খেলো সে নিজের অক্ষে
আর সে ফিরে গেলো না তার উদয়ে

(যাতে আমাদের চোখের সামনে সে না-মরে)

তারা বলে এক ছেলে আর উত্তরাধিকারী নাকি আছে
আমাদের মধ্যে সোনালি বড়ো-চক্ষু জন্মাবারও আগে
এই অন্ধকারকে জ্বলজ্বল করতে শেখানো উচিত আমাদের

অন্ধ সূর্য

দুই খোঁড়া সূর্যরশ্মি
অন্ধ সূর্যকে হাত ধ'রে নিয়ে যায়

সকাল তার ঐশ্বর্য চাচ্ছে
আকাশের অস্তপাশে
সে তার নিজের দোরগোড়ায় নেই

মধ্যদিন পড়েছে অসৎসঙ্গে
বিদ্যুতের সঙ্গে সে ছুটছে এলোমেলো
কখনো সে বাড়িতেই থাকে না

সন্ধ্যা বেরিয়ে গেছে খোলা পৃথিবীতে
কাঁধে তার বিছানা
কোন্‌-এক তারায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে

শুধু রাত্রি
এগিয়ে এসেছে বাহু মেলে
অন্ধ সূর্যের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে

চূড়ায় সংঘর্ষ

এক নীল সূর্য জন্মালো
আকাশের বাম বগলে
এক কালো সূর্য জন্মালো
আকাশের ডান বগলে

নীল সে বেয়ে ওঠে কালো সে বেয়ে ওঠে
চূড়ার মিনারের দিকে
যেখানে খা-খা করে নিস্প্রভতা

আমরা নিজেরা ন্যাংটো নেমে এসেছি' নিজেদের মধ্যে

আমরা খুলে দিই ছুঁচোর ঢিবি
আমরা ফিসফিস করি গোপন নাম
আমাদের আপন স্বদেশী সূর্যের

মিনার থেকে তিন দিকে
বেরিয়ে পড়েছে সোনালি তেপায়া

অভ্যর্থনার প্রস্তুতি

আমরা আমাদের পুষ্পিত হাতের
তোরণ বানিয়ে দিলুম
আকাশে ঢোকবার পথে

আমাদের অর্ধেক আত্মা বিছিয়ে দিলুম
আকাশের এক উৎরাইয়ে

আমাদের শিলীভূত বাহু দিয়ে
উদ্ভাবন ক'রে নিলুম এক টেবিল
আকাশের একেবারে চূড়ায়

আমাদের অর্ধেক আত্মা বিছিয়ে দিলুম
আকাশের অন্ত উৎরাইয়ে

আমরা পেতে দিলুম বিছানা
আমাদের স্বপর্ণ হৃদয়ের
আকাশ থেকে বেরুবার রাস্তায়

এইসবকিছু করি আমরা অন্ধকারে
একা-একা সময়ের সহায়তা ছাড়াই

আমরা অবাক হ'য়ে ভাবি এ-সব কি সত্যি
অভ্যর্থনার প্রস্তুতি
না কি বিদায়ের

মধ্যনিশীথেও সূর্য

এক অতিকায় কালো ডিমে তা দিয়ে-দিয়ে
আমাদের জন্ত ফুটিয়ে তোলা হ'লো এক সূর্য

আমাদের পাঁজরের ওপর ঝলশে উঠলো সে
বিশাল খুলে দিলো আকাশ
আমাদের দুর্ভাগা বুকে

কখনও সে অস্ত গেলো না
কিন্তু তার উদয়ও হয়নি কোনোকালে

আমাদের সবকিছু সে বানিয়ে দিলো সোনা
কিছুতেই সে বানালো না সবুজ
আমাদের ঘিরে ঐ সোনাকে ঘিরে

সে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো সমাধিফলকে
আমাদের জীবন্ত হৃৎপিণ্ডে

বিদেশী সূর্য

কার মগজ থেকে বেরুলো এই
একচোখো বেজম্মা

এখন কার জন্তে সে হা ক'রে আছে
কার পেছনে সে গড়িয়ে যায়
বন্ধ্যা-সব আকাশে

কেন সে আমাদের এদেশ জেনে নিতে চাচ্ছে
আমাদের ভস্ম ক'রে ফেলতে পারলে কী খুশিই যে হবে সে

যেন সকাল থেকে এখানে আমরা
তার পাগল বাবার গায়ে ঠাণ্ডা জলের
ঝাপটা দিয়েছি

বরং ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেই ভালো করবে সে
আকাশ এক বিষম ভুল ক'রে বসেছে

সূর্যের নকল

আমাদের একজনের হৃৎপিণ্ড উদিত হ'লো
পোড়া আকাশের গায়ে অনেক ওপরে

সূর্যের পথ ধ'রে-ধ'রে সে চললো
লোহার আগাছায় ভর্তি সব পথ
আর অস্ত গেলো অঙ্গার-হওয়া দিগন্তে

মিথ্যেই আমরা অপেক্ষা করলুম তার ফিরে-আসার
সোনালি আপেলবাহককে নিয়ে
অথবা অন্তত দ্বাদশ আগুনজ্বলা শাখা সমেত

সেই থেকে আমরা সবাই ব'য়ে নিয়ে বেড়াই
আমাদের বুকে এক ভারি শেকল
এক বশংবদ পাঁজরের গায়ে বাঁধা

□ ব্যবধান

লোলুপ ধোঁয়া

কেন তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে
যখন ধোঁয়া আমাকে বয়ে নিয়ে যায় ওপরে

তুমিই আমাদের ছেড়ে গেছো তলায়
তোমার ফাঁকা-হওয়া তলাকার কড়াইতে

কেন তুমি আমার খোঁজ করোনি
যখন সেই ধোঁয়া আমাকে টেনে নিয়ে আসে নিচের দিকে

তোমারই উচিত এখন ধার থেকে আমাদের খোঁজ-করা
তোমার ঐ ওলটানো ওপরকড়াই থেকে

কেন তুমি আমাকে ডাকোনি
যখন ধোঁয়া গিলে খেলো আমাকে জ্যান্ত

তোমারই উচিত এখন আমাদের ডাকা
ওপর-নিচের দুই কড়াইয়ের কান দিয়ে

ছাইয়ের পিঠে

যে-আগুন আমি রেখে গিয়েছিলুম তোমাদের কাছে
তোমরা কি এখনও তাকে লালন করছো

তুমি রেখে গিয়েছিলে
শুধু ছাইভস্মের এক বাসি পিঠে

ঘুচঘুচে খোলার ওপরে আমার কটকের চিহ্ন কি
তোমরা খুলে ফেলতে পেরেছো

তোমার কাটাকুটি-করা ছুরির চিহ্ন
আমরা খুলে ফেলতে পেরেছি

তার মধ্যে লুকোনো সোনালি
সূর্যমুখীকে কি খাচ্ছো তোমরা

যখন ভাগ করতে যাচ্ছিলুম
তোমার পিঠে আমাদের হাত খেয়ে ফেলেছে

নির্বাপিত চাকা

কোথায় যাচ্ছো তোমরা অমন হাসিখুশি
আমার চিন্তার আগুনের চাকা নিয়ে

আমরা তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়েছি
আমাদের ঘাড়ে সে পরানো নির্বাপিত

আমার আহাবেচারা অন্ধ চাকাকে নিয়ে
কোথায় গিয়েছিলে তোমরা উৎফুল্ল

আত্মহারা হ'য়ে আমরা তাকে চালিয়েছিলুম
যাতে সে নিজেকেই নিজে ছাড়িয়ে যায়

কোথায় উধাও হয়েছিলে তোমরা
আমার খ্যাপা চাকাটিকে নিয়ে

রেগে আমরা তাকে ঘাড় থেকে টেনে নামিয়েছি
আমাদের মাথা সমেত

আগুনঠেকানো কাটিম

এখনও ঝুলে আছো কবন্ধ
আমার একটা কালো রশ্মি ধ'রে

তোমার প্রাচীন ধোঁয়ায় ঝুলে আছি আমরা
আমাদেরই এক সোনালি সুতো ধ'রে

তোমরা কি অন্ধকারে এখনও টের পাওনি
যে আমার রশ্মি সব পুড়ে গিয়েছে

আমরা জানি যে বশম্বদ সুতো
আমাদের হৃদয় থেকে পাক খুলে-খুলে বেরিয়ে এসেছে

তোমরা কি এখনও দেখতে পাও না অন্ধকারে
যে আমার রশ্মি ছিঁড়ে গেছে

আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সুতো
হৃৎপিণ্ডের অনেক ওপরে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কাটিম

অন্ধকারের ডেলা

আমার প্রাচীন অন্ধকারের
ডেলাকে কি চিনতে পারছো না তোমরা

তার সামনে আমরা টুকরো ক'রে কেটে ফেলছি
নির্দোষ সোনালি চুলগুলোর স্মৃতি

তোমরা কি তৃষিত নও তার গোপন রহস্যের জন্যে
যা দিয়ে সে তোমাদের আলো ক'রে দেবে

তার চারপাশে বিস্মৃতিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছি আমরা
যাতে নিজের ল্যাজটাকেই সে কামড়ে ছেঁড়ে

তোমাদের শূন্য কাঁধের ওপরে
তোমরা কি তার গতিগুলোকে ধরতে পারছো না

আমরা ভয়ে-ভয়ে আছি পাছে তোমার অন্ধকারের ভেলা
আমাদের হারানো মাথায় জায়গা দখল ক'রে বসে

আগুনজ্বলা সূর্যমুখী

তোমাদের শিরদাঁড়ার ওপরে সে-কোত্থেকে আসে
আগুনের জিহ্বার নৃত্যচপল বৃন্ত

আমরা আমাদের জঙ্ঘার অস্থিতে সুর তুলেছি
সে নিজেই নিজেকে বানিয়েছে

কোথা থেকে আসে তোমাদের বৃন্তের মধ্যে
বহুচক্ষু পোড়া কাটা প্রান্তর

আমরা উরু চাপড়াচ্ছিলুম
সে তার নিজস্বেই তপ্ত জ্ব'লে উঠতে শুরু করেছিলো

কোথা থেকে আসে তোমাদের গোপন সূর্যমুখী
সম্পূর্ণ অখণ্ড অভঙ্কিত

তাকে আমরা পেয়েছি আমাদের কাঁধের ওপর
আমাদের তপ্ত লাল মাথার জায়গায়

ভাস্বর চুম্বন

তোমাদের ঐ নরম মিনারে তার পতন পরিচর্যা ক'রে
আমার নীল মহিমা ছাড়া তোমরা করছো কী

আমাদের শেষ নিশ্বাসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি আমরা
তোমার নিচের কড়াইটার মুখের ওপর

আমার সূচনা বিনাই কী শুরু করেছো তোমরা
তোমাদের হাড়ের বন্দীশালার ওপাশে

আমরা আগুন ধরিয়ে দিচ্ছি আমাদের প্রথম নিঃসঙ্গতায়
তোমার ওপর-কড়াইটার মুখের তলায়

আমার সমাপ্তি ছাড়াই কী শেষ করছো তোমরা
তোমাদের কলমুখর কুলুপের পেছনে

আমরা স্বপ্ন দেখছি যে ভাস্বর চুম্বন থেকে আমরা
আমাদের জন্যে আগলে রাখবো কড়াইগুলোর কান

☐ হৃদয়ের মাঝখানে জামির

তরুণ সত্যের গান

অন্ধকারে গান গেয়ে উঠলো সত্য
হৃদয়ের মাঝখানের জামিরের ওপর

শুধু সে বলে পাকিয়ে দেবে
হৃদয়ের মাঝখানের জামিরের ওপর
যদি তার ওপর চোখ ঝলমল করে

আমরা বিদ্রূপ করলুম গানকে
পাকড়ে ধরলুম সত্যকে বেঁধে ফেললুম
হত্যা করলুম তাকে এখানে জামিরের তলা

চোখ ছিলো ব্যস্ত
বাইরের অন্ধ অন্ধকারে
এবং কিছুই জাগেনি

গর্তের ড্রাগন

গর্তের মধ্যে এক অগ্নিময় ড্রাগন
ড্রাগনের মধ্যে এক রক্তিম গুহা
গুহার মধ্যে শ্বেত মেষশাবক
মেষশাবকের মধ্যে পুরোনো আকাশ

পৃথিবী খাইয়ে দিলুম আমরা ড্রাগনকে
তাকে পোষ মানাতে চেয়েছিলুম আমরা
চুরি ক'রে আনতে চেয়েছিলুম সেই শাবেক আকাশ

প'ড়ে রইলুম আমরা পৃথিবীহারা
এর পরে যে কোথায় যাবো জানতুম না
আমরা ড্রাগনের ল্যাজে চেপে বসলুম

ড্রাগন তাকালে আমাদের দিকে ক্ষিপ্র হিংস্র
ড্রাগনের চোখে নিজেদের মুখ দেখে
আমরা ভয় পেয়ে গেলুম

আমরা লাফিয়ে পড়লুম ড্রাগনের চোয়ালের মধ্যে
ওৎ পেতে রইলুম তার দাঁতের আড়ালে
আর অপেক্ষা করতে লাগলুম আগুন কখন আমাদের বাঁচায়

ছুরি বশ-করা

আমাদের বুকের ওপর কটাক্ষ ক'রে
অনেকক্ষণ ঝুলে ছিলো এক ছুরি

কাটা ডানাগুলো উড়ে গেলো
হৃদয়ের মাঝখানের জামির থেকে বেরিয়ে
আর বশ মানালে ছুরিকে

ডানারা ছুরিকে শেখালে
ওড়ার সময় খুঁজে বার করতে
বুকের পাশে তরুণ সূর্যের মুখ

ডানারা নিয়ে গেলো ছুরিকে
তার শিক্ষার মধ্যে পুরোপুরি ভেঙে-পড়া
অন্ধকারে কোনোখানে ওপরে

আমরা নুয়ে অভিবাদন করলুম
হৃদয়ের মাঝখানের জামিরকে

আত্মার মাছ

আত্মার মধ্যে এক রুপোলি মাছ
মাছের মধ্যে এক ছোট্ট খড়
খড়ের ওপর জমকালো-এক কাপড়
কাপড়ের ওপর কুমারী তারারা

আমরা বঁড়শি ফেললুম রুপোলি মাছের জন্যে
ক্ষুধায় আমরা ম'রেই যাচ্ছিলুম
মাছ মোটেই পালাতে চাইলো না

মাছটাকে কেটে ফেললুম আমরা
মাছের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়লো ছোট্ট-এক খড়

ছিঁড়ে ফালা-ফালা হ'লো জমকালো কাপড়
আর কুমারী তিন তারা
হারালে তাদের কৌমার্য

আর রুপোলি মাছ
এমনকী বেড়ালদেরও তা রুচতো না
আমরা দারুণ হতাশ হ'য়ে পড়লুম

আমাদের আত্মার মধ্যে এখন অন্ধকার

সোনালি ত্রিপয়ের মনস্তাপ

আমাদের গোপন হৃদয়ের আশপাশে
খুঁড়িয়ে চলছিলো এক সোনালি ত্রিপয়
আর পা-ঠুকে-ঠুকে খুঁড়ছিলো অন্ধকার

আমরা ভয় পেয়ে গেলুম যদি সে খোঁড়ে
হৃদয়ের মাঝখানে জামিরের তলায়

অবশ্যই কাউকে খুঁজে বার করতে চাচ্ছে সে
যে আগেই কখনো বসেছিলো তার ওপর
অথবা যে কখনো পরে বসবে তার ওপর

চাপাদেয়া গুপ্তকথার চারপাশে খুঁড়িয়ে চললো সে
শুনে দেখলো পায়ে-পায়ে
আর খুঁড়ে ফেললো তিন কবর

আমরা নাচলুম রৌদ্রের নাচ
হৃদয়ের মাঝখানের জামিরকে ঘিরে-ঘিরে

মাথার মধ্যে বনকপোত

মাথার মধ্যে এক স্বচ্ছ বনকপোত
কপোতের মধ্যে কাদামাটির এক পেটি
পেটির মধ্যে এক মরা সাগর
সাগরের মধ্যে এক খঞ্জ চাঁদ

আমরা চিরে খুললুম বনকপোত
গুঁড়িয়ে ফেললুম মাটির পেটি
মরা সাগর দু-ভাগ ক'রে দিলুম

জলের মধ্যে থপথপ হেঁটে গেলুম আমরা
গেলুম একেবারে তলায়

গভীর তলায়

আমরা দেখতে পেলুম স্বচ্ছ বনকপোতকে
আর তার মধ্যে এক তরুণ চাঁদ

আমরা ভেসে উঠলুম জলের ওপর

জলের ওপর
আবার দেখতে পেলুম বনকপোত
আর তার মধ্যে এক পূর্ণ চাঁদ

আমরা মরা সাগর পান করতে শুরু করলুম

হৃদয়ের মাঝখানের জামির

হৃদয়ের মাঝখানে এক পুষ্পল জামির
জামিরের তলায় এক মাটিচাপা কড়াই
কড়াইয়ের মধ্যে দ্বাদশ মেঘ
মেঘের মধ্যে এক তরুণ সূর্য

হৃদয় খুঁড়লুম আমরা কড়াইয়ের জন্যে
খুঁড়ে বার ক'রে আনলুম দ্বাদশ মেঘ
কড়াই উড়ে গেলো সূর্যকে নিয়ে
এক গভীরতা থেকে অন্য গভীরতায়

শেষ গভীরতায় আমরা হাঁ ক'রে রইলুম
আমাদের আপন জীবনের চেয়েও গভীরতর
খোঁড়া বন্ধ ক'রে দিলুম আমরা

আমাদের গা সেঁকবো ব'লে জামির কেটে ফেললুম আমরা
আমাদের বুক আঁকড়ে ধরলো ঠাণ্ডা

☐ আকাশের আংটি

নক্ষত্রদর্শীর মৃত্যু

তাকে মরতেই হ'তো ওরা বললে
তারারা ছিলো তার নিকটতর
মানুষের চেয়েও

তাকে খেয়েছে ওরা বলে পিঁপড়েরা
সে কল্পনা করেছিলো যে তারারা
জন্ম দেয় পিঁপড়ের আর পিঁপড়েরা তারার
তাই সে বাড়ি ছেয়ে ফেলেছিলো পিঁপড়েয়-পিঁপড়েয়

তার শরীর বেশ্যারা ওরা বলে
তার মাথাটাই খেয়েছিলো
আর গুজবরা হ'লো এক ছুরির উদ্ভট
মানুষের আঙুলের ছাপ গায়

এই পৃথিবীরই সে ছিলো না ওরা বলে
সে গিয়েছিলো সূর্যমুখীকে খুঁজে বার করতে
যেখানে সব হৃদয় আর সব তারার
রাস্তা এসে মেলে

মরতে তাকে হ'তোই ওরা বলে

আকাশের আংটি

আংটি তুমি তো কারু আংটি নও
কেমন ক'রে হারিয়ে গেলে তুমি
কেমন ক'রে কোনোখানে প'ড়ে গেলে আকাশ থেকে
কোনোখানে পড়ার চেয়ে বরং সবখানে

তোমার তরুণ শূন্যতার সঙ্গে
তোমার প্রাচীন জয়ন্তী ঝিলিকের
বিয়ে দিয়েছিলে কেন তখুনি

তারা ভুলে গিয়েছে দুইই তোমাকে
আর তাদের বিয়ের রাতকে
সেই থেকে তোমার ঝিলিক মদ খেতে শুরু করেছে

শূন্যতা ক্রমেই মুটিয়ে যাচ্ছে
আবারও তুমি হারিয়ে গেলে

এই-যে আমার অনামিকা
এসো এখন থেকে এখানেই থাকো

নাস্তি

কিছুই-না তুমি ঘুমিয়েছিলে
আর স্বপ্ন দেখছিলে যে তুমি বুঝি কোনোকিছু

কোনোকিছুতে আগুন ধ'রে গেলো
শিখা ছটফট ক'রে উঠলো
অন্ধ যন্ত্রণায়

তুমি জেগে উঠলে নাস্তি
আর পিঠ সেঁকলে
স্বপ্নের শিখায়

তুমি তো ছাখোনি শিখার যন্ত্রণা
যন্ত্রণায় আত্ত-আত্ত সব জগৎ
তোমার পিঠ তো দূরের জিনিশ দেখতে পায় না

নাকি তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আবার
আর স্বপ্ন দেখলে যে তুমি কিছুই-না

শিখা নিভে গেলো
তার যন্ত্রণারা ফিরে পেলো তাদের দৃষ্টি
আর তারাও নিভে গেলো পুলকে

অনাথ অনুপস্থিতি

যথার্থ-কোনো জনক নেই তোমার
তোমার মা বাড়ি নেই
যখন নিজের মধ্যে জগৎটাকে তুমি ছাখো
তোমার জন্ম হয়েছিলো ভ্রমবশত

তোমার শরীরটা এক পরিত্যক্ত পাতালের মতো
তোমার গায়ে কেমন-একটা অনুপস্থিতির গন্ধ
তুমি স্বয়ম্ভূ

তুমি ঘুরে বেড়াও অগ্নিময় বেশ্যাদের সঙ্গে
একের পর এক ভাঙো তোমার মাথাগুলো
তোমার এক মুখ থেকে লাফিয়ে পড়ো তুমি অন্য মুখে
আর পুরোনো ভুলটাকেই নতুন জন্ম দাও

পারো যদি ন্যাংটো হয়ে পড়ো
আমার শেষ অক্ষরে
আর অনুসরণ করো তার চলা

আমার মাথায় এক ভাবনা খেলছে জানো অনাথশিশু
যে এটা শেষটায় কোনোরকম উপস্থিতির মধ্যেই নিয়ে যাবে

ছায়ানির্মাতা

আত্ত-এক চিরন্তনতার মধ্য দিয়ে তুমি হেঁটে যাও
তোমার ব্যক্তিগত অসীমতা নিয়ে
মাথা থেকে পায়ে আবার ফিরে মাথায়

নিজেই তুমি ঝলসে ওঠো
তোমার মাথাতেই শেষ চূড়া
তোমার গোড়ালিতেই তোমার ঝলমলের বিলয়

অস্ত যাবার আগে তুমি তোমার ছায়াদের
ছড়িয়ে পড়তে দাও চ'লে যেতে দাও
ঘটাতে দাও অলৌকিক আর ধিক্কার
আর নিজেদেরই ঠুকতে দাও সেলাম

শেষ চূড়ার ওপর শায়েস্তা ক'রে তুমি ছায়াদের
ফিরিয়ে নিয়ে আসো তাদের যথার্থ আকারে
তোমাকে সেলাম করতে শেখাও তাদের

আর কুর্নিশ করতে-করতে তারা উধাও হ'য়ে যায়
এইভাবেই তুমি ঘুরে বেড়াও এমনকী আজ অব্দি
কিন্তু ছায়াদের জন্তে তোমাকে দেখা যায় না

তারার শামুক

বৃষ্টির পর বুকে হেঁটে তুমি বেরিয়ে এলে
তারার বৃষ্টির পর

ওদের হাতের তারারা

নিজেরাই বানিয়ে নেব তোমার বাড়ি
তোয়ালের ক'রে তাকে তুমি কোথায় ধ'রে নিয়ে যাচ্ছো

খোঁড়া সময় তোমার পেছন ধরেছে
ধ'রে ফেলবে তোমায় মাড়িয়ে যাবে তোমায়
শামুক তোমার শিং লাগিয়ে নাও

বিশাল গালের মধ্যে বুকে হেঁটে যাও তুমি
যাকে তুমি কখনও জরিপ করবে না
সরাসরি নাস্তির সেই হাঁয়ের মধ্যে

আমার স্বপ্নদেখা হাতের
জীবনরেখার পাশে স'রে এসো
দেরি হ'য়ে যাবার আগেই

আর আমাকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাও
অলৌকিক-ঘটানো রুপোর তোয়ালের

পলাতক তারারা

তোমরা পরস্পরের দিকে তাকালে তারারা
চুপি-চুপি যাতে আকাশ দেখে ফেলতে না-পারে
তোমাদের উদ্দেশ্য ছিলো সৎ

অথচ ভুল বোঝা হ'লো তোমাদের

ঊষা আবিষ্কার করলে তোমাদের তুহিন
তোমাদের উনুনের কাছ থেকে অনেক দূরে
আকাশের তোরণের কাছ থেকে অনেক দূরে

আমার দিকে তাকাও তোমরা তারা
চুপি-চুপি যাতে পৃথিবী দেখতে না-পায়
গোপন ইশারাগুলো দাও আমাকে
আমি তোমাদের দেবো চেরিকাঠের এক যষ্টি

আর পথ হিশেবে আমার কপালের এক ভাঁজ
দিশারী হিশেবে আমার চোখের এক পাতা
তোমাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনবার জন্যে

সটান-দাঁড়ানো মাটি

তীর্থযাত্রা

সেন্ট সাভার ঝরনা

গ্যাযাপাখির প্রান্তর

করোটির মিনার

বেওগ্রাদে প্রত্যাবর্তন

□ তীর্থযাত্রা

তীর্থযাত্রা

আমার বাবার যষ্টি হাতে ক'রে যাই আমি
যষ্টির ওপর আমার দাউ-দাউ হৃৎপিণ্ড

দিবাপথ যে-অক্ষরগুলো লিখে দেয়
আমার পদপাত তা গুনগুন ক'রে উচ্চারণ করে

বালিতে তাদের আঁকি আমি আমার যষ্টি দিয়ে
সব ধর্মশালায়
ঘুমিয়ে পড়ার আগে

তাদের অর্থ কী
এখনও আমি একফোঁটাও অনুমান করতে পারি না
কিন্তু তাদের দেখায় নেকড়ে নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো

আর কোনো রাত শূন্য থাকবে না আমার
যদি আমি বাড়ি ফিরি সুস্থ নিরাপদ

খিলান্দার

হে কৃষ্ণা ত্রিভুজা জননী
তোমার একটি হাত বাড়িয়ে দাও আমার দিকে
আমাকে স্নান করিয়ে দাও ঐন্দ্রজালিক সমুদ্রে

বাড়িয়ে দাও দ্বিতীয় এক হাত
আমাকে খাইয়ে দাও সুমধুর পাথর
তোমার তৃতীয় হাত বাড়িয়ে দাও আমার দিকে
আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও কবিতার নীড়ে

রাস্তা থেকে এসে হাজির আমি
ধূলিধূসর ক্লান্ত বুদ্বুদ
ভিন্ন-কোনো জগতের কামনায় আতুর

বাড়িয়ে দাও তিনটি ছোট্ট মমতা
আমার চোখের ওপর হাজার কুয়াশা নেমে-পড়ার আগে
আমার এই মাথাটি হারিয়ে বসার আগে

আর ওরা তোমার হাতগুলো কেটে ফেলবার আগে
হে কৃষ্ণা ত্রিভুজা জননী আমার

কালেনিচ্

আমার চোখ যখন
তোমার ওপর পড়ে
মেঘদূত ভাই আমার

সব রং ভোর হ'য়ে ওঠে
বিস্মৃতির কিনারে

অন্ধ ছায়ারা নিষেধ করে আমায়
আবার তোমার তরবারির বিদ্যুৎ
খাপে ফিরিয়ে দিতে

সব রং পেকে ওঠে
সময়ের নির্ভার শাখায়

আর ভাই তোমার রূপবান উষ্ণতা
আমার মুখের কোণায়
মেঘদূত ভাই আমায়

সব রং জ্ব'লে ওঠে
তারুণ্যে আমার রক্তে

রাদিয়ুলিয়া

পন্থহীনতার মধ্যে
উত্তোলিত বাহু এক
শিখায়িত তার হাতের তালু
শিখায়িত তার সব আঙুল

দীর্ঘ দিন আগে সে মুক্ত করেছে
পুরোনো স্বদেশী সূর্যকে
বিদেশী টাট্টুর ল্যাজে
বাঁধা

আজ সে আলো ক'রে দেয়
রহস্যের গুহা
প্রশ্নে-প্রশ্নে ফোঁপরা
আর পাথরের কপাল

এক উত্তোলিত বাহু
ভাষাহীন দেখা করলো আমার সঙ্গে
পন্থহীনতার মধ্যে
আমাকে পথ দেখিয়ে দিলো

ঋিচা

হে উজ্জ্বললোহিত দেবী ঋিচা
তুমি উৎসারিত হয়েছো আমার হৃৎপিণ্ড থেকে

তুমি চলেছো সাত তোরণের পা ফেলে
সূর্য তোমার বর তোমার সঙ্গী
ফসলের পাকা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে

আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকো তোমার নির্বাচিত
অগ্নিময় ত্রিকূটের শিখরে

অবাক্ত করো সূর্যঘাতককে
আর শস্যসংহারককে
তোমার স্তনদেশের দুই রাজকীয় কোণ থেকে

তোমার শিখরের দিকে পা ফেলে চলেছো তুমি
চলেছো উন্নত প্রণয়ের দিকে
যা একমাত্র সম্ভাব্য দিক

যাও তুমি তোমার পথে আমি তোমার পদপাত চুম্বন করি
হে উজ্জ্বললোহিত দেবী ঝিচা

সোচপোচানি

শক্তির গোলাপি শান্তি
মহিমার পরিণত শান্তি

নিচে পৃথিবীর সব সোনালি পাখি
ওপরে আকাশের ফলপ্রাচুর্য
সবই নাগালের মধ্যে

সব রূপ চমৎকার ব'সে আছে নতজানু
শিল্পীর চোখে

(সময় দাঁত বসিয়েছে তার গায়ে)

অহমিকার তরুণ সৌন্দর্য
নিদ্রাচারী নিশ্চয়তা

চিরবসন্তের সব তোরণ
আর সুখের যত উজ্জ্বল অস্ত্র
সবাই শুধু একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা ক'রে আছে

শিল্পীর দক্ষিণ হাতে
নেচে ওঠে জগতের নাড়ি

(সময় দাঁত বসিয়েছে তার গায়ে
আর তার দাঁত ভেঙে ফেলেছে)

মানাসিয়া

নীল আর সোনালি
দিগন্তের শেষ বলয়
সূর্যের শেষ আপেল

হে চিত্রকর
কত দূর অব্দি দেখতে পাও তুমি

তুমি কি শুনতে পাও নিশীথ ঘোড়সোয়ারদের
লা ইল্লাহা ইল্লালাহা

তোমার তুলি কাঁপে না
তোমার রঙেরা ভয় পায়নি

নিশীথ ঘোড়সোয়ারেরা এগিয়ে আসে কাছে
লা ইল্লাহা ইল্লালাহা

হে চিত্রকর
নিশীথের গভীরতায় কী দেখতে পাও তুমি

নীল আর সোনালি
আত্মায় শেষ তারা
চোখে শেষ অসীমতা

সেন্ট অ্যানড্রুজ

চিরন্তনতার শেষ প্রান্তে পালিয়ে গিয়েছিলে তুমি
আরো সাতবার পা ফেলেছিলে
উত্তরের দিকে

তুমি নিয়ে গিয়েছিলে স্বর্গের নদী
তোমার নামে নাম সেই সন্তের করোটি
আর তার ওপরে তুমি বানিয়েছিলে
সাতটি সূর্যমন্দির

তুমি আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলে গম্বুজের তলায়
সাতজন বুড়ো মানুষগুলোর গায়ে
আর তাদের গায়ে মালিশ ক'রে দিয়েছিলে মদিরা

আগুন থেকে মুক্ত ক'রে এনেছিলে সাত বনকপোত
আর তাদের সঙ্গে গান ক'রে উঠেছিলো সাত সন্ধ্যাতারা

তুমি গন্ধ শুঁকেছিলে ধুৎরোর
স্বর্গের জ্যোতির্বলয়ে আটকে রাখলে নিজেকে
আর চুপ ক'রে গেলে

□ সেণ্ট সাভার ঝরনা

মিথ্যে গিয়েছিলুম তীর্থে
সেণ্ট সাভার ঝরনায়
— সারবিয়ার লোকগীতি

সেণ্ট সাভার ঝরনা

পাথরের গায়ে স্বচ্ছ চোখ
চিরকাল ধ'রে খোলা
যষ্টির চারফেরতা চুম্বনে

তন্দ্রাতুর সবুজ চোখের পাতায়
ঘাস একই সঙ্গে লুকোয় আর ঢাকা খোলে
স্বচ্ছশীতল সত্যের

এই জলের তলায়
ঝলমল করে স্ফটিকের নেকড়ে-মুণ্ড
তার চোয়ালে এক রামধনু

এই জলে পা ধুলে
মৃত্যুর সব ব্যথা চ'লে যায়
এই জল খেলে
জীবনের সব ব্যথা চ'লে যায়

পাথরের গায়ে স্বচ্ছ চোখ
সকলের জন্য খোলা
যারা রেখে যায় তাদের কালো অশ্রু তার কাছে

সেন্ট সাভার জীবনী

পবিত্রতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত
তিনি ত্যাগ করেছিলেন জগৎ
তাঁর আপন লোকজন আর নিজেকেও

পাখা-মেলা প্রভুদের সেবায়
চাকরি নিয়েছিলেন তিনি

তিনি তদারক করতেন তাঁদের সোনালি মেষলোমের মেঘগুলো
তাঁদের বাজবিদ্যুৎগুলো সাফসুফ রাখতেন

সারা জীবন কাটিয়ে
তিনি অর্জন ক'রে নিলেন সর্পমুণ্ডের এক যষ্টি

সেই যষ্টিতে চেপে
ফিরে এলেন পৃথিবীতে
আর সেখানে দেখতে পেলেন তাঁর আপনজনদের আর নিজেকেও

সেখানেই থাকেন তিনি সবসময় বৎসরহীন মৃত্যুহীন
তাঁর নেকড়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত

সেন্ট সাভা

মৌমাছি ওড়ে তাঁর মাথাকে ঘিরে
আর রচনা ক'রে দেয় এক জীবন্ত জ্যোতির্বলয়

লেবুফুল-ছড়ানো
তাঁর লাল দাড়িতে
লুকোচুরি খেলে বজ্রবিদ্যুৎ

তাঁর গলায় ঝোলে শেকল
আর লৌহনিদ্রায় ছটফট করে

তাঁর কাঁধে দাউ-দাউ করে তাঁর কুঁকড়ো
তাঁর হাতে তাঁর সর্বজ্ঞ যষ্টি গান করে
চৌরাস্তার গান

তাঁর বাম দিকে ব'য়ে যায় সময়
তাঁর ডান দিকে ব'য়ে যায় সময়

লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি ঘুরে বেড়ান শুষ্ক দেশটায়
তাঁর নেকড়েদের দ্বারা পরিবৃত

সেণ্ট সাভার রাখালিয়া

তিনি পরিচর্যা করেন তাঁর শ্বেতপাথরের পালের
সবুজ টিলার গায়ে

তিনি সাহায্য করেন প্রতিটি পাথরকে
পূর্বপুরুষদের লাল গুহায়
জন্ম দিতে

তিনি যেখানেই যান
তাঁর দলবল যায় পেছন-পেছন
পাহাড় প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ওঠে পাথরপায়ের শব্দে

তিনি থামেন এক হলুদ
অরণ্যের অনধিগম্য ফাঁকা জায়গায়
এক-এক ক'রে পাথরদের দুধ দোন

তৃষিত নেকড়েদের পান করতে দেন
পাথরের ঘন দুধ
যা রামধনুর শান্ত দীপ্তিতে কেঁপে ওঠে

পাথরের দুধ গজিয়ে দেয়
শক্ত দাঁত আর গোপন ডানা

সেণ্ট সাভার কামারশালা

আক্রান্ত পাহাড়গুলো থেকে
নেকড়েরা তাঁকে ডুকরে ডাকে
তাদের শিরদাঁড়া অশক্ত

তিনি প্রসারিত ক'রে দেন তাঁর সর্পমুণ্ডের যষ্টি
যাতে তারা বুকে হেঁটে আসতে পারে
শান্তভাবে তাঁর পদতলে

পূর্বপুরুষের পবিত্র ধাতুর
তপ্ত রক্তে তাদের স্নান করান তিনি
আর তাঁর লাল দাড়ি দিয়ে তাদের গা মুছিয়ে দেন

পিটে-পিটে তাদের তৈরি ক'রে দেন
তরুণ লোহার নতুন শিরদাঁড়া
আর ফেরৎ পাঠিয়ে দেন তাদের পাহাড়গুলোয়

অন্তহীন গদ্‌গদ্ ক'রে
নেকড়েরা তাঁকে অভিবাদন করে
মুক্ত পাহাড়ের শিখর থেকে

সেন্ট সাভার পাঠশালা

এক নাশপাতি গাছের মাথায় ব'সে থাকেন তিনি
আর কী যেন বলেন তাঁর দাড়ির ফাঁকে

কান পেতে শোনেন
মধুকররা পাতারা
তাঁর কথা দিয়েই প্রার্থনা করছে

তাকিয়ে ভাখেন
অগ্নিবহ বাতাস
তাঁর কথা দিয়েই শাপশাপান্ত করছে পাহাড়ে পাহাড়ে

মৃদু হাসেন তিনি
আর আস্তে-আস্তে খেতে থাকেন
জগদীশ্বরের পুথি

আর ডেকে পাঠান ক্ষুধিত নেকড়েদের

নাশপাতিগাছ থেকে পুথির পাতা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেন তিনি
লাল দীর্ঘগ্রীব অক্ষর আর
শাদা মেনপানে ভরা সব পাতা

সেন্ট সাভার ভ্রমণ

কালো দেশের ওপরে তিনি ভ্রমণ করেন

তাঁর নাগালের অতীত অন্ধকারকে
তাঁর যষ্টি দিয়ে কেটে দেন চার ভাগে

ছুঁড়ে ফ্যালেন তিনি পুরু দস্তানাগুলো
ইঁদুরদের ধূসর বাহিনী
বিশাল সব নেড়ালে পরিণত

ঝড়ের মধ্যে খুলে দেন তাঁর শেকল
আর প্রাচীন ওকের দেশকে চাবকে লাগিয়ে দেন
নির্দিষ্ট সব তারায়

নেকড়েদের মাথা ধুইয়ে দেন তিনি
যাতে কালো মাটির কোনো চিহ্ন না-থাকে
তাদের গায়ে

তিনি ভ্রমণ করেন পথহীন
আর পথ জন্ম নেয় তাঁর পেছনে

সেণ্ট সাভা তাঁর ঝরনায়

তিনি তাকান
পাথরের গায়ে তাঁর তৃতীয় নয়নের দিকে

নিরপেক্ষ জলের মধ্যে তাকিয়ে ছাখেন
তাঁর লুণ্ঠিত শবাধার
পাকা সব উন্নতবুক নাশপাতিতে ভরা

তাকিয়ে ছাখেন তাঁর নেকড়েমুণ্ড
আর তাঁর ভুরুতে
প্রতিশ্রুত তারার ইঙ্গিত

তাকিয়ে ছাখেন তাঁর পুষ্পিত যষ্টি
আর তাঁর দেশ এখন পুলকে উর্বর
লাজুকলাল কুঁড়িতে-কুঁড়িতে

•

তিনি দুই চোখ বুজিয়ে ফ্যালেন
আর পাথরের তৃতীয় নয়ন দিয়ে তাকিয়ে ছাখেন

□ শ্যামাপাখির প্রান্তর

শ্যামাপাখির প্রান্তর

যে-কোনো প্রান্তরের মতোই এক প্রান্তর
দেড়হাত সবুজ

জুম চাষ করে
তরুণ চাঁদ
রোদের দুই কাটাকুটি-করা ফালি
বানিয়ে দেয় ক্রুশ

এক শ্যামাপাখি চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ে
প্রান্তরে-ছড়ানো সব গোপন অক্ষর
আকাশ পর্যন্ত উঠে-যাওয়া পিওনিরা

চার কালো হাওয়াকে নৈবেদ্য দেয়
যোদ্ধাদের সম্মিলিত রক্ত

অন্যকোনো প্রান্তরের মতোই নয় এমন-এক প্রান্তর
আকাশ তার ওপর
আকাশ তলায়

শ্যামাপাখির প্রান্তরে নৈশভোজ

সবাই ব'সে আছে টেবিলে স্বচ্ছ
আর পরস্পরের বুকে দেখতে পাচ্ছে তারাদের

মুকুটধারী টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে দেন

তাদের সোনালি অতীত
আর তারা তাকে খায়

শাদা পিওনির পানপাত্রে তিনি ঢেলে দেন
তাদের চুনি ভবিষ্যৎ
আর তারা তা পান করে

টেবিলের তলায় তাদের হাঁটুর ওপর
তাদের তলোয়ারগুলো একটানা গরগর ক'রে যাচ্ছে

টেবিলের ওপর রেকাবিগুলোয়
বিম্বিত হ'য়ে উঠেছে সন্ধ্যার আকাশ
আর আকাশে আগামীকালের যুদ্ধের সমাপ্তি

এক শ্যামাপাখি নেমে আসে
মুকুটধারীর ডান হাতে
আর গান ধ'রে দেয়

শ্যামাপাখির গান

আমি শ্যামাপাখি
পাখিদের মধ্যে কালো
ডাক করি ডাক খুলি আমার ডানা

আমার প্রান্তরে অনুষ্ঠান করি সব আচার

আমার চঞ্চুতে আমি রূপান্তরিত ক'রে দিই
শিশিরের ফোঁটা আর মাটির এক দানাকে গানে

হে আগামীকালের যুদ্ধ চমৎকার হও
অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হও

হে হরিৎবরণ রানী ঘাস
তুমিই একা জয়ী হও
হে জয় রানীর সেবকদের আনন্দ করতে দাও
যারা তাঁকে লাল দুধ খাওয়ায়

তাঁর নক্ষত্রসেবকেরাও আনন্দ করুক
যারা তাঁকে পরিয়ে দেয় জীবন্ত রুপো

আমি গান করি
আর বাম ডানার প্রান্ত থেকে জ্বালিয়ে দিই এক পালক
যাতে আমার গান গ্রহণযোগ্য হয়

শ্যামাপাখির প্রান্তরে যুদ্ধ

গান গেয়ে আমরা ঘোড়া ছোটাই প্রান্তরে
বর্মপরা ড্র্যাগনদের সম্মুখীন হ'তে

আমাদের চিরসুন্দর নেকড়ে-রাখাল
হাতে তাঁর পুষ্পল যষ্টি
তাঁর শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে উড়ে যান হাওয়ায়

মত্ত তৃষিত অস্ত্রেরা
একা-একা পরস্পরকে বজ্র হানে প্রান্তরে
মারাত্মকআহত লোহা থেকে
ফিনকি দিয়ে বেরোয় আমাদের রক্তের নদী
ব'য়ে যায় ওপরদিকে সূর্যে ঝ'রে পড়ে প্রস্রবণে

প্রান্তরে আমাদের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে ওঠে শটান

স্বর্গীয় অশ্বারোহীর নাগাল ধরি আমরা
আর আমাদের বাগ্‌দত্তা তারাদের
আর একসঙ্গে উড়ে যাই নীলের মধ্যে

নিচে থেকে অনুসরণ করে
শ্যামাপাখির বিদায়গীতি

শ্যামাপাখির প্রান্তরে মুকুটধারী

তিনি হাতে ধ'রে আছেন নিজের কাটামুণ্ড
তাঁর উজ্জ্বল ঝলমলে হিতাকাঙ্ক্ষা
সর্ববিসারী অন্ধকারে
সূর্যের উপরাজ্যপাল

তিনি দাঁড়িয়ে আছেন মেঘে পুলকিত
খালি পা ছেঁড়া জামা
বিজিত ড্রাগনের ল্যাজ তাঁর কোমরবন্ধ

তাঁর ছিন্ন কাঁধে
রক্তে উপচোনো পানপাত্র
তাঁর তলোয়ারের টুকরোগুলো রূপান্তরিত হয়েছে
রুটির পুষ্টিতে

শনিবার দিব্যমাতা
তাঁকে দ্বিতীয় জন্ম দেন

তিনি বেঁচে আছেন লাল শিশিরে
তিনি নেচে উঠেছেন পিওনির জলন্ত গভিতে
এই প্রান্তরে গান ক'রে উঠেছেন তিনি শ্যামাপাখির গানে

শ্যামাপাখির প্রান্তরে যোদ্ধারা

আমরা এখন কোথায়
আমরা নীল প্রান্তরের প্রভু
আর আকরসমৃদ্ধ পাহাড়ের
আমরা বিয়ে করেছি
যে যার নামের তারাকে

এখানে এই রাজ্যে আমরা জয়লাভ করেছি
বুকের ওপর আড়াআড়ি-করা বাহু আমাদের
আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাই

তাকে আমরা চালিয়ে যাই পেছনমুখো

ছেলেমেয়েরা আমরা এখনও
যুদ্ধের সূচনায় পৌঁছুতে পারিনি
আর কেবল ঈশ্বরই জানেন কোনোদিন পারবো কি না

আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে আমরা শুনতে পাই
কোথাও আমাদের অনেক ওপরে
শ্যামাপাখির সবুজ গান

শ্যামাপাখির দৌত্য

শ্যামাপাখি শুকিয়ে ন্যালে তার রক্তেভেজা ডানা
লাল পিওনির আগুনে

তার সামনে ছড়িয়ে আছে প্রান্তর
গলিত মানুষ-লোহায় খোদাই-করা
সম্মানিত সোনায় রূপান্তরিত

কারাগেওর্গের আমন্ত্রণ

এখনও সে জানে না
সে কে

সে কাঁধে ব'য়ে নিয়ে যায় শবাধার
তার দিব্য রাজার

শুকের পাতাগুলো ঘ্যান-ঘ্যান করে
আর তার কানে-কানে ব্যাখ্যা ক'রে দেয়
দিশারী তারাদের ভাষা

ভুরু কুঁচকে সে শোনে

এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে
সরায় সে শবাধার
আর বাঁ হাতে ক্রুশ আঁকে নিজের গায়ে

সে
কাঙালদের ভাবী রাজা

কারাগেওর্গে

খুঁটির গায়ে বাঁধা আমার মাথা তাকিয়ে আছে আমার দিকে
যা হয় হবে আমি ম'রে গেছি আর তুমি ম'রে গেছো
তা তুমি বুঝতে পারো

অভিশপ্ত হোক তাদের আত্মা তাদের মধুর অন্তঃসার
অভিশপ্ত হোক তাদের ভুরুর পিঙাযিত চাঁদ

অভিশপ্ত হোক তাদের চোখের বিষধর
আমরা যেন না-মরি

অস্তিত্বের পুষ্পিত চাবির দিকে
কুত্তার সমুদ্রের গভীরতার দিকে
পেছনে তাকানো নেই আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই শুধু অনুসরণ
পারবে তুমি করতে

খোলা ছুরি অভিশাপ দেয় তাদের মাটি আর আকাশকে
অনেক দিন ধ'রে আমাদের মৃত্যু তার প্রত্যাশারও বেশি পেয়েছে
খাপখোলা আমার নেকড়েরা চিরন্তন বেদনার সব দুলাল

খুঁটি থেকে তোমার মাথাগুলো তোমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে
যা হয় হবে তুমিও মরেছো আর আমিও মরেছি
করবে তুমি তা

চেগারের ওপরে গোলাপ

আমাদের পৃথিবী এটা না কী

জ্বলন্ত বাজপাখি ঝ'রে পড়ে আমাদের মুখ থেকে
বন্য বরাহ আমাদের হৃদয় ছেড়ে চ'লে যায়
আমাদের শেষ বিশ্বাসকে নখে আঁকড়ে ধ'রে আমরা ঝুলি

আর কী থেকেই বা ঝুলতে পারি আমরা

কোনো মেঘ হাত বাড়িয়ে দেবে না
কোনো পাথর বাড়িয়ে দেবে না কাঁধ
সময়ও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না
মৃত্যুর দাঁত ক-টা তা গুণে শেষ করবে কে

কেউ না হায় কালো রুধির এখনও উপচে না-পড়া

ভয়ের ঠিক বুকটাকে কুরে খাও
কুরে-কুরে খাও মেঘ আর পাথর আর সময়
আর হাওয়ায় উন্মীলিত ক'রে দাও এক কালো গোলাপ

এটা তো আমাদেরই পৃথিবী না কী

অন্ত্যেষ্টিসংগীত

তারা তো তোমাকে বিনুনি না-বাঁধা জলের কাছে দেয়নি
তারা খোলামাথার ঠেলাগাড়ির কাছে প্রত্যাখ্যান করেছে তোমাকে
আমি রক্তে তোমার হাত ধুই
তোমাকে ঢেকে রাখি আমার চোখের পাতায়

আমার মুখ চমি আমি শুধু তা ই তো আমার আছে

তুমি পা ফেলে-ফেলে পেরিয়ে গেছো স্বর্গের দেহলি
আমি অনুসরণ করি তোমাকে খালি-পা ঠোঁটের লাল মোরগফুলকে
আমার পরিত্যক্ত মাংস কেঁপে উঠেছে
সে ছেড়ে যায় আমাকে আমি তাকে ছেড়ে যাই

আমার স্তন চুরমার ক'রে দিই আমি আর তারা আমার কী কাজে লাগবে

তোমার দাঁতের নতুন দাগ আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়
পাথর থেকে পাথরে তারা থেকে তারায়
এক গতি থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আরেক গতিতে

কারাগেওর্গের মৃত্যু

ওরা তার মাথা কেটে ফ্যালে যখন সে ছিলো ঘুমিয়ে
রাজা-কুত্তার দরবারে শহরে নিয়ে গেলো তাকে
আর তাকে ছুঁড়ে দিলো কুত্তার বাচ্চাগুলোর কাছে

সে যখন জেগে উঠবে আনতে ছুটবে সে তার কাটামুণ্ড
তার বাঁ হাতে এক কালো রুমাল
তার ডান হাতে এক কালো গোলাপ

তার নেকড়েরা ছুটে আসবে তার সঙ্গে দেখা করতে
কালো ঘোড়ায় চ'ড়ে
কালো ঝাণ্ডা হাতে

তারা ব'য়ে নিয়ে যাবে তার মাথা
আড়াআড়িসাজানো কালো বাঁশিতে
বিধবাদের চুলের ফিতে দিয়ে বেঁধে

তার মাথা ঝলমল ক'রে উঠবে
কালো সূর্যের
কালো রশ্মির মুকুট পরানো

যখন সে জেগে উঠবে

করোটির মিনারের গান

—স্ভেতোজার ব্র্কিচ্‌কে

বিশাল চোখের সূর্যমুখীর জন্যে তুমি আমাদের দিয়েছিলে
অন্ধ পাথর তোমার অ-মুখ
আর কী চাও এখন রাক্ষস

তুমি আমাদের এক ক'রে তুলেছো তোমার সঙ্গে
তোমার শূন্য বিষদাঁতের শূন্যতার সঙ্গে
তোমার লাঙুলছাটা চিরন্তনতার সঙ্গে
সে-ই কি তোমার সব গোপন কথা

কেন এখন উড়ে যাও আমাদের চোখের কোটরে
কেন অন্ধকার দিয়ে ফোঁশফোঁশ করো সন্ত্রাস দিয়ে ছোবল দাও
তুমি কি শুধু এ-ই করতে পারো

আমাদের দাঁতকপাটির শব্দ নয় ও শুধু হাওয়া
সূর্যের মেলায় অলস
তোমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি আমরা মুচকি হাসি
আকাশের দিকে তাকিয়ে
কী করতে পারবে তুমি আমাদের

হাসিতে পুষ্পল হ'য়ে উঠলো আমাদের সব করোটি
তাকিয়ে দ্যাখো আমাদের দিকে প্রাণ ভ'রে তাকাও নিজের দিকে
রাক্ষস আমরা বিদ্রূপ করছি তোমাকে

□ বেওগ্রাদে প্রত্যাবর্তন

বেওগ্রাদে প্রত্যাবর্তন

এই জলের ক্রুশ পর্যন্ত এত দূরে
তিন আহত নেকড়ের পথরেখা পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে

আমি স্বর্গের নদীতে আমার মুখ ধুয়েছি
মুখ মুছেছি পূর্বজননীর ঘাঘরায়
বুরুজের ওপরে ঝুঁকে

তীরের নরম মাটিতে পুঁতেছি
আমার বাবার যষ্টি
যাতে উইলোদের মধ্যে সে পাতায়-পাতায় ফেটে পড়ে

বিশাল ফটকের দিকে ফিরেছি আমি
শেষ চূড়ায় আকাশের ওপরে সে উন্মুক্ত

সঠিক জানিনি মেঘ থেকে
শ্বেতশহর আমার মধ্যে নেমে আসছিলো কি না
না কি আমাদের কবর থেকে উঠে যাচ্ছিলো আকাশে

ভ্রমণশেষে ফিরে এসেছি আমি
আমার ঝোলার ম্লণক পাথরগুলো ভাগ ক'রে নেবো ব'লে
এখানে এই বাজারে

ওপরের নগরদুর্গ

তুমি বাহু মেলে দিলে তোমার তুমি বিশাল-উঁচু
শ্বেতশহরের সব তোরণের সামনে

তুমি অভ্যর্থনা করো স্রষ্টা উৎসদের

কাঙাল সূর্যথালাগুলোকে বিলাপমুখর নদীগুলোকে
আর বিধবা পাহাড়দের

তুমি নিজের হাতে খাইয়ে দাও তাদের
রোজ সকালে জ'মে-ওঠা শিশিরে
তোমার সব শ্লোক থেকে

তুমি এক সঙ্গে জুড়ে দাও বেঁচে-থাকা সব অক্ষর
ধাতু উদ্ভিদ আর পশুদের
প্রেমের প্রথম উচ্চারণে

আর তুমি রচনা করো
তোমার হাওয়ার নগরদুর্গের
শেষ অভেদ্য আত্মরক্ষার বুরুজ

তেরাজিইয়ে

কারু-কারু কাছে তুমি শহরের বিতান
শ্বেতশহরের বুকের ওপর

তোমার ওপর চেপে আছে
বাম আর দক্ষিণ সূর্য
তাদের আলো তাদের অন্ধকার

মেঘ আত্মা আর জঙ্গলের
ব্যবসায়ীরা
তোমার ওপর সাজিয়ে রাখে তাদের সব বেসাতি

আগুনখোর আর বিদ্যুৎচারীরা

আর যারা বজ্র পোষ মানায়
তারা তোমার ওপর তাদের দক্ষতা দেখায়

আমাদের কাছে তুমি এক পাথর-হাত
তোমার হাতে আমরা পড়ি জীবনরেখা

কখনও তার শেষ দেখিনি আমরা

মুদ্দোফরাশদের প্রান্তর

তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো বুড়ো রাখাল
শ্বেতশহরে

তুমি যাচ্ছিলে মধ্যরাতের একটু পরে
মুদ্দোফরাশদের জলন্ত মাঠ দিয়ে
বাড়িঘর আর জামির গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে

কাঁধে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিলে জ্যান্ত নেকড়েশিশু
জামির পাতা নিয়ে খেলছিলো

তোমার ভেড়ার চামড়ার কুর্তার ওপর নেচে বেড়াচ্ছিলো দুই ফুলকি
তোমার লাল দাড়ি তোমার দুই হাতে চুমো খাচ্ছিলো
তোমাকে আমি থামাইনি
শুধু মাথা ঠোকাই সার হ'তো এক বুড়ো জামির গাছে

আমি জড়িয়ে পড়তে চাইনি
মুদ্দোফরাশের কাজে-কর্মে
এখানে তাদের আগুনের বিবেক অপরাধী

জামির গাছের একটা পাতা তুলে নিলুম আমি
আর গলায় তুলে নিলুম তোমার স্বর

নির্ভয় মিনার

সারা দিন তুমি তোমার উলঙ্গ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েছিলে
স্বর্গের নদীতে

তুমি ফিরে দাঁড়িয়ে
শ্বেতশহরকে খুলে দেখাও
তোমার আট পাথর-উরু

সারা রাত তুমি উড়ে বেড়াও আকাশে
আর স্বর্গের উত্তরাধিকারের জন্যে
কালো আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করো

ভোরবেলায় আবার তুমি তীরে ঝলমল ক'রে উঠেছো

মশালবাহী বনকপোতের ঝাঁক
তোমার আটমুখ থেকে
রক্তের ছিটে মুছে ফ্যালে

কাউকে ভয় পাও না তুমি
শুধু তোমার জনক বজ্রধরকে ছাড়া

মহান প্রভু ত্রিনা

হে মহান প্রভু ত্রিনা
তোমার ধমনীতেই ব'য়ে যায়
শ্বেতশহরের রক্ত

যদি তাকে ভালোবাসো তবে এক ঝলকের জন্যে
তোমার প্রণয়শয্যা থেকে উঠে দাঁড়াও

তোমার বৃহত্তম রোহিতে চেপে ছুটে যাও
ভারি ঘোলা মেঘ ছিঁড়ে
দেখে এসো তোমার স্বর্গীয় জন্মস্থল

শ্বেতশহরের জন্তে উপহার নিয়ে এসো
স্বর্গের ফল পাখি ফুল
আর এনো সেই পাথর যা খাওয়া যায়

আর একটু হাওয়া
মৃতসঞ্জীবনী

ঘণ্টার মিনারগুলো মাথা নুইয়ে অভিবাদন করবে তোমাকে
আর সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ তোমার সামনে প'ড়ে থাকবে রাস্তাগুলো
হে মহান প্রভু ভ্রিনা

বেওগ্রাদ

মেঘের মধ্যকার শাদা হাড়

তুমি উঠে আসো তোমার চিতা থেকে
উঠে আসো তোমার চষা জমি থেকে
তোমার ছড়ানো চিতাভস্ম থেকে

তোমার উধাও-হওয়া থেকে উঠে আসো তুমি

সূর্য তার সোনালি
শবাধারে রেখেছে তোমাকে
সব শতাব্দীর শোরগোলের অনেকে ওপরে

আর তোমাকে সে ব'য়ে নিয়ে যায়
পৃথিবীর ষড়ত্রিংশ নদীর সঙ্গে
স্বর্গের চতুর্থ নদীর বিবাহবাসরে

মেঘের মধ্যকার শাদা হাড়
তুমি আমাদের অস্থির অস্থি

একসময় শেখানো হয়েছিলো—উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—স্বদেশপ্রেম উৎকৃষ্ট কবিতার উপজীব্য হ'তে পারে না। ভাস্‌কো পোপার এই কবিতা তার একটি দুর্দান্ত প্রতিবাদ। এই কবিতার যেটা জোর সেটা দেশের মাটি ইতিহাস, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি, মানুষজন—সবকিছুর জন্য এক পরাক্রান্ত ভালোবাসা। সারবিয়ার আলো-হাওয়া গাথাগীতি এই কবিতায় ওতপ্রোত মেশানো। আরো আশ্চর্য: একান্ত ব্যক্তিগত এই কবিতা ক্রমে-ক্রমে মহাকাব্যের প্রসার ও বিস্তার লাভ করে—আর সারবিয়ার ইতিহাসের নাটকীয় মুহূর্তগুলো জীবন্ত উপস্থিত হয় আমাদের সামনে—প্রত্যক্ষ, চাক্ষুষ, বেগবান। ভাস্‌কো পোপা তাঁর কবিতায় লোককথা ব্যবহার করেন অনবরত—তাঁর ভাষা যুগপৎ শিক্ষিত-'সুমার্জিত' এবং কথ্য—আর তার ফলে আরো-এক ধরনের তীব্র আততি ও প্রবহমানতা এই কবিতায় লক্ষ করা যায়।

এই কবিতায় সারবিয়ার ইতিহাস ওতপ্রোত জড়ানো—আগেই বলা হয়েছে। আমাদের অপরিচয়ের দূরত্ব ঘোচাবার জন্যে কতগুলো ছোট্ট বিষয় উল্লেখ করা উচিত।

নেকড়ে সাধারণভাবে স্লাভ মানুষদের প্রতিভূ। সেন্ট সাভা সারবিয়ার পৃষ্ঠপোষক সন্ত। ঐতিহাসিক সেন্ট সাভার জন্ম ১১৭৫, মহান সারবীয় ঝুপান স্তেফান নেমানিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র—যিনি এমন-এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যার অধীনে চতুর্দশ শতাব্দীতে সারবিয়া বলকান অঞ্চলের সবচেয়ে পরাক্রান্ত দেশ হ'য়ে ওঠে। ১১৯২তে সাভা রাজসভা থেকে পালিয়ে যান আথোস পাহাড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্তে; পাঁচ বছর পর তিনি ফিরে আসেন আবার, বাবার সঙ্গে মিলে খিলান্দারে সারবীয় সন্ন্যাসীদের প্রথম ও প্রধান মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। সেন্ট সাভার মৃত্যু হয় ১২৩৫তে। তিনি বহু কিংবদন্তির বিষয়—তাঁর স্মৃতিবিজড়িত অঞ্চলগুলো তীর্থস্থান ব'লে গণ্য। তাঁর দেহাস্থি তুর্কিরা ১৩৯৪তে সরিয়ে নেয় ব্রাচারে (বেওগ্রাদের মুদোক্রাশদের

প্রান্তর বেটা)। সেখানে যে-সব জাবির গাছ গজায় তা পবিত্র ব'লে গণ্য — এবং এই কবিতায় একাধিকবার তার সাক্ষাৎ মিলবে।

খিলান্দার (গ্রীক শব্দ ব'লে অনুমান ; অর্থ 'হাজার কুয়াশা')-এ সেন্ট সাভার মঠ প্রতিষ্ঠিত — সেখানে অধিষ্ঠান করেন দেবজননীর ত্রিভুজা মূর্তি। ঝিচা, তার দেয়াল লালে রাঙানো, প্রতিষ্ঠিত করেন প্রথম মুকুটধারী স্তেফান, ১২০৮এ। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সারবিয়া ক্রমে-ক্রমে অটোমান সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হ'য়ে পড়ে, কিন্তু শেষ আক্রমণের সময় যুদ্ধের ক্ষণিক বিরতিতে স্তেফান লাজারেভিচ মানাসিয়ায় (১৪০৬-১৮) বিশাল দুর্গমঠ তৈরি ক'রে সেখানে দরবার পত্তন করেন। তাঁর সামন্তরা কারেনিচ-এ ছোট্ট একটি দুর্গমঠ প্রতিষ্ঠা করে। সেন্ট অ্যানড্রুজ প্রতিষ্ঠিত হয় পরে, ১৬৯০-এ, তুর্কিরা অষ্ট্রিয়ান বাহিনীকে পরাস্ত করার পর — সেই যুদ্ধে অনেক স্বেচ্ছাসেবক সারবীয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় দেশে চ'লে যায় — সেন্ট অ্যানড্রুজ (বা শেন-তেন্দ্রে — বুডাপেষ্ট-এর উত্তরে) সারবীয় সংস্কৃতি ও ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে।

শ্যামাপাখির প্রান্তর (কোসোভো পেলিয়ে) অংশের বিষয়বস্তু বিশাল সারবীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংস। এই প্রান্তরেই ১৩৮৯এ অটোমান বাহিনী সারবীয়দের হারিয়ে দেয়। সারবীয়দের নেতা যুবরাজ লাজার যুদ্ধে নিহত হন এবং সারবীয়দের চোখে শহিদ ব'লে গণ্য হন। (কিংবদন্তি যে যুদ্ধের আগে তাঁকে দেয়া হয়েছিলো জয় ও পার্থিব মুকুট — অথবা পরাজয় ও স্বর্গীয় মুকুট — তিনি দ্বিতীয়টি বেছে নেন।) সারবিয়ার অটোমান প্রাধান্য বজায় ছিলো কয়েক শতাব্দী। উনবিংশ শতাব্দীতে জনবিক্ষোভ প্রথম কিছুটা দাগ কাটে। প্রথম সারবীয় বিদ্রোহের (১৮০৪-১২) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারাগেওর্গে বা কালো জর্জ। ১৮০৯তে চেগারের যুদ্ধে তাঁর বাহিনী বেশ বড়ো ঘা খেয়েছিলো। বিজয়ী তুর্কিরা নিশ্‌-এ একটি মিনার বানায় — এখনও দণ্ডায়মান — তার নাম করোটির মিনার (চেলে কুলা)। ১৮১৭তে কারাগেওর্গের প্রতিদ্বন্দ্বী মিলোশ ওবরেনোভিচ তাঁকে হত্যা করেন।

বেওগ্রাদ শহরের নামের অর্থ 'শ্বেতশহর' — যেখানে সাভা নদী মিশেছে দানিয়ুবের সঙ্গে (স্বর্গের চতুর্থ নদী) — আর তার তীরে নির্ভয়

মিনার (নেবোয়িশা কুলা)। শহরের মাঝখানের স্কোয়ার হ'লো তেরাজিইয়ে।

কবিতার ক্রেম : শ্বেতশহর থেকে তীর্থযাত্রার শুরু — সেখান থেকে ঘুরে-ঘুরে অবশেষে যাত্রী আবার ফিরে আসে শ্বেতশহরে, যেখানে অতীত মিলেছে বর্তমানে, যেখানে ভবিষ্যতের বীজ রোপিত। তিন নেকড়ের আহত পথরেখা (সেন্ট সাভা, যুবরাজ লাজার ও কারগেওর্গে) ধ'রে-ধ'রে তীর্থযাত্রী আবার শ্বেতশহরে এসে উপস্থিত।

এই তথ্যগুলো মোটেই কোনো ব্যাখ্যা নয় — শুধু কবিতাটির উপভোগে কিছুটা সহায়ক হবে ব'লে সংযোজিত হ'লো।

নেকড়ে স্তন

গোঁড়া নেকড়ের পুজো
অগ্নিগর্ভা মেয়ে-নেকড়ে
নেকড়ে-রাখালের উদ্দেশে প্রার্থনা
নেকড়ের দেশ
নেকড়ে-রাখালের স্তুতি
গোঁড়া নেকড়ের চলার পথ
নেকড়ে বেজন্মা

□ খোঁড়া নেকড়ের পুজো

১

ফিরে যাও তোমার গোপন ডেরায়
খোঁড়া নেকড়ে পদচ্যুত

আর সেখানেই ঘুমিয়ে থাকো তুমি
যতক্ষণ-না সব ঘেউ-ঘেউ জমাট বেঁধে যায়
জং ধ'রে যায় সব অভিশাপে আর হট্টগোলের
মশালগুলো নিভে আসে

আর যতক্ষণ-না তারা সব থুবড়ে পড়ে
নিজেদেরই মধ্যে শূন্য হাতে
আর বিদ্বেষে নিজের জিভটাকেই কামড়ে দেয়

কুকুরমুখো সব পালোয়ান কানে ছুরি গোঁজা
আর কাঁধে পাথর-বওয়া সব খেদা
আর নেকড়েখেকো সব শিকারি ড্র্যাগন

আমি চারপায়ে হেঁটে-হেঁটে তোমার সামনে যাই
তোমার মহিমায় গরগর্ ক'রে উঠি
তোমার সেই অতীতের
বিশাল সবুজ দিনগুলোর মহিমায়

আর প্রার্থনা করি তোমার কাছে বুড়ো খোঁড়া দেবতা আমার
ফিরে যাও তোমার ডেরায়

২

তোমার সামনে আমি প'ড়ে আছি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ
খোঁড়া নেকড়ে

শুয়ে আছি তোমার সব মূর্তির মধ্যে
তছনছ সব মূর্তি অলঙ্গ
কাদার পোশাক পরা

আমি প'ড়ে আছি তাদের মধ্যে
তোমারই পবিত্র কাঁটাঝোপে আমার মুখ গোঁজা
আর তাদেরই সঙ্গে একসঙ্গে পুড়ে যাচ্ছি আমি

আমার মুখ ভরা
তাদের কেঠো মাংসে
আর সোনালি ভুরুতে

আমি সাষ্টাঙ্গে নিজেকে ফেলে রেখেছি তোমার সামনে
গর্‌গর্‌ ক'রে ওঠো আমাকে উঠতে বলার ইঙ্গিত হিশেবে
খোঁড়া নেকড়ে

৩

আমার সামান্য উপচার গ্রহণ করো তুমি
খোঁড়া নেকড়ে

আমি কাঁধে ক'রে নিয়ে এসেছি এক লোহার ভেড়া
আর আমার মুখে এককৌটো মধুজলের মদিরা
তোমার চোয়াল ব্যস্ত রাখবার জন্যে

আর একটুখানি জ্যান্ত জল আমার হাতে
যাতে তুমি চর্চা করতে পারো তোমার সব অলৌকিক কীর্তি

আর ধুৎরোর এক মালা
যাতে তোমার মাথায় মানায় এইভাবে গাঁথা
তুমি কে শুধু তা-ই মনে করিয়ে দিতে

আর একেবারে অতিসাম্প্রতিক নেকড়েধরা ফাঁদের এক নমুনা
যাতে তুমি মনোযোগ দিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে পারো

আমার সামান্য উপচার গ্রহণ করো তুমি
তোমার দৈবী ল্যাজের ঝাপটায় তাদের ছড়িয়ে দিয়ো না
খোঁড়া নেকড়ে

৪

আমার দিকে মুখ ফেরাও তুমি
খোঁড়া নেকড়ে

তোমার চোয়াল থেকে বেরুনো আগুন দিয়ে আমাকে প্রেরণা দাও
যাতে আমি তোমার স্তব গাইতে পারি
আমাদের বংশানুক্রমিক জামির গাছের ভাষায়

তোমার নখর দিয়ে আমার কপালে খোদাই ক'রে দাও
স্বর্গীয় সব চিহ্ন রহস্যময় সব প্রতীক
যাতে আমি তোমার স্তব্ধতার ব্যাখ্যাকারী হ'তে পারি

আর দাঁত বসিয়ে দাও বাঁ হাতে
যাতে তোমার নেকড়েরা আমার পুজো করে
আমাকে তাদের রাখাল ব'লে কীর্তন গায়

আমার দিকে মুখ ফেরাও তোমার
তোমার উলটে-পড়া মূর্তির দিকে অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকো না
খোঁড়া নেকড়ে

৫

তোমার বুক থেকে পাথর সরিয়ে দাও
খোঁড়া নেকড়ে

আমাকে দেখিয়ে দাও কেমন ক'রে তুমি পাথরকে বদলে দাও
এক স্বর্ণকোলেকরা মেঘে
আর মেঘকে সোনার শিংওলা এক হরিণে

আর আমাকে দেখাতে যদি তোমার কষ্ট না-হয়
কেমন ক'রে হরিণকে তুমি রূপান্তরিত করো শাদা তুলসী ফুলে
আর তুলসীকে এক ছয়ডানা সোয়ালো পাখিতে

আর দেখিয়ে দাও আমাকে এখনো তোমার মনে আছে কি না
কেমন ক'রে সোয়ালোকে তুমি বানিয়ে দিতে আগুনের সাপ
আর সাপকে দামি পাথর

তোমার বুক থেকে পাথর সরিয়ে ফ্যালো
তাকে বসিয়ে দাও তুমি আমার বুকে
খোঁড়া নেকড়ে

৬

তোমার কাছে আসতে দাও আমাকে
খোঁড়া নেকড়ে

আমাকে উপড়ে নিতে দাও
তোমার তিনকোণা মাথা থেকে
তিনটে অলৌকিক-ঘটানো চুল

আমার এই যষ্টি দিয়ে ছুঁতে দাও

তোমার ভুরুর তারা তোমার বুকের পাথর
তোমার বাম ও ডান কান

আর চুমু খেতে দাও আমাকে
মেঘের জাজিমে বসানো
তোমার আহত থাবাগুলো

তোমার কাছে আসতে দাও আমাকে
তোমার পবিত্র হাই তুলে আমাকে ভয় দেখিয়ো না
খোঁড়া নেকড়ে

৭

তোমার ডেরায় ফিরে যাও
খোঁড়া নেকড়ে

আর ঘুমিয়ে থাকো সেখানে
যতক্ষণ-না তোমার চামড়া বদ্‌লে যায়
আর নতুন লৌহদন্ত গজায় তোমার

ঘুমোও যতক্ষণ-না আমার পূর্বপুরুষের হাড়গুলো
মুকুলিত হ'য়ে ওঠে শাখা ছড়ায়
মাটির খোলা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে

ঘুমোও যতক্ষণ-না কেঁপে ওঠে তোমার ডেরা
আর ভেঙে পড়ে তোমার ওপর

ঘুমোও যতক্ষণ-না তোমার জাতভায়েরা
আকাশের অন্য পাড় থেকে
ডুকরে কেঁদে তোমার ঘুম ভাঙায়

তোমার ডেরায় ফিরে যাও
আমি মাঝে-মাঝে তোমার ঘুমের মধ্যে তোমার পরিচর্যা ক'রে আসবো
খোঁড়া নেকড়ে

□ অগ্নিগর্ভা মেয়ে-নেকড়ে

১

স্বর্গের পাহাড়গুলিতে
শুয়ে থাকে মেয়ে-নেকড়ে

তার শরীর এক জ্যান্ত কয়লা জলন্ত
তাকে ছেয়ে গজিয়েছে ঘাস
আর সে ঢেকে গিয়েছে সূর্যের পরাগে

তার বুকের পাহাড়
ওঠে ভয়াবহ
নামে ক্ষমাশীল

শিরায়-শিরায় তার নদী গ'র্জে ওঠে
তার চোখে হ্রদ ঝিলকোয়

অগাধ তার হৃদয়ের মধ্যে
ধাতুর আকরগুলো ভালোবাসায় গ'লে যায়
সাতপাল্লা আগুনের ওপর

তার পিঠে খেলা করে নেকড়েরা
আর তারা থাকে তার স্ফটিকগর্ভের ভেতর
তাদের শেষ গরগর থেকে প্রথম গরগর পর্যন্ত

২

ভূগর্ভের আগুনের মধ্যে
তারা বন্দী ক'রে রেখেছে মেয়ে-নেকড়েকে

সেখানে তারা তাকে দিয়ে জোর ক'রে বানায়

ধোঁয়ার সব মিনার
আর অন্ধারের রুটি

তারা তাকে জোর ক'রে খাওয়ায় জলন্ত কয়লা
আর তাকে গলা ভেজাতে দেয়
টগবগ-ফোটা পারদের দুধ

তারা তাকে ঠেলে নিয়ে যায়
তপ্তলাল লোহার ডাণ্ডা
আর জং-ধরা তুরপুনের সঙ্গে মিথুন করতে

তার দাঁত দিয়ে মেয়ে-নেকড়ে পাকড়ায়
এক সুন্দর-চুল তারা
আর নিজেকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে স্বর্গের পাহাড়গুলিতে

৩

তারা মেয়ে-নেকড়েকে ধ'রে ফ্যালে
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়ানো লোহার ফাঁদ পেতে

তার তুণ্ড থেকে তারা নিয়ে নেয় সোনালি মুখোশ
আর ছিঁড়ে ফ্যালে তার দুই নিতম্বের মধ্যকার
গোপন ঘাস

তাকে তারা বেঁধে ফ্যালে আর তার ওপর লেলিয়ে দেয়
হাওয়া-বেঁধানো শিকারি সব কুকুর
তাকে কলুষিত ক'রে দেবার জন্যে

তার কাটা জিভের গোড়া দিয়ে মেয়ে-নেকড়ে ধ'রে ফ্যালে
মেঘের চোয়াল থেকে ঝ'রে-পড়া জ্যান্ত জল
আর নিজেকে জুড়ে দেয় আবার

৪

মেয়ে-নেকড়ে স্নান করে নীলিমায়
আর সব কুকুর-ভস্ম ধুয়ে দেয় তার শরীর থেকে

স্রোতের গভীরে
তার নিশ্চল মুখ ব'য়ে যায়
বাজ ডিম পাড়ে

তার হা-করা চোয়ালে
চাঁদ তার কুঠার লুকিয়ে রাখে দিনের বেলায়
সূর্য তার ছুরিগুলো রাত্রে

তার তামার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক
থামিয়ে দেয় অবিশ্রান্ত চীৎকার-করা দূরগুলো
আর ঘুম পাড়িয়ে দেয় কিচিরমিচির-করা হাওয়া

তার ভুরুর নিচের জঙ্গলে
খাদগুলোয়
বজ্র তৈরি হ'য়ে আছে সবকিছুর জন্যে

৫

তার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেয়ে-নেকড়ে
স্বর্গের পাহাড়তলিতে

তার গর্তের মধ্যে যে-নেকড়েরা পাথরে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে
তাদের সঙ্গে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়

সে উঠে দাঁড়ায় আস্তে
দুপুর আর মাঝরাতের মধ্যে
দুটি নেকড়ে-গর্তের মধ্যে

সে উঠে দাঁড়ায় অতিকষ্টে
একটা গর্ত থেকে তার তুণ্ডকে হিঁচড়ে টেনে
অন্যটা থেকে হিঁচড়ে টেনে তার বিশাল ল্যাজ

সে উঠে দাঁড়ায় নোনা গরগর ক'রে
তার শুকনো কণ্ঠনালীতে যা আটকে গিয়েছে

তৃষ্ণায় ম'রে যেতে-যেতে সে উঠে দাঁড়ায়
আকাশের শিখরের স্বচ্ছ বিন্দুর দিকে
দীর্ঘপুচ্ছ তারাদের জল খাওয়ার জায়গার দিকে

নেকড়ে-রাখালের উদ্দেশে প্রার্থনা

১

তোমার কাছেই আমরা প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

আমাদের তুমি পরিয়ে রাখো তোমার গলায়
যাতে আমাদের দিনরাত নিজেদের পিঠে চ'ড়ে
ছুটতে না-হয়

তোমার হাত থেকে খাওয়াও আমাদের
যাতে আমাদের আর খেতে না-হয় কাঁচা মাটি
আর পান করতে না-হয় আমাদের আপন রক্ত

তোমার কাঁধের ওপর একটু জায়গা ক'রে দাও আমাদের জন্যে
যাতে আমাদের ঘুমোতে না-হয় নিজেদের কাছ থেকে দূরে
আমাদের গরগর ভুকরানির প্রতিধ্বনিতে

আমাদের বুক থেকে পালিয়ে-যাওয়া
নবজাত লাল পাথরকে খুঁজে বার করো তুমি
আর যাতে তাকে খুঁজে বেড়াতে না-হয় পৃথিবীর শেষ অব্দি

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করছি নেকড়ে-রাখাল

২

পিটিয়ে মেরে ফ্যালো আমাদের আর নয়তো আমাদের নাও
যেহেতু আমরা সবাই ছেঁড়া কাঁথা পরা বিকলাঙ্গ
আর কবন্ধ

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

জবলাইকোয়ার চাকের টান-টান চামড়ার
পোশাক পরাও আমাদের

আমাদের সশস্ত্র ক'রে তোলো সেই থাবা দিয়ে
যা হ'য়ে উঠেছে শিকারীর ছুরির
হাতল

আমাদের চোয়ালে বুনে দাও দাঁত
বিছানায় শোয়ানো যায় এমন কুত্তিদের
গলার মালায় যা পরানো

সাজিয়ে দাও আমাদের ধড় সেই মাথাগুলো দিয়ে
সবজান্তা প্রহরীমিনারের
দেয়ালে যা পেরেক ঠুকে আটকানো

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

৩

অধিকার ক'রে নাও আমাদের পিতাকে
তার শিশের হৃৎপিণ্ড
তার শিলীভূত যুগগুলোর বিশাল মাথা নিয়ে যে হ'য়ে আছে অ-পিতা

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

তাকে ধ'রে নিয়ে আসো তার ঘুমের জায়গা থেকে
যাতে সে থামায় জন্ম-দেওয়া যাতে সে থামায় আমাদের বিঁধে-ফেলা
তার পায়ের ফাঁকে যে কান্তে ঝোলে তা দিয়ে

এখানে এই নেই-দেশের মাঝখানে
আজকে এই মহার্ঘ কিছুই-নার দিনটায়
তাকে পাকড়ে ফ্যালো কর্মের সময়

তাকে তুলে দাও আমাদের থাবায়

যাতে আমরা তাকে তার কাস্তেটা চাখিয়ে দিতে পারি
আর কাঁচা সময়ের তৈরি বিশাল শরীরটা
ছিঁড়ে ফেলতে পারি

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

৪

তিন টুকরো ক'রে ভেঙে ফ্যালো তোমার লাঠি
তাকে বানিয়ে দাও তিনডানা এক ঈগল
আর এখান থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাও আমাদের ওপরে

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

আমাদের নিয়ে যাও ওপরে
আমাদের তরুণ পূর্বপুরুষদের ভূপাতিত তরুবীথিকায়
চাঁদের দুহিতা আর সূর্যের সন্ততি

আমাদের নিয়ে যাও ওপরে
বিশাল নেকড়ের নক্ষত্রপুঞ্জটায়

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

আমাদের নিয়ে যাও ওপরে আমাদের মায়ের
স্ফটিকগর্ভে
কুকুরের বীজে যা ভরপুর

এখান থেকে আমাদের নিয়ে যাও ওপরে
অদ্ভুত হাওয়ার চৌরাস্তার মোড়ে
আমাদের কুকুরডাক যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

৫

আমাদের একা এখানে ছেড়ে রেখে যেয়ো না
আমাদের লকলক জিহ্বার ওপর
তাড়া ক'রে যেতে সমস্তক্ষণ

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

আমাদের স্বপ্নের মধ্যেও এসে দেখা দাও
যেমন তুমি করো বুড়ো রুপোর নেকড়ে
যাতে আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারি গবগব

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

ভর্তি ক'রে দাও আমাদের পেট
তোমার উন্মুখর মাংসে
বিশাল ধূসর মেঘের স্বাদ যার

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

মিশিয়ে দাও আমাদের রক্তে
তোমার স্তম্ভিত প্রজ্ঞা
শূনেরও মূন দিয়ে যা আগাগোড়া রচিত

আমরা তোমার কাছেই প্রার্থনা করি নেকড়ে-রাখাল

□ নেকড়ের দেশ

১

বাবা আমি আমাদের সূর্যজলা দেশ দেখতে পাচ্ছি না
নেকড়ে তাকে তার কালো গর্জনে
কুণ্ডলি পাকিয়ে রেখেছে আকাশে

মনে হয় সে যেন তাকে একেবারে শেকড়-
শুদ্ধু উপড়ে ফেলছে
তার সোনার হৃৎপিণ্ড সমেত
আর তাদের নিজের গায়ের কালশিটে সমেত

এক অকালমৃত্যুর আশঙ্কায় সে অস্থির
হয় তার নিজের নয় পৃথিবীর
আর নয়তো পৃথিবীর ওপরকার ত্রিমুণ্ড সূর্যের

সে কি নিজের জন্যে এমন ভয় পায় বাবা
না কি পৃথিবীর জন্যে সূর্যজলা

২

বাছা আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশ ঘুমিয়ে আছে
নেকড়ে তার গাল চাটছে

তার আগুনজলা জিভ দিয়ে তাকে সুশিক্ষিত করছে সে
আর ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে উঠছে দেশ
যেন জলে যাচ্ছে খুঁটির গায়ে বাঁধা

তার ওপরে তার ধূসর ছায়াগুলো ফেলছে নেকড়ে

আর ঘুমের মধ্যে এই দেশ বুড়ি হ'য়ে যাচ্ছে
যেন ছাইয়ের গাদায় ডুবে মরছে

বাছা সে কি তৈরি হচ্ছে
দেশ যখন ঘুমোচ্ছে তখন তাকে গিলে খাবে ব'লে
না কি ঠিক ক'রে জানতে চাচ্ছে
যে সে বেঁচে আছে এখনও ম'রে যায়নি

৩

বাবা আমাদের এই সুন্দর দেশকে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না
নেকড়ে উবু হ'য়ে ব'সে আছে তার ওপর

সে তাকে আদর করছে এক থাবায়
নয়তো আস্তে-আস্তে টুঁটি টিপে মারছে তার
অন্য থাবায় সে গা চিরে-চিরে রক্ত ছিটোচ্ছে
তার ওপরকার ভ্রুকুটি-করা আকাশের

তার পিঠের লোমে
কোনো ভালোবাসার উদ্ভিদের ঝিলিক
অথবা ঘৃণার উদ্ভিদের
যেন তার জন্মের দিন

নেকড়ে কি লালা ঝরাচ্ছে বাবা
তার তিক্ত মাংসে
না কি শুধু স্তব ক'রে যাচ্ছে তার রূপের

৪

বাছা আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশ ক্রুশে চড়ানো
চারটে শানপাথরের ওপর
যেখানে নেকড়ে তার দাঁতে শান দিচ্ছে

নেকড়ে ঝুঁকে আছে তার ওপর
আর তার সবুজ চোখের মধ্যে
নিজেকে বিম্বিত দেখছে ক্রুশ

শানপাথরের ঝলকি
এক জ্যোতির্বলয় থেকে আরেক জ্যোতির্বলয়ে
ঘিরে আছে তার সুকুমারী মাথাটিকে

শুধু চারটে শানপাথরই বলতে পারবে বাছা আমার
নেকড়ে যে তার দাঁতে শান দিচ্ছে সে কি তার জন্যে যে ক্রুশে চড়ানো
না কি যারা তাকে ক্রুশে চড়িয়েছে তাদের জন্যে

৫

বাবা নেকড়েকে দেখতে পাচ্ছি আমি
তার মাথায় তরুণ চাঁদের শিং
আমাদের কুমারী দেশকে সে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে
তার শিঙে গেঁথে

তাকে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সে কোনো বাধা দিচ্ছে না
যেন সে ম'রে গিয়েছে
কিংবা যেন ভালোবেসে ম'রে যেতে চাচ্ছে

কোনো পার্থিব পথে তাকে সে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে না

তাকে সে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথাও কোনো শিখরে
হয়তো আকাশে তার নিজের ডেরায়
যা সে খুঁড়ে ফেলবার কল্পনা করেছে
তার জন্যে আর নিজের জন্যে

বাবা সে কি তাকে আমাদের কাছ থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে
না কি ঠিক তার উলটো তাকে উদ্ধার করছে

৬

নেকড়ের পাঁজরের মধ্য দিয়ে বাছা আমার
আমি দেখতে পাই আমাদের প্রতিশ্রুত দেশ
ঈস্টারের বেকশাবকের মতো তার রূপ

লোহিত সাগরের মধ্যে
নেকড়ের বুক তাকে আলো দেয়

হয় তাকে সে অনেক আগেই গিলে ফেলেছে
আর সে এখন বেঁচেও নেই ম'রেও নেই
অথবা সে এখনই হয়তো তৈরি হয়েছে
এক দ্বিতীয় জন্মের জন্যে

সব নির্ভর করে নেকড়ের ক্ষুধার ওপর
আর আমাদের দিশারী তারার ওপর
আর-কোনো কিছুর ওপর নয় বাছা আমার

□ নেকড়ে-রাখালের স্তুতি

১

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

ছিমছাম মাটি যাকে উর্বর ক'রে গেছে
আমাদের সেই পুরুষ শ্রোণী থেকে
জন্ম নিয়েছে এক কুমারী জামিরগাছ

শেকড় থেকে
লাল ফুলের এক ঝরনা
ব'য়ে যায় তোমার দিকে

গুঁড়ির ভেতরে
মৌমাছির ঝাঁক তোমার জন্যে
বানিয়ে দিচ্ছে পৈতৃক মধু

চূড়ায়
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে তোমার উদ্দেশে গান গায়
দাঁড়কাক ময়ূর আর ঈগল

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

২

আমরা আমাদের থাবা থেকে মুচড়ে টেনে বের ক'রে নিয়েছি আমাদের
টেনে বার ক'রে নিয়েছি আমাদের দাঁত থেকে
বেরিয়ে এসেছি আমাদের চামড়া থেকে

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

আমাদের শিরদাঁড়া দিয়ে
জগৎকে বেড় দিয়ে আমরা বানিয়ে নিয়েছি খাঁচা
অস্ত হাড়গুলো রেখেছি কাটাকুটি ক'রে

আমরা খুঁজে পেয়েছি অকধুয়ের গহ্বর
যার মধ্যে আমরা যখন বেঁচে ছিলাম
পলাতক লাল পাথর পাক খেয়েছিলো

তোমার সব সাধু উপদেশ
এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত
আমাদের ওপরে আগাছায় শিখায়িত হ'য়ে উঠেছে

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

৩

আমাদের ঘিরে শাদা পশমের মেয়ে-মেষেরা
শান্ত জন্ম দিচ্ছে মেষশাবকের
আর আমাদের সুন্দর সব স্মৃতির সঙ্গে
মিথুনরত সব বজ্র

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

বৃষ্টিতে মরচে ধ'রে যাচ্ছে মুখসাজে
আর ঠোকরাচ্ছে সেইসব বালির ঢিবি
যাকে দেখায় আমাদের বিশাল শরীরের মতো

হাওয়ার দলছুট গরগরকে ধরছে

ফোগলা দাঁত নেকড়ে-কাঁধ
আর ঝট ক'রে কামড়ে ধরছে শূন্ত হাওয়া

এখন-স্বাধীন আমাদের চোয়ালগুলো দিয়ে
আমরা এখন চিবুচ্ছি শাদা কুকুরশিলা
আর বদলে দিচ্ছি তাকে পুষ্টিযোগানো রুপোয়

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

৪

আমরা উড়ে যাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে
তোমার মাটি-খুঁড়ে-বের-ক'রে-নেয়া লাঠি চ'ড়ে

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

আমাদের কশেরুকা টাঙিয়ে রেখেছি আমরা লাঠিতে
তার নকশায় আটকে দিয়েছি আমাদের পাঁজর
ডগায় জোরে ঢুকিয়ে দিয়েছি আমাদের করোটি

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

জঙ্গলহাকোয়ার ঘূর্ণিহাওয়াকে জিতে গিয়েছি আমরা
উড়ে পেরিয়ে এসেছি সব খাদ সব শূল
আর হাওয়ার যত জাল

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

আমরা উড়ে যাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে
তোমার চোখে চোখ রাখতে
আর প্রকাশ ক'রে দিতে আমাদের উল্লাস

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

৫০

আনন্দ করো হে লাল ছায়া
আমাদের উল্লাসকে ধনুখিলান ক'রে

আনন্দ করো হে একমাত্র দাঁতের দাগ
গোল পৃথিবীর পেটের ওপর

আনন্দ করো হে বজ্রের বাণী
না-সময়ের চোয়ালের ভেতর

আনন্দ করো হে কালো গরগর
অন্তহীন তুষারছাওয়া বিস্মরণের ওপর

আনন্দ করো হে উদ্ভাসিত হাসি
কুকুর-আঁধারের হৃদয়ের ভেতর

আনন্দ করো হে হিরণ স্মরণ
বিকচমান যা আমাদের হাড়ের ওপর

আনন্দ করো হে নেকড়ে-রাখাল

□ খোঁড়া নেকড়ের চলার পথ

১

জঙ্গলহাঁকোয়ারা তাদের কাঁধে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে
বিশাল খোঁড়া নেকড়েকে

তার অনাবৃত বিষদাঁতের মধ্য থেকে
তার ছিন্ন পুরুষচিহ্ন দোল খায়
হিঁচড়ে আসে ধুলোয়
আর পেছনে রেখে যায় পড়া-যায়-না-এমন চলার পথ

তার এক কানে গোঁজা
এক আঁটি খড়
অন্য কানে যারজকের তোড়া

তার ফাঁপানো পেট থেকে ঠেলে বেরোয়
কলুষিত পবিত্র খড়

জঙ্গলহাঁকোয়ারা আর জমায়েৎ কুকুররা
আর তার ক্ষতর ওপর মাছিরা
আর লজ্জার সেই লাঠি
সবাই ভাবে সে ম'রে গিয়েছে

২

রোমশ মেঘের মধ্যে গাঁথা কুঠারটায়
তার থাবা দোলায় খোঁড়া নেকড়ে

সে চুমু খায় তার স্বরভিত ওকের
নীথর শরীর

আর তার দুই রূপোলি গাল
আর তার অপরাজের কলা

আর নিজেকে চিরে ফ্যালে
দুই আস্ত অর্ধেকে

এক অর্ধেক আসে পৃথিবীর তলায় জিরিয়ে নিতে
আরেক অর্ধেক উড়ে যায় আকাশে

কোথাও মাঝখানে
মাটি-পৃথিবীর মাঝখানে
তার বিশাল ভাবর হৃদয় প'ড়ে থাকে পরিত্যক্ত

এক নতুন লাল তারা ঝলসাচ্ছে
অপেক্ষা ক'রে আছে তার অধিবাসীদের জন্তে

৩

জলন্ত একটা একতারায় চ'ড়ে
খোঁড়া নেকড়ে উড়ে যায় পৃথিবীর তলায়

ছড়িটা দিয়ে চাবকায় সে তার পেট
আর আদর করে
তার তারটিকে শিখায়

দাঁত দিয়ে সে তার ঘাড় থেকে চেঁছে নেয়
কুকুরের কামড়ের দাগ

সে চিবোয় তার কাঠের অশ্বমুণ্ড
আর মেপল গাছের খণ্ড দিয়ে সে পট্টি বেঁধে দেয়
তার ডানদিকের সামনের থাবার ক্ষতে

তার তিনটে ভালো থাবার চাপড়ে সে তাকে তাড়া দেয়
চালিয়ে নিয়ে যায় তাকে গর্জনের দিকে
যেটা উঠে আসছে পৃথিবীর বুক থেকে

একতারাটি তার তলায় কোঁপায়
উপরে দেয় আগুন
আর গিলে খায় অন্ধকার

৪

তার পিঠে ক'রে ঘোড়া নেকড়ে ব'য়ে নিয়ে যায়
এক বিশাল কালো ঈগল
আর তার সঙ্গে উড়ে যায় আকাশ দিয়ে

তার ঠোঁট থেকে সে পান করে শিশির
আর চিবিয়ে খায় শাদাপশম ভাপকুয়াশার পাশগুলো

তার চোয়ালে সে ঈগলের জন্যে জোগাড় করে
জীবন্ত তারার ডিম
নীলের গভীরে চাপা-পড়া

ঈগলকে সে রক্ষা করে উড়োকুকুরদের কাছ থেকে
আর আমিষখোর শিকারি কাঁচির কাছ থেকে

সে তাকে তার ল্যাজ দিয়ে চাপড় মারে
আর তাকে দেখিয়ে দেয় গোপন পথটি
আকাশের এক আস্তর থেকে আরেক আস্তরে

ঈগল তার মাথায় ঠোকরায়
আর নখ বসিয়ে দেয় তার পাঁজরে
আর ঘুমিয়ে-পড়া থেকে তাকে বাঁচা

৫

খোঁড়া নেকড়ে হাঁটে জগৎ
এক থাবায় হাঁটে আকাশ
অন্তগুলোয় পৃথিবী

সে হাঁটে পেছনমুখো
তার সামনে থেকে চলার পথের সব চিহ্ন মুছে ফেলে

সে হাঁটে আধা-অন্ধ
ভয়ানক রক্তরাঙা চোখে
মরা তারা আর জ্যান্ত পোকায় ভর্তি

জাঁতার পেষাই নিয়ে সে হাঁটে
তার ঘাড় ঘিরে ঠেশে দেয়
এক পুরোনো টিনের বাটি
তার ল্যাজে বাঁধা

সে হাঁটে অবিশ্রান্ত
কুকুরমুণ্ডের এক বলয় থেকে
অন্য বলয়ে

সে হাঁটে দ্বাদশমুখ সূর্য নিয়ে
তার জিভে যা লালার সঙ্গে ঝ'রে পড়ে মাটিতে

□ নেকড়ে বেজন্মা

১

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো

যাতে আমি আমার কান দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারি আমার
গুটিয়ে ফেলতে পারি আমার ল্যাজ ঠ্যাঙের ভেতর
আর সটকে পড়তে পারি এখান থেকে

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো

যাতে আমি তোমার সামনে আছড়ে পড়ি নতজানু
মাথা ঠুকি আমার মাটিতে
আর চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে যাই
যেখানে আমি জন্মেছিলাম

তুমি ঘেউ-ঘেউ করো ঘেউ-ঘেউ

যাতে আমি হামাগুড়ি দিই পেছনমুখো
আর চেটে খাই আমার বাবার চলার পথের সব চিহ্ন
যা আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছিলো এখানে

তুমি ঘেউ-ঘেউ করো ঘেউ-ঘেউ করো ঘেউ-ঘেউ

যাতে আমি ঠেসে ঢোকাই আমার মুঠো আমার মুখে
কামড়ে ছিঁড়ে ফেলি আমার জিহ্বা
আর গুঁজে রাখি সেটা আমার কোমরবন্ধে

২

তোমার কাছে অনুমতি না-চেয়েই
আমি আগের মতোই ক'রে যেতে থাকি
নেকড়ে ফুলগুলো থেকে

বুড়ি মেয়ে-নেকড়ের ছায়া আমাকে মাই দেয়
যাতে তুমি পাথরের অণ্ডকোষে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারো
তাকে আর তার ছানাদের

আমি কথা বলি নিজের সঙ্গে
আগুনের অপবিত্র প্রান্তরে
স্মৃতি আর দূরদৃষ্টির মোহনায়
যা ধনুখিলানের মতো থাকে

আমি অবিশ্রান্ত গান ক'রে যাই

এই ভয়ে যদি আমি একা প'ড়ে থাকি পরিত্যক্ত
তোমাদের মধ্যে মরণ পর্যন্ত
আর তার পরেও

৩

আমার সত্যিকার বাবার খোঁজে বেরিয়ে পড়ি আমি
আমাকে ছাড়া যে জন্মাতেই পারবে না

আমি তাকে খুঁজে বেড়াই

তার মুখের রেখা
গুহার ওপর বেছানো
যার মধ্যে আমি আছড়ে পড়েছি

আমার পা থেকে কামড়ে-ছিঁড়ে-নেয়া অধিত্যকায়
তার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিশেবে পাওয়া
সে বেচারা সূর্যচোর

লম্বা আগাছা
গজিয়ে ওঠে তার নামের
অক্ষরের মধ্যে

আমি তাকে খুঁজে বেড়াই
আর এইভাবেই আমার সারাজীবন কেটে যায়
এখানে এই অগ্নিপ্রান্তরের ওপর

৪

হাতুড়ি মুঠো আর মাথা
ঠুকি আমি নেহাইতে সারাদিন
অদৃশ্য শেকলে তার সঙ্গে বাঁধা

আমার নেহাই শিশিরে ভিজে একশা
সকালবেলায় কালো দুপুরবেলায় সবুজ
সন্ধেবেলায় লাল

আমি হাতুড়িতে পেটাই পুরোনো লোহা
আর জ্যোৎস্নার টুকরো

আমি বাসনায় জ্ব'লে যাই
আবিষ্কার করতে
সে-কোন্ ধাতু পিটিয়ে তৈরি আমার শেকল

এক বিশাল ধূসর মেঘ
ব'সে থাকে আমার কাঁধে
আর চালিয়ে নিয়ে যায় আমার হাত

তরুণ নেকড়েরা
আমার গুহায় যারা লুকিয়ে থাকে দিনে
আমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে চুপচাপ আর শেখে

৫

সাত রাখালছেলের ভ্রাতৃপ্রতিম নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে
আমি চালিয়ে নিয়ে যাই আমার নেকড়েদের নিচে
তোমার নগরের প্রধান স্কোয়ারে

আমরা কটমট ক'রে তাকাই তোমার দিকে
আর সহজেই তাড়িয়ে নিয়ে যাই তোমাকে
তোমার বহুতল কুকুরবাড়িতে

তোমাকে হারিয়ে পাগল
তোমার গৃহপালিত লৌহদানবের
অন্ধ পরস্পরহানা লড়াই দেখে উল্লাস ক'রে উঠি আমি

আমি চ'ড়ে বসি আমার নেকড়েদের পিঠে
আর আমার দাঁত দিয়ে টানি আড়াআড়ি ছুরিগুলো
তোমার সবচেয়ে উঁচু মিনারের তল থেকে

আর চাঁদ দেখে প্রাণের আনন্দে ডুকরে উঠি
আমার লম্বাল্যাজ ছেলেদের সঙ্গে

৬

আমার প্রধান নেকড়ের পিঠে চ'ড়ে
আমি ফিরে আসি সবুজ শিখরে
যা আমি ছেড়ে এসেছিলাম এখানে নেমে আসতে

সেখানে আমি নিজের জন্যে এক কবর খুঁড়ে নিই
নেকড়ে-রাখালের গভীরতম চিন্তার ভেতর

সেই বিস্তৃত গভীরের ভেতর
তোমরা কেউ আমার মৃতদেহ দেখবার কথা
স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না

সেখানে শান্তিতে পেকে ওঠে

কাজল ব'লে ডাকা ধূসর অন্তরঙ্গের শিলা
আমি যাতে গঠিত

তা থেকে অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে প্রথমে
এক নতুন নেকড়ে-কুসুম
আর তারপর বাকি সবই সুশৃঙ্খল

তার পবিত্র সবুজ শৃঙ্খলায়

৭

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো

যাতে আমার পাছায় প'ড়ে যায় আমার কাণ্ডজ্ঞান
আর গজিয়ে ওঠে একরাতেই
অলক্ষণের পুচ্ছ

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো
যাতে আমার চিন্তারা বদ্‌লে যায়
ধূসর কাঁটায় কর্কশ
আর ফুটো ক'রে দেয় আমার ত্বকের সব রোমকূপ

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো ঘেউ-ঘেউ

যাতে আমার কথায় গায়ে গন্ধ থাকে
চিতায়-জ্বালানো নরমাংসের
আর আমার দীর্ঘপুচ্ছ দেবতার ধবল বীজের

তুমি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো ঘেউ-ঘেউ ক'রে ওঠো ঘেউ-ঘেউ

যাতে আমার গলা থেকে বেরিয়ে আসে
চেনা এক রক্তপিপাসু গর্জন
যাকে আমি বলি গান

ডাকো একবার ঘেউ-ঘেউ ক'রে

কাঁচা মাংস

পৃথিবীবন্দী নক্ষত্রপুঞ্জ

ভেরশাৎসের গুজ্রিৎসা স্ট্রিটে
আলোজ্বালা এক মুদির দোকানের সামনে
তিন বুড়ো বন্ধুর চুমুক দিচ্ছে
তাদের সাদা বিয়ারের বোতলে

ধাতুর ঢাকনাগুলো
শান রাস্তা আর বড়ো রাস্তার মাঝখানে
এক চিলতে জমির ওপর বানিয়ে দিয়েছে নক্ষত্রপুঞ্জ

সন্ধ্যার অন্ধকারে সে ঝকমক করে
অপেক্ষা করে কখন আসবে তার নিজের নক্ষত্রদর্শী

আমি এসেছিলাম কিছু সিগারেট কিনতে
আমারও চাই এক বোতল বিয়ার
যাতে আমার তারকাও তার জায়গা পায় ঐ পুঞ্জে

ভেরশাৎসের দেবমূর্তি

তাকে আমি ধ'রে রাখি আমার হাতে

সে ধ'রে রাখতো সূর্যকে
তার নেকড়ের দাঁতে

দেবপ্রতিম সে খেলা করতো তাকে নিয়ে
তাকে তুলে নিয়ে যেতো আকাশে
তাকে ব'য়ে নিয়ে যেতো মাটির তলায়

সে মাটির তৈরি
যে-মাটি দিয়ে আমি যখন ছোটো ছিলাম

কারাণ নদীর পাশে আমি বানাতাম খুদে মানুষ
আর পরম গম্ভীর ভঙ্গি ক'রে তাদের খেয়ে ফেলতাম

সে আমাকে কিছুই বলবে না
নিজের সম্বন্ধে কিছু না যে-পৃথিবী সে আবার দেখছে তার সম্বন্ধে কিছু না

যদিও আমিও ভেরশাৎসের একজন বুড়ো অথর্ব

পুনর্নব জলপ্রপাত

আমরা তিনজন জীবন্ত আর দুজন ছায়ামূর্তি
আবার দেখতে যেতে চেয়েছিলাম
আমাদের যৌবনের গোপন ভূমি

আমাদের জলপ্রপাত
কোথায় যেন আছে ভেরশাৎস পাহাড়ে
কোথায় তা বলতে পারবো না

আমরা দাঁড়িয়ে আছি জলপ্রপাতের পাশে
কাছেই সে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমরা
কিন্তু তাকে আমরা দেখতে পাই না আর

ছোটো-ছোটো তরুণ ঝোপ আর
হলদে কাঁটাফুল তাকে ছেয়ে আছে

আমাদের একজন দাঁতে দাঁত চেপে কী যেন বিড়বিড় করে

ভাগ্যবান সে
সে তার বছরগুলোকে নিজের মধ্যেই
মিলিয়ে দিয়ে ফেলাসিড ক'রে তুলতে পারে

অজানা নাগরিক

তিনকো নোফ্রিচ্ জ্যোতিষী জন্মেছিলো চিরকালের মতো
একবারই ভেরশাৎসে

তারা তাকে স্নান করিয়েছিলো মদে
আর শক্ত ক'রে তাকে বেঁধেছিলো আঙুরপাতায়

তার প্রথম খেলনা ছিলো এক দূরবীক্ষণ
তুষ্টার ডাঁটিতে তৈরি
যাতে সে প'ড়ে নিতে পারে আকাশের প্রাথমিকী পুথি

দিনের বেলায় সে থাকতো মানুষজনের মধ্যে
রাত্তিরে তারাদের সাথে

যখন তার মরবার সময় এলো
সে দেহান্তরী হ'য়ে গেলো
এক অলোকদৃষ্টিময় সহনাগরিকের শরীরে

আমরা যত ভেরশাৎসের মানুষ
তাদের যে-কেউই সে হ'তে পারি
কিন্তু কেউই সে-কথা স্বীকার করে না

আমিও আমার কাঁধ ঝাঁকাই উদাসীন

ঝেঁটিয়ে-ফেলা সময়

ঝাড়ুদার সে তার ঝাঁটা দিয়ে জড়ো করে শুকনো পাতা
অ্যাভিনিউ ধ'রে সারা রাস্তায়
চেস্টনাট গাছের তলায়

সে থেমে দাঁড়ায় প্রতিটি গাছের তলায়
আর পায়ের জোরে তাকে ধ'রে ঝাঁকি দেয়

হেমন্ত যদি তাড়াতাড়ি এসে পড়তো ভালো লাগতো তার
তার ইচ্ছেমতোই যদি সব হ'তো
ভেরশাৎসকে তাহ'লে এক লহমায় ছেড়ে চ'লে যেতো
হেমন্ত আর অন্যসব ঋতু

শুধু তার ঝাঁটাটাই থেকে যেতো তার
চিবিয়ে খাবার জন্যে

আমি তাকে সাবধান ক'রে দিতাম
আমার গলায় আটকে গিয়েছে
শুধু একটা চেস্টনাট

শেষ নাচ

আমি কবর দিচ্ছি আমার বাবাকে
বেওগ্রাদের নতুন কবরখানায়
পুরোনো গাদাগাদি-ঠাসা সব কবরের মধ্যে

কফিন নামানো হ'লো অনেক পরিশ্রম ক'রে
কবরের অগভীর গর্তে
তারপর বিশ্রাম নিলো আমার বাবার পাশে

প্রথম মাটির ঢেলাগুলোর তলায় সে উধাও হ'য়ে যায় চটপট

দুই অল্পবয়েসী কবরখনক তাদের মাথায় টুপি নেই
অদ্ভুত কফিনের চারপাশে লাফিয়ে বেড়ায়
আর ঠেসে ভর্তি ক'রে দেয় মাটি

তাদের উঁচু ক'রে-তোলা উদ্ধত কোদালের ওপর
ঝকঝক করে অপরাহ্নের দুই সূর্য

আমার হাসিখুশি মা-র নিশ্চয়ই
দারুণ রোমাঞ্চ হ'তো
তাঁর সম্মানে এই নাচ দেখে

বৃত্তের মধ্যে বেড়ানো

– প্যারি ফিরনেইসের ছায়ার জন্যে

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ
আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে
ভিয়েনায় গ্রাবেনের বাঁকে

এত বছর ছাড়াছাড়ির পর
আমরা আবিষ্কার করলাম পরস্পরের কাছে আমরা প্রকাশ করছি·
একই জিনিশ

আমরা কথা বলি
স্বাধীনতার চেহারা নিয়ে

আমরা কথা বলি বৃত্তটাকে নিয়ে
যেটা আঁটো হ'য়ে চেপে আসছে
যেটা চেপে দিয়ে আটকে যাবেই একদিন

তার সূচনা আর সমাপ্তি থেকে যদি
মুক্তি পাওয়া যেতো

তার পরে আর কেমন ক'রে বলি
এ ছিলো
আমাদের শেষ বেড়ানো

অব্যাহত বিদ্যা

ঝারকো জ্‌রেনিয়ান নামে শিক্ষক
সে খুন হয়েছিলো অষ্টাবক্র প্রভু-পুরুষের হাতে

আমাদের সাধারণ লোকে বলে
তারা নাকি এখনও তাকে দেখতে পায়

জ্বলন্ত শস্যখেতে
চারপাশে কুকুরেরা ভেরশাৎসের ঠিক বেয়ে
খুনীতে-খুনীতে ঠাশাঠাশি ওলটানো রেলগাড়ির ওপর

শুধু আমরা তার ছাত্ররাই জানি
কী ব্যাপার চলেছে

প্রভুবিধানগুলো অবহেলা ক'রে
আমরা তাকে দিচ্ছি আমাদের হৃদয়ের কাজ
আর আমাদের অস্ত্রশস্ত্র

কবির মই

যুদ্ধের ঠিক আগে ভেরশাৎসে
কবি সেইয়ান ব্রান্‌কোভ এক ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন
আমাদের পাশের বাড়িতে

আমাকে তিনি বলেছিলেন বাবাকে যেন বুঝিয়ে রাজি করাই
আমাদের দিকের দেয়ালের গায়ে
একটা মই হেলান দিয়ে লাগিয়ে রাখতে

যে-কোনো রাতে তিনি আশা করতেন
ওরা আসবে তাঁকে
নির্যাতনশিবিরে নিয়ে যাবার জন্যে

লাল প্রতিরোধবাহিনীর একটা দলকে নেতৃত্ব দেবার সময়
তিনি নিহত হবার অনেকদিন পরেও
বইটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে
সেই একই জায়গায়

কাঠের ধাপগুলো বেয়ে উঠে গিয়েছে
এক ঝাঁকাট আঙুরলতার ঝাড়

অত্যাসন্ন প্রত্যাবর্তন

বেৎচ্‌কেরেক জেলখানায় একটা কুঠুরিতে
আমি একটা দিন কাটাই লাল ফৌজের এক লোকের সঙ্গে
যে বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে এসেছে

যে-কোনো মুহূর্তে খুলে যাবে দরজা
আর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে বাইরে
আর তাকে গুলি করা হবে উঠোনে

সে আমায় জিগেশ করে
মস্কোভা যাবার
শর্টকাট কী

মেঝের ওপর রুটির গুঁড়ো দিয়ে
আমি বানিয়ে তুলি সেইসব শহর যা-যা তাকে পেরিয়ে যেতে হবে

সে তার আঙুল দিয়ে মেপে নেয় দূরত্ব
তার বিশাল হাতে চাপড় মারে আমার কাঁধে
আর তার চীৎকারে কাঁপিয়ে তোলে সারা জেলখানা

সুন্দরী আমার তুমি মোটেই দূরে নও
দেখা হবে তোমার সঙ্গে
নির্যাতনশিবিরের উঠোনে

সন্ধের তৃতীয় দফা ঘুরে এসে
আমরা যে-যার কোয়ার্টারে চ'লে যাই

ভোরের আগেই যে আমাদের কাউকে-কাউকে
বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করা হবে তা আমরা জানি

চক্রান্তকারীদের মতো মুচকি হাসি আমরা
পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি ফিসফিস
দেখা হবে তোমার সঙ্গে

কোথায় বা কখন তা আমরা বলি না

আমরা পুরোনো ধরন ত্যাগ ক'রে ফেলেছি
আমরা জানি আমরা কী বোঝাতে চাই

কবিতার ক্লাস

লেনাউয়ের আবক্ষ মূর্তির তলায়
আমরা ব'সে আছি সাদা বেঞ্চিতে

আমরা চুমু খাচ্ছি

আর এমনি আনুষঙ্গিক
কথা বলছি কবিতা নিয়ে

আমরা কথা বলছি কবিতা নিয়ে
আর এমনি আনুষঙ্গিক চুমু খাচ্ছি

কবি আমাদের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরে
তাকিয়ে দেখছেন শাদা বেঞ্চের ভেতর দিয়ে
রাস্তার কাঁকরের ভেতর দিয়ে

আর এমন অদ্ভুত চুপ ক'রে আছেন
তাঁর চমৎকার ব্রন্‌জের ঠোঁট দুটো এঁটে

ভেরশাৎসের পার্কেই
আমি আস্তে-আস্তে শিখে ফেলেছি
কবিতায় সত্যি কী কাজে লাগে

ভালো নয় ঠিক

রাস্তা দিয়ে চলেছে এক কফিন

ওরা আমাকে পাঠায় ঠাকুর্দা
নিকোলা উয়োশেভিচ স্বৎচুকে জাগিয়ে দিতে

অমুক মারা গেছে আমি তাঁকে বলি

ঠাকুর্দা একটা চোখ খোলেন
আর ঘোঁৎ ক'রে বলেন সেই একই জিনিশ চিরকাল

কী [illegible] তো
এ-রকম কিছু তো
আগে ও কখনও করেনি

পাশ ফিরে
আবার তিনি শুরু করেন নাকের ডাক

সৃষ্টির খেলা

বাচ্চাদের স্কুলের আমরা যত ছোটো ছেলেমেয়ে
ভেরশাৎলের কাছেই চার্চে
টিফিনের সময় খেলা করি

আমরা ঠিক করি এ হবে টিলা
আর ও নদী

টিলা এগিয়ে আসে দুই পা
তার হাত বাড়িয়ে

নদী বার ক'রে আনে তার দুহ্
আর ঝিলির এক সরু রেখা পাঠিয়ে দেয়
এক হাত থেকে আরেক হাতে থেকে মাটিতে

আমরা বাকিরা চেঁচিয়ে উঠি
বেরিয়েছে জল
হেরে গেলি বল

আর অনুনয় ক'রে বলি
খেলাটায় প্রধান ভূমিকা যেন আমাদের দেয়া হয় এবার

শাদা নৌকো

টিলাটার ঠিক চূড়ায়
শাদা এক নৌকো-পিঠে চড়ায় ঠেকেছে

ভের্শাৎসের কোনো পুরুষ জানে না
কোত্থেকে সে এসেছে আকাশপথে
কিংবা কোথায়ই-বা সে চলেছে

হিমজমাট সূর্যের সাথে-সাথে
সে তার পেটের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে মিনার
আর অপেক্ষা করছে কখন ফ্লাসে জোর হাওয়া

আমরা ছোটোরা পথ থেকে তুষার সরিয়ে দিই
আর আমাদের কাঠের শাবল দিয়ে তার কাছে পাঠাই
পরস্পরবিরোধী সংকেত

ভাঙা শিং

আমার ঠাকুর্দা বিলোশ পোপা নেমাৎস
কোনো জন্মমূকবধিরের চেয়েও
কম কথা বলেছিলেন সারা জীবনে

সেই জন্যেই তিনি জানতেন কেমন ক'রে কাঁধ দিতে হয়
বাচ্চা ষাঁড়ের তলায়
আর তাকে তুলে ফেলতে হয় মাটি থেকে

বাছুরটা তার চার পায়ে
হাওয়া আছড়াতো
আর আকাশ ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করতো তার শিঙে

লোকে দাঁড়িয়ে থাকতো গোল হ'য়ে ঘিরে
খুঁজে খুঁজে ফেলতো তাদের পরলোকের টুপি
আর বুকে ক্রুশ আঁকতো উলটোপালটা

আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি ঠাকুর্দাকে অনুনয় করি
বলো কোথায় গেলে পাবো
আমাদের পালের প্রাচীন দেবতাকে

ঠাকুর্দা দাঁড়িয়ে থাকেন আমার সামনে বোবা
মাথায় তাঁর দুটো ভাঙা শিং

অন্য জগৎ

আমার ঠাকুমা মোম জ্বালিয়ে দিতেন কেকের ওপর
সাজিয়ে রাখতেন ছোটো-ছোটো কাঠের ফালির ওপর

আমাদের কুলের যারা মারা গিয়েছে তাদের সকলের উদ্দেশে
ফিসফিস ক'রে কী-সব সন্দেশ বলতেন কেকের ওপর
আর কারাশ নদীর ওপর তারপর তাদের ভাসিয়ে দিতেন

কালো জলের ওপর পিছলে ভেসে যেতো কাঠের ফালিগুলো
ছোটো মোমবাতিগুলো প্রাণপণ যুঝতো সন্ধের আবছায়ায়
আর নদীর বাঁক ঘুরে উধাও হ'য়ে যেতো

ঠাকুমা খুশি হ'য়ে ঘোষণা ক'রে দিতেন
যে তারা নাকি নিরাপদেই পৌঁছেছে
পরলোকে

আমি নিজেই একবার গিয়েছি ওখানে
পাখি ধরার ফাঁদ পাততে

আমি অবশ্য জানতাম না যে
মঞ্জরিত উইলোবনে
আমি শিকার ক'রে বেড়াচ্ছি আমারই পূর্বপুরুষদের

নেকড়ের আদর

ভেরশাৎসের ওপর নেকড়ে-প্রান্তরে
শুয়ে আছি আমরা ঘাসের ওপর

ওরা বলে
নেকড়েরা সব খুন হয়েছিলো এখানে
সব নেকড়েই

শুধু তাদের নাম
বেঁচে আছে জীবন্ত

সজাগ ঘাসের তলা থেকে
এক জান্তব স্নেহ এসে পৌঁছোয় আমাদের কাছে

আর চেতিয়ে তোলে আমাদের ঠোঁট
আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর রক্ত

কোনো কথা না-ব'লেই আমরা আদর করি পরস্পরকে
আমার যুবতী মেয়ে-নেকড়ে আর আমি

মৃত্যুপুরীতে চেরিগাছ

ছোট্ট ইয়োভিৎসা আগবাবা পেড়ে দিয়েছিলো
এক মুঠো চেরি
আর পাহারার চোখে ধুলো নিয়ে এসেছিলো শিবিরে

সব ক-টাকে গুনে ভাগ-ভাগ ক'রে দিলে ও
সমান তিন অংশে

আমরা ওকে জিগেস করি ও কোথায় ফেলেছে বিচিগুলো

সে-সব ও গিলে ফেলেছে
চটপট পেট ভরাবে ব'লে

তার পেটে গজিয়ে-ওঠা চেরিগাছের ডালেপালায়
যে লাল ফল ধরেছে
তার দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি

আর তিনজনেই হঠাৎ
ফেটে পড়ি অট্টহাসিতে

চরম লক্ষ্য

লাল ফৌজের দুই সেনা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে
ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মৃত কমরেডকে

একটু আগেই আমার মা তাদের তিনজনকেই
খাওয়াচ্ছিলেন আপেলটার্ট
আর ভেরশাৎসমন

আমার বাবা মৃত কমরেডকে পরামর্শ দিয়েছিলেন
ছাতের ওপর দিয়ে যেতে
যাতে তারা মেশিনগানের ঝাঁকের পেছনে চ'লে যেতে পারে

হেসে উঠেছিলো মরা কমরেড আলিঙ্গন করেছিলো আমার বাবাকে
আর অন্য দুজনের সঙ্গে
বেছে নিয়েছিলো শর্টকাট

আমি তাকিয়ে দেখি লাল কৌজের লোকদের

তারা শুইয়ে দেয় তাদের কমরেডকে একটা গোরুর গাড়িতে
তার গায়ে আঁকাবাঁকা রং-করা হরফ
গন্তব্য বার্লিন

পুরুষের কাজ

ভোরের আগেই ওরা আমাদের জাগিয়ে দেয়
সার ধ'রে দাঁড় করিয়ে দেয়
নির্যাতনশিবিরে

মৃত্যুর নাম ডাকার মাঝখানে
বেজে ওঠে জিপসির নাম

জিপসি তার বেহালাটা বগলে নিয়ে
ছেড়ে যায়
জীবিতদের সার

যে নাম ডাকছিলো সে টিটকিরি দিয়ে বলে
বেহালাটা আর তার কক্খনো কাজে লাগবে না

জিপসি সোজা হ'য়ে দাঁড়ায় টান-টান

তোমার কি ধারণা
যে মৃত্যু আমাকে
আরো-ভালো কোনো কাজ দেবে

আফিম ফুলের সঙ্গে কথাবার্তা

জেরুশালেমের কাছে বাড়ি ফেরবার সময়
আমি রাস্তা থেকে নেমে পড়ি ভুট্টাখেতে
আফিম ফুলের মাঝখানে

নেৎসা আন্‌কুৎসিচ তার মাথায় বেঁধে নেয়
একটা ধার-করা লাল স্কার্ফ
আর গান গেয়ে-গেয়ে উঠে যায় বধ্যমঞ্চে

ও ছিলো সত্যিকার এক আফিম ফুল
যারা তাকে দেখেছিলো আমায় বলেছিলো

আমি তার
সবুজ বছরগুলোর কথা জিগেশ করি
যা কোনোদিন অঙ্কুরিত হয়নি

অফুরান যৌবন

আমার ছেলেবেলার বন্ধু গ্যারি কিরনেইস
মারা গেছে

ভিয়েনার রাস্তায়-রাস্তায়
আমি নিজের কাছ থেকে ছুটে পালাই

বাড়িঘর গাড়িঘোড়া লোকজন
কোথায় যে তাকাবো জানি না
তাকাতে পারি না আমি

প্রত্যেকের পেছনে আমি দেখি
এক ছায়া
তার দিন গুনছে

আকাশে তাকাই আমি

মৃত্যু দাঁড়ায় আমার ওপর সুনীল
কোনো-একরকম অম্লান যৌবনের সঙ্গে
মিলেমিশে এক হ'য়ে যায়

নেকড়েদের সংবাদ

খুন আর চোরাচালানের কারবারিতে বোঝাই
এক স্লেজের ওপর
আমার প্রপিতামহ ইনিয়া লুকা মোকন
খাড়ির মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যান

নেকড়েরা গর্জায় ঝাঁপিয়ে পড়ে
ঘোড়া আর মানুষ দুয়েরই ওপর

কেউ বন্দুক ছুঁলেই
তক্ষুনি মারা পড়বে তাঁর হাতে
শাসান আমার প্রপিতামহ

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি গ'র্জে ওঠেন
লম্বা ন্যাজের দস্যুদের চাইতেও আরো-হিংস্র

নেকড়েরা ডুকরোয় কেঁদে-কেঁদে
আর ক্রমে পেছিয়ে যায় ঘোড়াদের কাছ থেকে
যাদের কেমন ক'রে যেন পাখা গজিয়েছে

ক্রমশ আরো-কম শীত আর আরো-কম তুষার
আমাকে আমার প্রপিতামহের কাছ থেকে আলাদা ক'রে রাখে.
আমি তাঁর নেকড়ে-কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট শুনতে পাই

বংশের ধারাই এই

এতদিনে তুমি হ'য়ে উঠেছো সত্যিকার এক নেকড়ে
তোমাকে যে কতকাল আমি দেখিনি
কিন্তু আমি তোমাকে তক্ষুনি চিনে নিতে পারি
তেরশাৎসের এক আত্মীয় আমায় বলে

আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠি

ভালো ক'রে এ-কথাই তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবার বদলে
যে যাকে সে সামনে দেখছে
সে আসলে এক ভাবুক তন্দ্রাতুর জানোয়ার
যে আমাকে গিলে ফেলেছে

গোপন রসিকতা

সন্ধে পড়লেই
তেরশাৎসের কবরখননকেরা হামলা করে
ইয়াবুকা রোডের সরাইটায়

তারা হাসতে-হাসতে খুন হ'য়ে যায়
আর দরজা থেকেই হাঁকে তাদের হুকুম
দু-গজ মদ

সরাইওলা নিয়ে আসে ভর্তি গেলাশ

আর আড়াআড়ি সাজিয়ে দেয় তাদের টেবিলে
এক গজ চওড়া আর এক গজ লম্বা

কবরখনকদের সঙ্গেই
আমার চোখ পান ক'রে নেয়
তাদের গোপন রসিকতা

নেকড়ে ছায়া

ওরা বলে আমার প্রপিতামহী
সেই ডাইনি সুলতানা উরোশেভিচের ছিলো
মেয়ে-নেকড়ের এক ছায়া

জ্যোৎস্না রাতে ককখনো
তিনি বাইরে বেরুতেন না

যাতে কেউ তাঁর ছায়া মাড়াতে না-পারে
নিয়ে যেতে পারে তাঁর গুপ্তক্ষমতা
আর মেরে ফ্যালে তাঁকে ওখানেই

ওরা বলে
আমি না কি আমার প্রপিতামহের কাছ থেকেই
এই চোখ আর এই ভাষা পেয়েছি

নেকড়ে-ছায়ার কথা আমি কিছু জানি না

চাঁদের আলোয় সবসময়
আর রৌদ্রালোকেও প্রায়ই
আমি পেছনমুখো হাঁটি

যদি দৈবাৎ

আমার পূর্বপুরুষদের মুখোমুখি

ভ্রেবেনাৎস গোরস্থানে
আমাদের পারিবারিক চ্যাপেলে উঠে যাই আমি

কাঠের কপাটগুলো বন্ধ
তা কিন্তু আমায় আটকাতে পারে না
আমার পূর্বপুরুষদের মুখোমুখি হওয়া থেকে

সমুদ্রের এই শুকনো খাতটা
যার নাম বানাৎ
তার ওপর তাঁরা মালা-পরা ভেড়ায় চ'ড়ে ঘুরে বেড়ান

লোকজনের চাইতে
নেকড়েদের সঙ্গেই তাঁদের খাতির ছিলো বেশি
আর সেলাম ঠুকতেন শুধু সূর্যকে
রোজ ভোরে আর সন্ধেয়

চর্বিমাখা শনের জামা
পরতেন তাঁরা
আর অভিজাত প্রভুদের চালে হেঁটে বেড়াতেন

আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাই
শুনতে যাই তাঁরা কে আর কী

শস্তের রক্ষক

ভেরশাৎস-বেওগ্রাদের ট্রেনে
এক চমৎকার বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় আমার

তিনি যাচ্ছেন তৃতীয় স্টেশনটায়

যাতে যাবার পথে
তিনি দেখে নিতে পারেন ভুট্টাখেত

খোলা জানলা দিয়ে তাকান তিনি
মাঝে-মাঝে ঘাড় নেড়ে সায় দেন

আর সবসময়েই তিনি উড়ে চলেছেন
গমের সোনালি শিশের জামা প'রে
পাকা খেতগুলোর ওপর দিয়ে

প্রথম ট্রেনেই তিনি ফিরে যাবেন ভেরশাৎস

পকেটে থাকবে একমুঠো গম
আর টুপিতে গোঁজা থাকবে গমের শিস

স্বর্গীয় ভ্রমণ

ইয়াবুকার ওপরে টিলাটায় তোলা
ফোটোতে
তুমি দেখতে পাবে আমার পার্থিব সঙ্গিনী আর আমাকে

আমরা হাত ধরাধরি ক'রে আছি
সে প'রে আছে চৌখুপি-কাটা গ্রীষ্মের জামা
আমার শার্টের আস্তিন গোটানো

আমরা পা ফেলেছি টিলার ওপর থেকে
আমাদের সামনে একই স্তরে আকাশে

তিরিশ বছর আগে-তোলা

ছবির গায়ে
তুমি দেখতেই পাবে না সে-কোন্ তারার আমরা পৌঁছে গেছি

ক্যামেরা আমাদের ধরেছিলো পেছন থেকে
তুমি আমাদের মুখ থেকে
পড়তেই পাবে না কিছু

ভেরশাৎসের রথ

মাটি আর বিশ্বজগতের আদিম সেই দেবতা আমাদের
দুই চাকার মাঝখানে খাড়া হ'য়ে উঠেছেন

তাঁর নেকড়ে-স্তব্ধতা
আর ধৈর্যের
শেষ দানাগুলো আবার কাটছেন তিনি

সূর্য তাঁর এমন খেলনা যে
তাকে ছাড়া তিনি কিছুই নন কিছুই না

টান-টান আর উদ্যত
প্রস্তুত হ'য়ে আছে তাঁর পবিত্র থাবাগুলো

আমি তাঁকে মিনতি ক'রে বলি
আবার যখন তিনি উড়ে যাবেন
দয়া ক'রে যেন মনে রাখেন আমাদের আমরা যারা ভেরশাৎসের ·

নেকড়ের কুলুজি

মরুভূমির জামির গাছের তলায়
আমার প্রপিতামহ পেয়েছিলেন
দুটি নেকড়ের ছানা

মাথায় দুই কানের মধ্যে বসিয়েছিলেন তিনি তাদের
নিয়ে এসেছিলেন নিরাপদ খোঁয়াড়ে

তাদের খাইয়েছিলেন ভেড়ার দুধ
আর শিখিয়েছিলেন
সমবয়সী ভেড়ার ছানাদের সঙ্গে খেলতে

যখন তারা সবল হ'য়ে উঠলো তিনি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের
জাম্বির গাছের তলায় সেই একই জায়গায়
আর সেখানে তাদের চুমু খেয়ে তাদের গায়ে ক্রুশ এঁকে দিয়েছিলেন তিনি

সেই ছেলেবেলা থেকে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি
কবে আমার বয়েস
আমার প্রপিতামহের সমান হবে

তাঁকে জিগেশ করবার জন্যে
ঐ নেকড়ের ছানা দুটির মধ্যে
কোন্‌টা আমি

নেকড়ের চোখ

আমার নামকরণ করা হবার আগে তারা আমাকে
ভাইদের একজনের নাম দিয়েছিলো
যাকে স্তন দিয়েছিলো নেকড়েনি

সারা জীবন দিদিমা আমাকে ডাকতেন
তাঁর মনে তৈরি হাল্কা-হল্যান্ড ড্যাচ ভাষায়
নেকড়েছানা

গোপনে-গোপনে তিনি আমাকে
খেতে দিতেন কাঁচা মাংস
যাতে আমি প্রধান নেকড়ে হ'য়ে উঠি

আমি বিশ্বাস করেছিলুম
আমার চোখগুলো জ্বলজ্বল ক'রে উঠবে
অন্ধকারে

আমার চোখ এখনও জ্বলজ্বল করে না
সম্ভবত এখনও সত্যিকার অন্ধকার
নামতে শুরু করেনি

নেকড়ের চিহ্নে

শহরের শেষ বাড়িগুলোর চৌহদ্দির মধ্যে
রাজপথের ওপর তারা ঘোড়াগুলোকে মরা দেখতে পেলো
একটা ফাঁকা গাড়িতে জোতা

আর রাজপথের পাশে এক মালবেরি গাছের তলায়
সদাগর বদলে গেলো এক শুভ্র মেষশাবকে

সারা রাত নেকড়েরা নাচলো
মানুষের গন্ধ পেয়ে
গাছটাকে ঘিরে-ঘিরে

লম্বা ল্যাজের ঐ নাচিয়েদের সঙ্গে
দর কষাকষি করা যেতো সহজেই
আমার দিদিমা আমাকে বলেন

আমি তাঁর নেকড়ে-দাঁতের দিকে তাকাই
আর চেষ্টা করি
তাঁর হাসির রোল অনুমান করতে

পেছনের বাগানে ছুটে যাই আমি
তুষারেঢাকা নাশপাতি গাছ বেয়ে উঠি
আর অভ্যাস করি নেকড়ের গর্‌গর্‌

হারানো লাল জুতো

আমার প্রপিতামহী সুলতানা উরোশেভিচ
কাঠের গামলায় ক'রে আকাশে ভেসে যেতেন
আর পাকড়ে ধরতেন বৃষ্টিবওয়া মেঘগুলোকে

নেকড়ে-মলম এবং অন্য আরো-সব জিনিশ দিয়ে
আরো-সব কত রকম
ছোটো-বড়ো অলৌকিক কাজ করতেন তিনি

তাঁর মৃত্যুর পরও
তিনি জীবিতদের কাজে-কর্মে
নাক গলাতেন

তারা তাঁকে কবর খুঁড়ে বার ক'রে আনে
সহবৎ শেখাবার জন্যে
আর আরো-ভালো ক'রে কবর দেবার জন্যে

তিনি শুয়ে রইলেন সেখানে গোলাপি-গাল
তাঁর ওকের কফিনে

এক পায়ে তিনি পরেছিলেন

একটা ছোট্ট লাল জুতো
তাতে টাটকা কাদার দাগ লেগে আছে

আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে যাবো
তাঁর সেই অন্য পাটি জুতো যেটা তিনি হারিয়েছিলেন

আমার পূর্বপুরুষের গ্রামে

একজন আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কোলাকুলি করে
একজন নেকড়ের চোখ মেলে আমার দিকে তাকায়

একজন তার টুপি খুলে নেয়
যাতে আমি তাকে ভালো ক'রে দেখতে পারি

প্রত্যেকে আমাকে শুধোয়
আমি কে তা জানো তো

অচেনা বুড়ো-বুড়িরা
ছিনিয়ে নেয়
আমার স্মৃতির ছেলেমেয়েদের নামগুলো

একজনকে আমি জিগেশ করলুম
বুড়ো বলতে পারো
পিওর্পি বুড়িমা কি
বেঁচে আছে

আরে আমিই তো সে অন্তর্জগতের কণ্ঠস্বরে
সে উত্তর দেয়

আমি তার গালে টোকা মারি আলতো
আর নীরবে তাকে অনুনয় করি আমায় ব'লে দিতে
আমিও এখন অব্দি বেঁচে আছি কি না

সুন্দর কিছুই-না

যেমন সে রোজ সন্ধ্যে হেঁটে যেতো ইয়াবুকো স্রোত ধ'রে
তেমনিভাবেই যদি তোমিয়া হেঁটে যায় আবার
আমি হয়তো সহজেই দেখা করতে পারবো তার সঙ্গে

আমি তাকে মনে করিয়ে দেবো
একজায়গায় সে লিখেছিলো
ভেরশাৎস এক সুন্দর শহর

অন্য জায়গায়
সমস্তই কিছুই-না

এই দুই বিবৃতি থেকে
একটু কায়দা খেলিয়ে
আমি হয়তো সিদ্ধান্ত করতে পারবো যে

কিছুই-না-ই সুন্দর

একটু শুভেচ্ছা থাকলে
সে মহাকবি মস্ত রসিক পুরুষ
হয়তো তা মেনে নেবে

‘রাজপথের ওপর বাড়ি’

ও

‘লৌহবিতান’

থেকে

□ 'চিরহরিৎ' থেকে

আমি রক্ষা করি

ওরা আমার দৃষ্টি
থোর দিয়ে রেখে ধুলোয়
ছিনিয়ে ছিঁড়ে নেবে আমার হাসির গোলাপি
আমার ঠোঁট থেকে

আমি রেখে দিই
আমার বুকে প্রথম বসন্ত
আমি রেখে দিই
আনন্দের প্রথম অশ্রু

ওরা আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবে
স্বাধীনতা থেকে
ওরা হাল চষবে
আমার আত্মায়

আমি রক্ষা করি
আমার চোখের মধ্যে আকাশের এই টুকরোটুকু
আমি রক্ষা করি
আমার করতলে মাটির এই টুকরোটুকু

ওরা কাটছাঁট ক'রে দেবে
আমার আনন্দের এই তরুণ বিতান
কাঠের জোয়ালে বেঁধে দেবে
আমার গানের বুলবুলদের

ওরা মোটেই পাবে না
আমার চোখের এইটুকু রোদ্দুর
ওরা কিছুতেই পাবে না
আমার করতলের এই একটুকরো রুটি

১৯৫০

সমাধিপাথর[1]

পথহীনতায়
উত্তোলিত হাত এক
করতলে শিখা
আঙুলগুলোর শিখা

দীর্ঘ আগে সে মুক্ত করেছিলো
পুরোনো দিশি সূর্যকে
বিদেশী ঘোড়ার ল্যাজে
আটকানো

আজ সে আলো ক'রে দেয়
হেঁয়ালির গুহাগুলোকে
আমার পাথরের ভুরুতে
যা প্রশ্নে-প্রশ্নে গর্ত হ'য়ে গেছে

উত্তোলিত এক হাত
নির্বাক দেখা করে আমার সঙ্গে
পথহীনতায়
আর আমাকে পথ দেখিয়ে দেয়

১৯৫২

১ বসনিয়া-হের্জেগোভিনায় অনেকগুলো সমাধিফলকে জ্যামিতিক নকশা কাটা আছে। রাদিম-লিয়ার একটি সমাধিফলকে দেখা যায় এক মানুষমূর্তি, অতিকায় তার হাত, আঙুলগুলো সামনে ছড়ানো। তাকে সূর্যের প্রতীক ব'লে গণ্য করা হয়।

শান্তি বহনকারী গান

যোদ্ধারা সাফ করছে তাদের অস্ত্রশস্ত্র
আর ফাঁক করছে লড়াইয়ের
তারা যুদ্ধ জিতেছে আগামীকাল
তারা যুদ্ধ জিতে যাবে গতকালও

গায়করা গানকে দিচ্ছে পার্বণের সুরা
মহিমার মেঘ থেকে এনে
গান বোঝে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে
নিজের কাছেই নালিশ করে

গানের মধ্যে গায়কেরা সব মূল্যবান পাথর
যোদ্ধারা এক শৌর্যময় নাগ
যা জন্ম দেয় পাথরের আর তাকে খেয়ে ফ্যালে

গানের মধ্যে গান হ'লো বাতাস
অগ্নিবহ শেষ বাতাস

যোদ্ধারা উড়ে চ'লে যায় গায়কদের সঙ্গে
মহিমার নেশামাতাল মেঘে-মেঘে
আর এমন গান ধ'রে দেয় যেটা তারা নিজেরাই শুনতে পায় না

□ দেয়াল

১

দেয়ালের সঙ্গে চোখাচোখি মোকাবিলা

আমি সুশ্রীও নই বিশ্রীও নই
আমার কোনো মুখশ্রী নেই

দেয়ালের সঙ্গে বুকে বুক ঠেকানো

আমি প্রবলও নই দুর্বলও নই
আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই

দেয়ালের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবিলা

আমি ভালোও নই খারাপও নই
আমি আছি একা

২

আমি যদি ভুঁইফোঁড় ছত্রাকও হতুম
তার অন্ধকারও ফেটে পড়তো

আমি যদি হতুম ব্যাঙের ছাতা
তার শান্তিও যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠতো

আমি যদি হতুম বিদ্যুৎশিখা
তারও ছায়া পড়তো খুবড়ে হাঁটু মুচড়ে

৩

পোড়া ঘাস

কেন তুমি জ্বালাও উজ্জ্বল
এই প্রহারকারী পাথরে

এখানে আমার তো কোনো পদক্ষেপ নেই

ফিরে যাও আকাশ
তোমার নিজের জায়গায়

কেন তুমি নীল দেখাও
মেঘের পলেস্তারার ফাঁকে-ফাঁকে

এখানে আমার তো কোনো চোখ নেই

৪

আর তুমি
বৃষ্টির চুল আর হাওয়ার কণ্ঠা নিয়ে
তুমিও ফিরে চ'লে যাও

কেন তুমি দেখা দাও আমার কাছে
চুনকাম-করা প্রজাপতির উড়ালে

এখানে আমার তো কোনো হৃদয় নেই

দেয়ালের সামনে
আমিও যে দেয়াল হ'য়ে যাই

□ স্তিয়েস্কার[1] চোখগুলো

১

কুকুর অকথ্য কুকুর
মেঘে তোর একটা চোয়াল
অন্যটা ধুলোয়
তুই গিলে ফেলেছিস যা-কিছু আমাদের ছিলো

মরণের মধ্যে হাতুড়ি পিটে যা আমরা গ'ড়ে তুলেছি
তোর টাগরার তলায়
আমাদের হাড়গোড়ের আগুনে

তোর ক্ষুধা যেন তোকেও গিলে ফ্যালে

আমরা যারা টিকে গিয়েছি নগ্ন হৃদয়ের বন্ধুরতায়
কোথাও কাউকে না-নিয়ে কোথাও কিছু না-নিয়ে
আমাদের সবকিছু গ'ড়ে তুলতে হবে আবার নতুন ক'রে

গ'ড়ে তুলতে হবে মাটি নতুন ক'রে আবার
আকাশ নতুন ক'রে আবার

কুকুর তোর চোয়াল যেন প'চে যায়

২

স্তিয়েস্কা উঠে আসে মেঘে
সূর্যখাদকের সঙ্গে যোঝে

স্তিয়েস্কা অন্ধ নিজের চারপাশে ঘোরে
তার নিজের পাড়গুলোও সে খুঁজে পায় না

১ স্তিয়েস্কা হের্সেগোভিনার এক নদী; ১৯৪৩এর মে-জুনে এখানে নাৎসিদের সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রতিরোধবাহিনীর একটা প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিলো।

৩

এখানে সব আলো ম'রে যায়
সব অর্থ থমকে চুপ ক'রে যায় থেমে যায় সব রাস্তা
এখান থেকে সেখানে শূন্যতা

আমরা জ্বালিয়েছি বিরাট সব আগুন
আমাদের ধমনীর পাকিতে

এখানে আমাদের পায়ের তলায় কোনো জমি নেই
আমাদের মাথার ওপর কোনো পাতালকুঠুরি নেই
এখান থেকে সে-কোন্‌খানে

এক অসীম পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়েছি আমরা সবাই
একমাত্র এক পদক্ষেপে
আমাদের নিজেদেরই মাথার নয়ানজুলির মধ্যে দিয়ে
বেরিয়ে পড়েছি আমাদের স্বপ্নের খাদের কিনারে

৪

স্মৃতিরেখা ব'য়ে যেতে শুরু করে তার উৎসের দিকে
সূর্যের দিকে পৃথিবীর চোখের দিকে
আর পথে কোথাও কিছু দেখতে পায়নি সে

স্মৃতিরেখা অন্ধ ফিরে আসে আমাদের অনুসরণ করবে ব'লে
সে বুঝতেই পারে না এর পরের বার সে কোথায় ব'য়ে যাবে

৫

আমাদের কাঁচা মাংস থেকে জন্ম নেয় মাটিপৃথিবী
মাটির ডেলা থেকে মাটির ডেলায় পাথরের পর পাথরে
নিশ্চয়তার পর নিশ্চয়তায়

আমাদের খ্যাপা নিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় আকাশ
প্রশান্তির পর প্রশান্তিতে তারার পর তারায়
দিগন্তের পর দিগন্তে

আমাদের শক্তি বড়ো হ'য়ে ওঠে পর্বতে নক্ষত্রগুলিতে
আমাদের ক্ষুধা বড়ো হ'য়ে ওঠে বিতানে মমতার ফুলে
আমাদের স্বাধীনতা বড়ো হ'য়ে ওঠে সীমাহীন দূর-দূরান্তে

ক্রমেই আরো আরো কিছু-একটা হ'য়ে উঠি আমরা
কিছুই-না আমাদের কাছ থেকে কোনোকিছুই ছিনিয়ে নিতে পারবে না

৬

স্মৃতিরেখা বজ্রের মতো ব'য়ে যায় আমাদের হাড়ের মধ্য দিয়ে
ব'য়ে যায় লাল-সব ফুলের মধ্য দিয়ে
আমাদের হৃৎপিণ্ডই তার সমাপ্তি
আমাদের হৃৎপিণ্ডই তার উৎস

স্মৃতিরেখা হ'য়ে ওঠে এক স্বর্ণপাখি
তার চঞ্চুতে কালো কুকুরটি

□ রাজপথের ওপর বাড়ি

১

আমাদের বাড়ি সেই রাজপথের ওপর
যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় প্রথম সূর্যের সঙ্গে শেষ সূর্যের

আমাদের সোনালিহাত কালো নিয়তিই
স্বয়ং ছিলো তার স্থপতি

মনে হয় সে ভেবেছিলো একটা আকাশ-সেতু
ভেবেছিলো সূর্যের ভারসাম্য
কিন্তু সে একটা বাড়ি হ'য়ে উঠলো

২

সেই থেকে রাজপথে সার ধ'রে বেরিয়ে এসেছে দানোরা
এসেছে আপদবাজেরা আর বজ্রনির্মাতারা
আর সূর্যব্যবসায়ীরা

বাড়ি তার সৌন্দর্য নিয়ে উধাও হ'য়ে যায়
মাটির আর আকাশের যুদ্ধের মধ্যে
অন্ধকারের দাঁতকিড়মিড়ের মধ্যে খ্যাপা চীৎকার-তোলা আলোর মধ্যে
ছাদে ক্ষুরের ধুপধাপ শব্দের মধ্যে

৩

মাঝে-মাঝে মাটি থেকে ছিটকে আলাদা হ'য়ে যায় আকাশ

বাড়ি আবার দেখা দেয় রাজপথে
দেখা দেয় তার সৌন্দর্য নিয়ে

ঠিক যেমন এক আকাশসেতু
ঠিক যেন এক সূর্যের জায়নামাজ

৪
রাজপথ তার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকে যায়
প্রথম সূর্যের সঙ্গে শেষ সূর্যের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে

শুধু কেবল হাওয়ারা
যারা বাড়ির চারপাশে চাকরি করে
পোড়া শিঙার গন্ধ তাড়িয়ে বার ক'রে দেয়

□ 'হাওয়ামোরগ' থেকে

লাল পেতলের বাজনদারেরা

—আড্রিয়ান ফান ডের স্টাই আর মার্টিন মুই-এর জন্যে

ওরা তেলরঙ মেখে বাজায়
রঙ্গকৌতুকী সাজ প'রে নেয় ওরা
কাল্পনিক সব সময়ের

আমাদের অবাধ্য সব ছেলেপুলেদের কোনো স্মৃতি নেই
নেই উত্তরাধিকার-পাওয়া কোনো পাপ
তাদের জিভে নেই কোনো মোহর

তারা গান বাজায় আমাদের তরুণ পিতামহদের
আর আরো তরুণ পিতামহীদের
আর গায় ওঠো সবাই বুভুক্ষাকাতর ছেলেমেয়ে

আর নাচে আর গান করে
আর কখনও ভয় পায় না
তারা গান বাজায় শেষেও

তাদের ঘিরে পড়তে থাকে
কাগজের বাড়িঘর
আর নতুন-গড়া
অদৃশ্য শেকলগুলো ভেঙে যায়

সোনার ভেরী

রোজ রাতে
মধ্যরাত আর বারোটার মধ্যে
তিন সমুদ্র দেখা করে পরস্পরের সঙ্গে
নগরীকে স্নান করাতে
যে-নগরীর জন্ম দিয়েছে তারা

তারা ধোয় তার দেয়াল
স্তরের পর স্তর জমি আর মশলা
আর সব কালের সব ভুল

রোজ ভোরে নগরী ঝকঝক ক'রে ওঠে
এখনকার শেষহীন নীলে
যখন সে দেখা দিয়েছিলো প্রথম ঠিক সেই মুহূর্তের মতো

আমি ফুঁ দিই সোনালি ভেরীতে
এখানে আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ দিতে
এই দশুটির জন্যে

পাথরগুলোকে প্রণয়নিবেদন

—অন্তাভিয়ো পাস্কে

কুমারী পাথরদের গর্ত থেকে
ওলমেকরা নিয়েছিলো খালি হাতেই খণ্ডপাথর
বৃষ্টির দেবতার প্রাসাদ বানাবে ব'লে

পাথরগুলোর জন্যে লালসা ছিলো ওদের

শুনেছিলো তাদের দপদপ করা ধমনী
আর গান আদর করেছিলো গান

লাঠির গায়ে আগ্নেয়শিলা বেঁধে
তারা পাথরের গর্ভে গর্ত খুঁড়েছিলো কত
আর ভ'রে দিয়েছিলো সে-সব হাড়গোড়ে

ভেজা মাটির জিহ্বায়
তারা জড়িয়ে দিয়েছিলো ক্ষতস্থান

আগুন রেখেছিলো তাদের
গরম ক'রে দিয়েছিলো পাথরের উরুগুলো
আর ঠাণ্ডা জল ছিটিয়েছিলো তাদের ওপর

প্রণয়ের এত-সব প্রমাণের পরে
পাথররা নিজেদের কাছ থেকে খুলে গিয়েছিলো
আর জন্ম দিয়েছিলো খণ্ড পাথরের যেমন আকৃতি তারা কামনা করেছিলো

□ ছোটো বাক্স

ছোটো বাক্স

ছোটো বাক্স তার প্রথম দাঁত পায়
আর তার ছোটো দৈর্ঘ
তার ছোট্ট প্রসার তার ছোট্ট শূন্যতা
আর বাকি-সব যা-যা তার আছে

ছোটো বাক্স বড়ো হ'তে থাকে
যে-দেরাজটির মধ্যে সে ছিলো
সে তখন থাকে তার মধ্যে

আর ছোটো বাক্স বড়ো হয় বড়ো আরো-বড়ো
তখন তার মধ্যে আছে ঘরটা
আর বাড়িটা আর শহর আর দেশ
আর সেই জগৎ আগে যার মধ্যে সে ছিলো

তার ছেলেবেলাকে মনে প'ড়ে যায় ছোটো বাক্সর
আর তীব্র-বিশাল কামনায়
আবার সে ছোটো বাক্স হ'য়ে যায়

তখন ছোটো বাক্সর মধ্যে
সারা জগৎ র'য়ে গেছে খুদে মাপে
সহজেই তাকে পকেটে পুরতে পারো তুমি
সহজেই চুরি করতে পারো সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারো

ছোটো বাক্সর যত্ন নাও

ছোটো বাক্সর কারিগররা

ছোটো বাক্সকে খুলো না
আকাশের টুপি খ'শে প'ড়ে যাবে তার মধ্য থেকে

কোনো কারণেই তার ডালা বন্ধ কোরো না
সে চিরন্তনতার পাজামার প্রান্ত কামড়ে ধরবে

তাকে মাটিতে ফেলো না
তার ভেতরে সূর্যের ডিমগুলো ভেঙে যাবে

তাকে শূন্যে ছুঁড়ো না
পৃথিবীর হাড়গুলো ভেঙে যাবে তার ভেতরে

তাকে হাতে ধ'রে থেকো না
তারার তাল তার মধ্যে ট'কে যাবে

কী করছো তুমি ভগবানের দোহাই
তাকে একবারও চোখের আড়াল হ'তে দিয়ো না

ছোটো বাক্সর বাসিন্দারা

ছোটো বাক্সর মধ্যে ছুঁড়ে দাও
এক পাথর
তুমি বার ক'রে আনবে এক পাখি

ছুঁড়ে দাও তোমার ছায়া
তুমি বার ক'রে আনবে সুখের জামা

ছুঁড়ে দাও তোমার বাবার শেকড়
তুমি বার ক'রে আনবে ব্রহ্মাণ্ডের চক্রনেমি

ছোটো বাক্স তোমার জন্ত কাজ করে

ছোটো বাক্সর মধ্যে ঢুঁকে দাও
এক ইঁদুর
তুমি বার ক'রে আনবে এক থরথর পাহাড়

ঢুঁকে দাও তোমার জননী মুক্তো
তুমি বার ক'রে আনবে শাশ্বত প্রাণের পেয়ালা

ঢুঁকে দাও তোমার মাথাটা
তুমি বার ক'রে আনবে দুটো

ছোটো বাক্স তোমার জন্তই কাজ করে

ছোটো বাক্সর শত্রুরা

ছোটো বাক্সর সামনে কখনও নুয়ে অভিবাদন কোরো না
সবকিছুই তার মধ্যে আছে ব'লে অনুমান
তোমার তারা আর অন্ত-সব তারা

তার শূন্ততায়
নিঃশেষ ক'রে ফ্যালো নিজেকে

দুটো নখ বার ক'রে আনো তার ভেতর থেকে
আর মালিকদের দাও তা
কামড়াতে

তার মাঝখানে একটা ছ্যাদা ক'রে দাও
আর গুঁজে দাও তোমার শিশ্ন

ভ'রে ফ্যালো তাকে নির্বাণের নকশায়
আর তার কারিগরয়ের চাবড়ায়
আর দুই পায়ে খুব ক'রে মাড়াও তাকে

তাকে বেঁধে দাও বেরালের ন্যাজে
আর তারপর তাড়া ক'রে যাও বেরালকে

ছোটো বাক্সর কাছে কখনও যেয়ো না
যদি নোও
তো জীবনে আর-কখনও নিজেকে খাড়া করতে পারবে না

ছোটো বাক্সর বলিয়া

এমনকী স্বপ্নেও
ছোটো বাক্সর সঙ্গে
মাখামাখি ফষ্টিনষ্টি কোরো না

একবার যদি তাকে দেখেছো তারায়-তারায় ভরা
তো জেগে উঠে দেখবে
বুকের মধ্যে না-আছে ধুকধুকি না-আছে আত্মা

যদি একবার তার চাবির ফোকরে
জিভ ঢুকিয়েছো
তো জেগে উঠে দেখবে তোমার কপালে এক গর্ত

একবার যদি তাকে দাঁতে কামড়ে
গুঁড়ো ক'রে ফেলেছো
তো জেগে উঠবে এক চৌকো মাথা নিয়ে

যদি একবার তাকে ফাঁকা দেখেছো
তো জেগে উঠবে
পেটভর্তি ইঁদুর আর পেরেক নিয়ে

যদি স্বপ্নেও কোনো ফষ্টিনষ্টি করো তুমি
ছোটো বাক্সর সঙ্গে
তাহ'লে বরং আর জেগে না-উঠলেই ভালো করবে

ছোটো বাক্সর বিচারকরা

— কার্ল মাক্স ওস্তোইচ্‌কে

কেন তাকিয়ে আছো ছোটো বাক্সর দিকে
যে তার শূন্যতায়
ধ'রে রেখেছে সারা জগৎ

যদি ছোটো বাক্স ধ'রে রাখে জগৎকে
তার শূন্যতায়
তবে অপজগৎ
ছোটো বাক্সকে ধ'রে রাখে তার অপহাতে

কে কামড়ে ছিঁড়বে অপজগতের অপহাতকে
আর সেই হাতে আবার আছে
পাঁচশো অপআঙুল

তোমার বত্রিশ পাটিতে
তাকে কামড়ে ছিঁড়তে পারবে
ব'লে বিশ্বাস করো বুঝি

না কি তুমি অপেক্ষা ক'রে আছো

ছোটো বাক্স কখন
উড়ে এসে ঢুকে পড়ে তোমার মুখে
এই জন্যেই কি তুমি তাকিয়ে রয়েছো

ছোটো বাক্সর বন্দীরা

খোলো ছোটো বাক্স খোলো

আমরা তোমার পশ্চাদ্দেশে চুমু খাই আর ঢেকে দিই
চাবিফোকর আর চাবি

সারা জগৎ কুঁচকে প'ড়ে আছে তোমার মধ্যে
সবকিছুর সঙ্গেই তার চেহারার মিল
শুধু নিজের সঙ্গে ছাড়া

কোনো স্বচ্ছগগন জননীও
তাকে আর চিনতে পারবে না

জং তোমার চাবি খাবে ক্রমে
খাবে আমাদের জগৎ আর ভেতরে আমাদের সবাইকে

আর শেষ পর্যন্ত তোমাকেও

আমরা চুমু খাই তোমার চারপাশ
আর চারকোণ।
আর চব্বিশটা পেরেক
আরো যা-যা তোমার আছে

খোলো ছোটো বাক্স খোলো

ছোটো বাক্সর শেষ সংবাদ

ছোটো বাক্স যে নিজের মধ্যে ধ'রে রেখেছিলো আস্ত জগৎ
নিজের প্রেমে প'ড়ে যায়
আর জন্ম দেয়
আরো-একটা ছোটো বাক্সর

ছোটো বাক্সর ছোটো বাক্সও
নিজের প্রেমে প'ড়ে যায়
আর জন্ম দেয়
আরো-একটা ছোটো বাক্সর

আর এইভাবেই চিরকাল

ছোটো বাক্সর মধ্যকার জগৎটার
থাকা উচিত ছিলো
ছোটো বাক্সর শেষ বাক্সটির ভেতরে

কিন্তু ছোটো বাক্সগুলোর ছোটো বাক্সর কেউই
তার ভেতরে নিজের প্রেমে পড়েনি
পড়বে কি তবে শেষ জন

দেখা যাক এবার তুমি জগৎটাকে পাও কোথায়

আগুন নিয়ে খেলা

ভাস্কো পোপা জন্মেছিলেন (১৯২২) উত্তর-ইউগোস্লাভিয়ার বানাৎ প্রদেশের গ্রেবেনাৎস-এ। সরকারিভাবে তিনি প্রধানত দর্শন আর ইতিহাস পড়েছিলেন বেওগ্রাদ, ভিয়েনা আর বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ; তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তাঁর বয়েস মাত্র সতেরো, আর সেই সময়ে পূর্ব-ইওরোপের ছোটো-ছোটো দেশগুলোর কাছে নাৎসি যুদ্ধের বিভীষিকা, প্রতিরোধ আন্দোলনের দুর্দম রোখ আর যাযাবর জীবনের নিত্য অনিশ্চয়তা ছাড়া আর-কোন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিলো, জানতে ইচ্ছে করে আমাদের।

ভাস্কো পোপা এখন থাকেন 'শ্বেতশহর' বেওগ্রাদে ; শুধু-যে একটি বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থারই তিনি সম্পাদক, তা নয়—সার্বীয় অ্যাকাডেমি অভ সায়ান্সেস-এরও একজন সক্রিয় সদস্য। পোপার কবিতা পৃথিবীর নানা ভাষায় তর্জমা হয়েছে—এমনকী বাংলাতেও এর আগে পোপার কোনো-কোনো কবিতা বিভিন্ন কবির অনুবাদে বেরিয়েছে। এই সংকলন অবিশ্যি বাংলায় পোপার একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেবার প্রথম চেষ্টা। এর বেশির ভাগ অনুবাদই গত দশ বছরে 'হরবোলা', 'কালপুরুষ', 'আজকালপরশু', 'অনুবাদ পত্রিকা', 'ঈগল', 'পরিচয়' ইত্যাদি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদগুলো তৈরি করার সময় বোবা ওরফে স্লবোদান স্তেপানোভিচের অবিরল সাহায্য মিলেছিলো, বোবা নিজে ইউগোস্লাভ, সার্বীয় তাঁর মাতৃভাষা, তিনি নিজে ইংরেজিতে ইভান লালিচ অনুবাদ করেছেন, অতএব অনুবাদের নানান সমস্যা তাঁর অগোচর ছিলো না। পোপার কবিতার ব্যাসকূটের জট ছাড়াতে তাঁর মন্তব্য ও আলোচনা সত্যি খুব কাজে লেগেছিলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই অনুবাদের সব দায় আমারই—কারণ আমাদের আলোচনা প্রধানত চলেছিলো ইংরেজিতে, আর এই পাঠগুলো তৈরি হয়েছে বাংলায় ; তাছাড়া পোপার ধাঁধা ও হেঁয়ালি, ক্রীড়াকৌতুক আর ব্যাসকূটের জট হয়তো সত্যি-সত্যি সব জায়গায় খোলা যায়নি। তবু আমি যতদূর-সম্ভব চেষ্টা করেছি পোপার কবিতা কীভাবে আমাদের মধ্যে কাজ ক'রে যায়, তার একটা পুরো আভাস দিতে।

১

অগ্নিপরীক্ষা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব-ইওরোপের কবিতা আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে : পোল্যাণ্ডের চেশোয়াভ মিউশ (১৯৮০তে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর কবিতার জন্যে), তাদেউশ রুজেভিচ, জ্বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট; হাঙ্গেরির ইয়ানোস পিলিন্‌স্কি, যাঁকে মনে হয় আত্তিলা ইয়োজেফ-এর সত্যিকার উত্তরসূরি; চেখোস্লোভাকিয়ার মিরোস্লাভ হোলুব, ইউগোস্লাভিয়ার ভাস্‌কো পোপা, মিয়োড্রাগ পাভলোভিচ, ইভান লালিচ — এমনি পর-পর অনেক নাম মনে প'ড়ে যাবে আমাদের। হান্স মাগনুস এন্‌ৎসেন্‌সবারগার তাঁর বিশ্বকবিতার সংগ্রহে এঁদের শুধু প্রধান স্থানই দেননি — তিনি নিজে এঁদের কবিতা আলেমান ভাষায় তর্জমাও করেছিলেন।

নাৎসি যুদ্ধের বর্বর বিভীষিকার মধ্যে যার কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে তার পক্ষে যে আর-কোনোদিনই কোনো সরল ও অপাপবিদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে যাবার জো নেই, এটা এই কবিদের সকলের লেখা প'ড়েই বোঝা যাবে। 'বল্কল' বইয়ের প্রথম কবিতা "পরিচয়"-এর মধ্যেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কী হবে তাঁর প্রধান দুশ্চিন্তা, কী তাঁর দার্শনিক ভূমিকা, কোন বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ জোট তাঁর কবিতায় নানা অর্থের সংঘর্ষণে আগুন ধরিয়ে দেবে :

আমাকে ঢাকিয়ো না তুমি আকাশের খিলান
আমি খেলছি না
কোনো পিপাসু টাগরার খিলান তুমি
আমার মাথার ওপর

অন্তরিক্ষের ফিতে
দোহাই জড়িয়ে যেয়ো না আমার পায়ে
আমাকে তুলে নিয়ে চ'লে যেয়ো না
এক জাগ্রত জিহ্বা তুমি
এক সাতচেরা জিহ্বা
আমার পদক্ষেপের তলায়
আমি যাচ্ছি না

আমার নিষ্পাপ শ্বাসপ্রশ্বাস
আমার দমআটকানো শ্বাসক্রিয়া
তোমরা আমাকে নেশাতুর ক'রে তুলো না
আমি আগে থেকেই ব'লে দিতে পারি জানোয়ারের কোণকোণ
আমি খেলছি না

শুনতে পাই চিরচেনা বজ্রের ঘা
দাঁতের ওপর দাঁতের প্রত্যাঘাত
আমার সর্বাঙ্গে টের পাই চোয়ালের আঁধার

তাতে আমার চোখ খুলে যায়
আমি দেখতে পাই

দেখতে পাই
আমি স্বপ্ন দেখছি না

চেশোয়াভ মিউশ চৌকাঠে উপুড় শুয়ে থেকে দেখেছিলেন কীভাবে নাৎসি বন্দুকের গুলি তাঁর আশপাশে রাস্তায়-দেয়ালে ছিটকে পড়ছে, ছিটকে দিচ্ছে নুড়ি-পাথর-কাচ, আর তখন তাঁর মনে হয়েছিলো কেন বেশির ভাগ কবিতাই এই পৃথিবীর বাঁচা-মরার উপযোগী নয়—এখানে আখছার মানুষই মানুষকে মারে, হানে। শ্রেণীসংঘাত, ঔপনিবেশিকতাবাদ, পুঁজিবাদের আভ্যন্তর সংকট—তার সঙ্গে বেশির ভাগ কবিতারই কোনো সম্পর্ক নেই ব'লে তাঁর মনে হয়েছিলো।

আর তাই তাঁদের কবিতা যেন কবিতারই এক অগ্নিপরীক্ষা—এঁরা যেন হাতে তুলে যাচাই ক'রে দেখতে চাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের কবিতা কতখানি জীবনের যোগ্য, কতটুকু খাঁটি। কী সেই পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক টান ও আততি তাঁদের অভিনিবেশ, দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলী গ'ড়ে দিয়েছে, তা এখন বুঝতে-পারা কারু পক্ষেই মোটেই শক্ত নয়। সভ্যতার সব বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার জটলার মধ্যে সত্যি কী ঘ'টে চলেছে, অন্য অনেক দেশে খুব সচেতন ও সজাগ না-হ'লে কবিরা তার ভাঙাচোরা তেড়াবাঁকা কতগুলো আভাসই শুধু পান, কিন্তু পূর্ব-ইওরোপের দেশগুলোর কবিদের বাঁচতে হয়েছে তারই মধ্যে—এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ না-হ'য়ে তাঁদের উপায় ছিলো না। তাদেউশ রুজেভিচ তাঁর একটা ছোট্ট কবিতায় এটাই চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন :

ছিলো তারা কত সুখী
অতীতের যত কবি
কী বৃহৎ গাছ যেন এ-জগৎ
আর তারা শিশু সবাই

কী ঝোলাবো বলো তুমি
এ-গাছের ডালে-ডালে
তারই তো চূড়ায় লোহার মুকুল
ঝরেছে বাদলতালে

ছিলো তারা সবাই সুখী
অতীতের যত কবি
গাছটিকে ঘিরে নেচে অস্থির
তারা যেন শিশু সবাই

কী ঝোলাবো বলো তুমি
এ-গাছের ডালে-ডালে
শিকড় পোড়া, সে নয় কোনো তোড়া
ছন্দ-সুরের-তালের

ছিলো তারা সবাই সুখী
অতীতের যত কবি
ওকের পাতায় হিন্দোলে তার
গান গেয়েছিলো সবাই

অথচ এ-গাছ রাতে
মড়মড় ক'রে ওঠে
যেহেতু অধীর শরীর ঝুললো
ডাল থেকে সংকটে

সম্ভাবনা ছিলো, যেমন হয়েছে শুধু অতীতে নয় এখনকার পশ্চিম-ইওরোপেই, কবিতা এর মধ্যে হ'য়ে উঠবে হতাশ, উদ্ভট, কিমাকার, অর্থহীনতায় ভরপুর, হাল-ছেড়ে-দেয়া। সম্ভাবনা ছিলো, যেমন ভেবেছেন কিমিতিবাদী বা অস্তিত্ব-বাদীদের একটা দল, এটা ইতিহাসের সংকট নয়—জীবনেরই সংকট। কিন্তু সব

বিভীষিকা সব আতঙ্ক সত্ত্বেও ঠিক তার উলটোটাই হয়েছে পূর্ব-ইওরোপে। এই কবিদের কবিতা হ'য়ে উঠেছে সাহসী—এমনকী দুঃসাহসী—স্পর্ধায় অহমিকায় টান-টান—আর তাই অনেক বেশি মানবিক—অনেক বেশি সজীব ও সজাগ সত্তা। নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, বিশ্লেষণপ্রিয়, দূর-থেকে-দেখা কোনো ব্যাপার নয়, যেহেতু তাঁদের বাঁচতে হয়েছে সর্বনাশের ঠিক মাঝখানে; দেশের মানুষের সব দুঃস্বপ্নের সব অভিজ্ঞতার শরিক তাঁরা—আর তাই এই কবিতা সারা দেশের তিক্তবিতিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে হাঁ-ধর্মী সৃজনশীল সাড়া। তার ফলে নিছক প্রাতিস্বিকতার ঘোরপ্যাঁচে এ পথ হারায় না, ঘুরপাক খায় না অহংসর্বস্ব চৈতন্যের চোরাবালিতে—এর আড়ালে দেখা যায় সারা দেশ ও দেশের মানুষের চেতনা। সাধারণ মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে, তার সব আবেগ ও অনুভূতি দপদপ করতে থাকে কবিতায়: কবিতার 'আমি' হ'য়ে ওঠে,—না, কোনো একবচন নয়,—বহুবচন—ঐক্যবদ্ধ বহুর কণ্ঠস্বর। মানুষ কষ্ট পায়, জখম হ'য়ে আছে রক্তাক্ত, দেশ ছিন্ন-ভিন্ন, বিদেশীর পদানত—কিন্তু ইতিহাসের এই অধ্যায়েই ইতিহাসের শেষ নয়, এরও মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। সে বিভ্রমের শিকার কখনও, সে এত দুর্বল ভঙ্গুর পলকা যে নিমেষে চুরমার হ'য়ে যেতে পারে, এমনকী সাময়িক দ্বিধা-সন্দেহ অনিশ্চয়ের কবলে সে অস্থির দোলে—কিন্তু তবু সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকতেই চায়। এই উৎকাঙ্ক্ষাই তার সবচেয়ে মূল্যবান—কিংবা হয়তো একমাত্র—প্রচেষ্টা। সে জেনে নিতে চায় এই বিশ্বরচনার ভেতর তার স্থান কী, কোথায় এবং কেন। এটাই বিভীষিকার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। কিন্তু গলার স্বর খাদে নামানো, সবকিছু যেন কমিয়ে বলা—অথচ তবু এখন—এখনই—ঋষি, মনীষী, দিশারী—সময়ের চোরাবালির আবর্ত ও বিপরীত টানের মধ্যে প্রবক্তার মতো নিশানা স্থির ক'রে রেখেছে অবিচল। সমস্ত বিভীষিকা ও বর্বরতা সম্বন্ধে সজাগ ব'লেই জগৎ সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা বিভ্রম বা মোহ নেই আর, কিন্তু তাই ব'লে মোটেই ছিদ্রান্বেষী দুর্মুখ বিশ্বনিন্দুক নয়—বরং বেদনার-মমতার-অনুকম্পার গরীয়ান স্পন্দন ও বোধ এখনও অটুট। সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কোনো জন্তুর মতো দেয়ালে পিঠ-ঠেকানো এক সরল সাহস তাঁদের রচনায় গর্ব ও গরিমা এনে দিয়েছে। কষ্ট পেয়েছে অস্তিত্বের সবকিছুই: হাত-পা-মুখ-কান-চুল-শরীর আর আত্মা—কিন্তু তাই ব'লে এই কবিতা কিছুই হারিয়ে ফেলতে বিকিয়ে দিতে নারাজ; নিজের কাছেই অচেনা হ'য়ে গিয়ে আত্মবিচ্ছিন্নতাবাদীর ভঙ্গিমা ও কণ্ঠস্বর সে কিছুতেই বেছে নেবে না। আর তাই:

কোনো ভবঘুরের চেয়ে ঢের বেশি স্বাধীন, যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো। কোনো উধ্ব'চর ঘূর্ণিবর্তের চেয়েও অনেকবেশি স্বাধীন একজন গ্রহযাত্রী।

[না-হ'লে] কবিতা না-লিখে ঘেউ-ঘেউ করলেই মানাতো বেশি—কিংবা নাম রাখলিতো অথবা থাবার না-থেকে থাকা যেতো কুকুরোপীর আশ্রয়ে—

বলতে পেরেছেন মিরোস্লাভ হোলুব।

আর তাই দেশপ্রেম হ'য়ে উঠতে পারে তাঁদের কবিতার বিষয়। একসময়ে পশ্চিম-ইওরোপ আমাদের ভজিয়েছিলো, তারা যখন উপনিবেশগুলো দাবিয়ে রাখছে পায়ের তলায় বিশেষ ক'রে তখন, যে দেশপ্রেম কবিতার বিষয় হয় না আর। সে নাকি খর্ব ক'রে আনে বিশ্বমানবকে, তাকে বন্দী ক'রে রাখে সংকীর্ণ অমানবিক কোনো গণ্ডির মধ্যে! যেন দেশপ্রেমের সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে বিশ্বের! যেন শেকড় যদি না-ই জানা থাকে, তবেই আমরা হ'য়ে উঠবো বিশ্বনাগরিক! কিন্তু 'কোনো ভবঘুরের চেয়ে ঢের বেশি স্বাধীন, যে ম্যারাথনে দৌড়েছিলো'। ম্যারাথনে দৌড়েছিলো, দেশ বাঁচাবার জন্যে। এঁদের কবিতা, তাই, এই ম্যারাথন দৌড়েরই অন্য-এক, আধুনিক, মরীয়া সংস্করণ।

বয়ঃসন্ধি কেটেছিলো যুদ্ধে, আর পরিচয় ছিলো পরাবাস্তব কবিতার সঙ্গে, আর নাৎসিরা লক্ষ-লক্ষ লোককে পাঠিয়েছিলো নির্যাতনশিবিরে, গ্যাসপ্রকোষ্ঠে, বিদ্যুতাহত কাঁটাতারের বেড়ায়। এটাই সেই অঙ্ক, যা এই কবিতাকে তৈরি ক'রে দিয়েছে, তৈরি ক'রে দিয়েছে এই ম্যারাথন দৌড়। অশভিয়েৎশিম বা আউশভিচ নির্যাতনশিবিরে গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি কোনো ঘরে হাজার-হাজার চশমা, কোথাও-বা বাচ্চাদের পায়ের মখমলের বা নরম চামড়ার জুতোর পাহাড়, কোথাও আছে মানুষের চর্বি দিয়ে তৈরি-করা সাবান, মানুষের চামড়ায় তৈরি শামাদানের ঢাকা, মানুষের চামড়ার পার্চমেণ্টে ছাপানো 'লোহেনগ্রিন' অপেরা অথবা মানুষের চুল দিয়ে তৈরি ঝাড়ন; দেখেছি গ্যাসে মরতে যাবার আগে সেই মানুষই—ছোটো-বড়ো কিশোর-কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—এঁকেছে ছবি, লিখেছে গান-কবিতা। তারপরে কতদিন আমি ঘুমোতে পেরেছি কি পারিনি, সে-প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু যাঁদের কৈশোর বা প্রথম যৌবন কেটেছে এরই মধ্যে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রোজ যাঁরা দেখেছেন হাতে নীল উলকি দেগে মানুষকে কী ক'রে সংখ্যায় পরিণত ক'রে দেয়া হয়েছে, রোজ যাঁরা দেখেছেন চেনা-অচেনা মানুষের মরণ, রোজ যাঁরা অপেক্ষা করেছেন কখন আসে নিজের পালা, তাঁদের চিন্তার গড়ন ও ভাবনার ভঙ্গি যে কেমন হবে, সেটা হয়তো

সাতকাহন জল্পনারও বিষয় নয় আর। কিয়েরোকের দস্তয়েভস্কি কীভাবে কারাফিং কোয়াচের শাসনে থেকে উদ্ভ্রান্ত ফিরে এসেছিলেন হিস্টিরিয়া নিয়ে, আর কী-ভাবে সেই চিরজাগরূক স্মৃতি তাঁর রচনায় আলাদা তাৎপর্য ও মাত্রা যোগ ক'রে দিয়েছিলো, তা নিয়ে আমরা বিস্তর মাতামাতি করেছি, এমনকী রায় জন্মাবার আগে রায়ের পালা গাইবার মতো তাঁকে বানিয়ে দিয়েছি অস্তিত্ববাদীদের জন্মেরও আগে তাদেরই এক মহান প্রবক্তা, সযত্নে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি (অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত) তাঁর রচনার রাজনৈতিক তীব্রতা ও অস্থিরতা। গোয়েব্-বেলস-এর যে-সহযোগী মার্টিন হাইডেগার তৈরি করেছিলো কিম্বিতিবাদের এই উদ্দেশ্যমূলক দর্শন, আমরা দস্তয়েভস্কিকে বানিয়ে দিয়েছি তারই পূর্বসূরি। এই কবিদের বেলায় কিন্তু হাজার চেষ্টা ক'রেও আমরা হাইডেগারি অস্তিত্ববাদের সংযোগ বার করতে পারবো না। মানুষকে কী করেছে অন্য মানুষ, মানুষকে কী করেছে মানুষেরই গড়া অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-শ্রেণী, মানুষকে কী করেছে মানুষের ইতিহাস, সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকেই তাঁরা ধ'রে রাখতে চেয়েছেন কবিতায়। এই বিধ্বস্ত, মুমূর্ষু, ছিন্নভিন্ন বেদনাযন্ত্রণাকে তাঁরা পেরিয়েও যেতে চেয়েছেন তাঁদের রচনায়, আর তার ফলে কবিতার মধ্যে এমন-এক পরিস্থিতি, পক্ষপাত, আর দীনতার বোধ এনে দিয়েছেন যে তা যেন পুরোপুরি নতুন-একটা-কিছু হ'য়ে উঠেছে। 'যেন' এইজন্যে যে পুরোপুরি নতুন-কিছু আকাশ থেকে আচমকা বা রাতারাতি খ'শে পড়ে না, তার পেছনে প্রস্তুতি থাকে অনেক দিনের। এঁদের রচনাভঙ্গির পেছনে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে কেমনভাবে এঁরা সাড়া দিয়েছেন পরাবাস্তববাদে—কিংবা আরো অনেক কবি (সেসার ভায়েহো, এমে সেজেয়ার যেমন) অন্য দেশে কীভাবে বদ্‌লে দিতে পেরেছেন পশ্চিমী কবিতার ধরন, অথবা শুদ্ধ কবিতার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছেন প্রতিবাদ ও জেহাদ। আর তারই মধ্যে অশুদ্ধ কবিতার মধ্যে, গ'ড়ে তুলেছেন অন্য ধরনের শুদ্ধতা, সজাগ, সচেতন, অঙ্গীকারদৃপ্ত।

ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন চিলির কবি পাবলো নেরুদা, যখন তিনি তাঁর ইশতেহার লিখেছিলেন 'অ-শুদ্ধ কবিতার দিকে':

> দিনে-রাতে এমন কোনো-কোনো প্রহর আসে যখন বিশ্রামরত বস্তুপৃথিবীকে কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখে নেয়া ভালো। সেইসব চাকা, যারা দীর্ঘ ধূলিধূসর দূরত্ব পেরিয়ে এসেছিলো তাদের যাবতীয় খনিজ আর উদ্ভিজ্জের বোঝা নিয়ে, নিয়ে এসেছিলো কয়লার বস্তা, পিপে আর ঝুড়ি ছুতোরের হাতল আর করাতের বাঁট—সবই—, তাদের মধ্য থেকেই মাটির সঙ্গে মানুষের

বণিকতার প্রবাহ ব'য়ে যায়, সব খাতাবাবুর উদ্ভ্রান্ত গীতিকবির রচনার মতো। কোনোকিছুর ব্যবহৃত উপরতল, হাত যেভাবে ক্ষয় মাখিয়ে দেয় বস্তুর চারপাশে, আর এই সবকিছুরই হাব-ভাব ধরনধারণ — কখনো-বা করুণ কখনো-বা বিধুর — সবকিছুই জগতের বাস্তবতার গায়ে এমন-এক অদ্ভুত মায়া মাখিয়ে দেয় যাকে কখনোই শস্তা বা সুলভ ব'লে ভাবলে চলবে না।

তারই মধ্যে কেউ দেখে নিতে পারবে মানুষী দশার তালগোলপাকানো অশুদ্ধতা, দাগধরা ছাতাপড়া নোংরামি, জিনিশপত্রের জটপাকানো সমাবেশ, নানাকিছুর ব্যবহার ও অপব্যবহার — এমনকী ছুবাবকার, পায়ের ছাপ, হাতের ছাপ, সব কলকব্জাকেই যে মানুষ ভেতরে-বাইরে ছাড়িয়ে ফেলেছে তারই স্থায়ী উপস্থিতি।

আমরা যার খোঁজে বেরিয়েছি, এ হ'য়ে উঠুক সেই কবিতা: হাতেরই দাপটে আর বাধ্যতায় ক্ষ'য়ে-যাওয়া, যেন অ্যাসিডে ক্ষ'য়ে গিয়েছে, ঘামে জবজবে, ধোঁয়ায় ভরপুর, ফুলের আর পেচ্ছাবের গন্ধে ভরা, যে-সব বৃত্তি আর পেশায় আমরা বাঁচি তার চাপে বহুবিচিত্র দিকে ছিটকে-পড়া, — আইনকানুনের পাল্লায় যেমন, তেমনি তার নাগালেরও বাইরে।

যে-জামাকাপড় আমরা পরি, কিংবা আমাদের শরীরটাই যেমন, ঝোলের দাগে ভরা, আমাদেরই লজ্জালাগানো কাজেকর্মের দাগধরা, আমাদের সব ভাঁজ, সজাগ প্রহরা আর স্বপ্ন, সব দেখাশুনো আর সব ভবিষ্যৎবাণী, ঘৃণার বা প্রণয়ের ঘোষণা, সব রাখালিয়া আর পশুপ্রাণী, মুখোমুখি হবার আকস্মিক চমক, রাজনৈতিক আনুগত্য অস্বীকৃতি আর দ্বিধাসন্দেহ, স্বীকৃতি আর নজরানায় ভরাট এক কবিতা।

প্রেমের গানের সব দিব্য অনুশাসন ও বিভা, স্পর্শ ঘ্রাণ দৃশ্য স্বাদ শ্রুতির অমোঘ আদেশ, ন্যায়বিচার, যৌনকামনা, সিন্ধুধ্বনির সংরাগ — কোনোকিছুই স্বেচ্ছায় গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান নয়: প্রণয়ে ইন্দ্রিয়মত্ততায় বস্তুর গভীর ভেদন, এক নিখুঁত কবিতা — পায়রার পায়ের আঁচড়কাটা, বরফপড়া, দাঁত বসানো, আমাদের ঘামের ফোঁটা আর খুন আর ব্যবহারের হালকা কামড়-বসানো, হয়তো-বা। যতক্ষণ-না বিরতিহীন বেজে-ওঠা যন্ত্র আমাদের কাছে নিংড়ে নিয়ে আসে সান্ত্বনার উপরিতলগুলো, আর কাঠ খুলে দেখায় যন্ত্রপাতির অহমিকায় কাঁটা-লাগানো ভদ্রতা। মুকুল আর জল আর যবের শীস একটা দুর্লভ সংগতিরই শরিক — ধনস্তকপ্রদর্শনের বৈভবময় আবেদন।

কেউ যেন তাদের ভুলে না-যায়: হতাশ মনখারাপভাব, সাবেকি সেই স্যাঁৎসেঁতে উচ্ছ্বাস, নোংরা আর অম্লান, আশ্চর্য সেই জাতের সব ফলমূল স্মৃতি যাদের হারিয়ে রিক্ত, তীব্র উন্মাদনার মুহূর্তে যা ফেলে ছড়িয়ে দিয়েছিলো কেউ, — চাঁদের আলো, ঘনায়মান অন্ধকারে কোনো মরাল, সব ছাতাপড়া আদরের বুলি: নিশ্চয়ই তাও কবিরই উপলক্ষ, জরুরি আর পরম।

যারা জিনিশপত্রের বস্তুপৃথিবীর 'কুরুচি' এড়িয়ে চলে, তারা মুখ থুবড়ে পড়বেই বরফে।

অ-শুদ্ধ কবিতা সম্বন্ধে নেরুদার এই ধারণা তা-ই মেনে নেয় এই সত্য: 'কবিতায় সবকিছুই চলে, যা তোমার খুশি, তবে দেখতে হবে তা যেন সাদা পাতার চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়।' অর্থাৎ: কবিতার মুক্তি বর্জনে নয়, গ্রহণে, প্রত্যাখ্যান

কথিকে সাজে না। কিন্তু সবকিছুকে কবিতায় এঁটে দেয়া চাই বললেই সকল সময় সেটা সম্ভব হয় না—প্রগাঢ় ইচ্ছা আর অনুশীলন সত্ত্বেও সেটা সম্ভব হয় না—কেননা কবিতাকে কাজ করতে হয় ভাষায়, প্রচলের আর অভ্যাসের নিগড়ে যা বন্দী। কিন্তু প্রশ্নও ওঠে : 'বন্দী, জেগে আছো ?,' 'ভাষা, তুমি জানো কীভাবে, সব ছোঁয়া যায়, খুলে দেখানো যায়', এই সর্বনাশের মুখোমুখি কী ক'রে ভাষা শেখায় বন্দীশিবির ও নির্যাতনপ্রকোষ্ঠকে আঘাত হানবার যথোচিত প্রস্তুতি ও উদ্দীপনা ?

আর প্রশ্ন থেকেই কবিতা হ'য়ে ওঠে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষামূলক : বাস্তব-ঘনিষ্ঠ স্বাধীনতা নিয়ে যেভাবে তাঁরা হাৎড়ে ভাখেন, সন্ধান চালান, গভীরে ঢোকেন—তাতে মনে হয় ভেতরে-বাইরে কী ঘটছে তা এতই খোলামেলা, এমন অসহায়ভাবে উন্মোচিত, যে আমরা যেন পুরো প্রক্রিয়াটাকেই চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি সামনে, প'ড়ে ফেলতে পারছি তার সব সংহিতা, সংকেত ও গূঢ়লেখ। যা-কিছু কষ্ট দেয়, ব্যথা পাওয়ায়, জরুরি মূল খবরগুলো দেয়, তাকে কোথাও কোনো দুর্ভেদ্য ও দুর্বোধ্য বাক্সের ভেতর বন্ধ ক'রে রাখবার কোনো চেষ্টা তো নেইই, বরং উলটোটাই আছে—আছে দুর্বোধ্যতার বিরুদ্ধে এক সতর্ক প্রতিরোধ ও প্রত্যাখ্যান, যাতে কবিতার শব্দ, ভাষা, চিত্রকল্প তার নিজের আবর্তে পাকড়ে ফেলে কলেছাটা, কলেতৈরি কোনো জিনিশ তৈরি ক'রে না-দেয়—কেননা সত্যমিথ্যা আসল-নকল চেনা-অচেনার সীমারেখায় প্রখর সজাগ পাহারায় আছে বিবেক। আর সেই অর্থে কবিতা হ'য়ে ওঠে এক নৈতিক নিশিজাগর। যে-লোক মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছে, সে-ই জানে বেঁচে থাকার মানে কী : তার আছে অন্য অনুভব, অন্য উপলব্ধি ; কোনো ভান, কোনো বুজরুকি বা ধাপ্পা, কোনো ছল কৌশল আর তার চাই না। আর এই অসহায় কাতর দশা আভরণ-বিহীন ক'রে তোলে উক্তি ও উচ্চারণ, বাদ প'ড়ে যায় অলংকার বিশেষণ, তৈরি-করা বাক্‌বিভূতি। নির্মম দুঃসহ অভিজ্ঞতাকে বদলাতে চাইবার উৎকাঙ্ক্ষা আর অঙ্গীকার আছে ব'লেই কোনো মেকি বা জাল জিনিশ রচনা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। স্তব্ধতাকে পুরোপুরি চুরমার ক'রে না-ফেলে কেমন ক'রে তৈরি করা যায় শ্রাব্য তাৎপর্য, তারই রণকৌশল এটা : জীবন্ত সব অস্ফুট সংকেত-চিহ্নকে নিয়ে সামগ্রিকভাবে নেড়ে-চেড়ে দেখার চেষ্টা, বারে-বারে নেড়ে দেখার চেষ্টা যাতে কোনো ভুল না-হয় ; কিন্তু তার ফলে কোনো চরম বা শেষ উপলব্ধির আশাও আর থাকে না—এ হ'য়ে ওঠে এক বিরামহীন সন্ধান। আলতোভাবে

আলগোছে এপাশ-ওপাশ ইতস্তত সরিয়ে রাখা হয় সবকিছু — আর না-ধর্মীদের বোধবিবেকের পিতুন জগতে আস্তে-আস্তে তৈরি ক'রে তোলা হয় স্নেহ-মায়া মমতার এক বিপুল হাঁ-ধর্মী প্রতিরোধব্যবস্থা।

আসলে কবি ও কবিতার সংজ্ঞার্থই বদলে যায় তাঁদের রচনায়, এই নতুন-কিছুর মধ্যে। চিলিয়ই কবি নিকানোর পার্‌রা যেমন বলেছিলেন, 'কবি কোনো সোনা-করা জাদুকর নয়', সে কথা বলে রোজকার ভাষায়, রোজকার শব্দে — কোনো গুহ্যমন্ত্রে বা সাধ্যভাষায় নয়। কবিতা তো কোনো বিলাসসামগ্রী নয়, যে, তাকে ছাড়াও বেঁচে থাকা যাবে। অথচ

কবিতা হ'য়ে উঠেছিলো এক তুলকালাম সর্বনাশ
হাতফেরতা পরাবাস্তবতা
তিনহাত ধোয়া অবক্ষয়
ভিখেষণের কবিতা
নাকি স্বরের ঘড়ঘড়ে কবিতা
খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারী কবিতা
বই থেকে টুকে-দেয়া কবিতা
শব্দের বিপ্লবের ওপর নির্ভর-করা কবিতা —
কিন্তু আসলে
কবিতাকে তো উঠে আসতে হয় চিন্তার বিপ্লবের মধ্য থেকে —
অন্তহীন ঘূর্ণির আর কুয়োর কবিতা [থাকে]
শুধু আধডজন নির্বাচিত পাঠকের জন্যে

কবিতার সর্বনাশকে এইভাবেই দেখিয়েছেন সব রোগলক্ষণসমেত নিকানোর পার্‌রা। আর সেইজন্যেই তাদেউশ রুজেভিচ বলেন :

আমার কবিতাকে আমি তীব্র সন্দেহের চোখে দেখি। আমি তাদের গ'ড়ে তুলেছি শব্দের ধ্বংস্তিপড়ন্তি থেকে, ধ্বংস-থেকে-উদ্ধার-করা শব্দ থেকে, মন-না-মাতানো শব্দ থেকে — যে-সব শব্দ আমি কুড়িয়ে এনেছি বিশাল-এক আস্তাকুড়, বিশাল-এক গোরস্থান থেকে।

যত জটিল, যত অলংকারবহুল, যত তাকলাগানো হবে কবিতার বহিরঙ্গ, ততই সন্দেহ-জনক হ'য়ে উঠবে তার অভ্যন্তর, গীতিকবিতার ঘটনা ও সুর, কবি যে-সব অলংকার দিয়ে কবিতাটি সাজিয়ে দিয়েছেন, তাকে ভেদ ক'রে সে ভেতরে যেতে পারবে না কিছুতেই। একটা স্তরে এসে চিত্রকল্পরচনার সব কলাকৌশলই অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায় — যদিও সে আগেভাগেই ধ'রে নেয় যে এর পেছনে আছে বিপুল-এক সংস্কৃতি, অধ্যবসায়, মৌলিকতা এবং আরো কত-কত গুণপনা, আমাদের সমালোচকেরা যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ আমার, তাই, মনে হয় কোনো কবি আর তাঁর পাঠকের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি চমৎকার সাজিশি করে ব'সে থাকে ভাবা হয় সেই

রূপক ও উৎপ্রেক্ষার পেশাটা আসলে বিষম সন্দেহজনক। কবিতাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে ভ'রে দেবার জন্যেই কবি ব্যবহার করেন চিত্রকল্প। চিত্রকল্প, অতএব, যোগাযোগ, যেখানে অনুভূতির সব ক্রিয়াকলাপ সরাসরি নিজেকে উন্মোচিত করা থেকে বিরত থাকে ; যেখানে তারা আচমকা দেখা দেয় তাদের দ্ব্যর্থহীন, সার্বত্রিকতা নিয়ে আর পাঠকের মুখোমুখি হবার জন্যে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রে থাকে। চিত্রকল্প, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, তাহ'লে, গতি বাড়িয়ে দেয় না, বরং কবিতার মূল অর্থের সঙ্গে পাঠকের দেখা-হওয়াটাকে বিলম্বিত ক'রে দেয়।...এটা আমি বুঝতে পারি না কবিতা কেন বেঁচে থাকবে যখন যাঁরা সে-কবিতা লিখেছেন তাঁরা কবেই ম'রে ভূত হ'য়ে গেছেন। আমি কবুল করছি, আমার কবিতার একটা আশ্রয় আর উদ্দীপনা হ'লো কবিতা সম্বন্ধে বিষম বিরক্তি ও বিরাগ। আমি যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, তা হ'লো জগৎ শেষ হবার পরেও কবিতা কেন বেঁচে আছে, যেন কিছুই ঘটেনি এইভাব ক'রে।

কিন্তু রুজেভিচ যে-কবিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, সে হ'লো এক বিশেষ ধরনের কবিতা, পশ্চিম যাকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাড়াবাড়িরকম প্রশ্রয় ও বাহবা দিয়ে এসেছে। আউশভিচে, বেলসেনে, বুখেনভাল্‌ডেও যে জগৎ শেষ হ'য়ে যায়নি তার প্রমাণ রুজেভিচেরই নিজের কবিতা—যাকে তিনি পশ্চিমী অর্থে কবিতা বলতে নারাজ। কেন এই বিরোধিতা আর বিরাগ, সেটা জ্‌বিগ্‌নিয়েভ হেরবের্ট খুলে বলেছেন এইভাবে, তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে :

কবি সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা হ'লো তিনি এমন-একজন মানুষ যিনি তাঁর ক্ষত খুলে দেখান সর্বসমক্ষে, ফুঁপিয়ে নাকি সুরে নালিশের ভঙ্গিতে বলেন নিজের অসুখ ; শৈলী আর সাহিত্যরুচির বিস্তর বদল ঘ'টে-যাওয়া সত্ত্বেও আজও এ-মতটার অনেক অনুগত ও বশংবদ ভক্ত আছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন শিল্পীর যেন আত্মকেন্দ্রিক হবার একটা ঐশী অধিকার আছে—তাঁর নিজের যন্ত্রণাময় অহং যেন সকলের কাছেই প্রদর্শন করার যোগ্য, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। সাহিত্যের যদি কোনো স্কুল থাকতো, তবে সে নিশ্চয়ই সব আগে বলতো, কোনোকিছুকে—বস্তুকে—স্পষ্টভাবে বর্ণনা ক'রে দিতে—ব্যথাকে নয়। কবির অহং-এর বাইরে ছড়িয়ে আছে ভিন্ন, অস্পষ্ট কিন্তু সত্যিকার এক বিপুল জগৎ। এই পৃথিবীটাকে যে আমরা ভাষাতেই ধরতে পারি, তার একটা ন্যায্য বিচার করতে পারি, এ-বিশ্বাসটা কারুই হারানো উচিত নয়।...কবিতা যদি কেবল কথাসর্বস্ব কোনো শিল্প হয়, তবে সে আমার কাছে দারুণ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ঠেকে। ...আমি-যে ইতিহাসের দিকে ফিরি তা আশা-প্রত্যাশার পাঠ নেবো ব'লে নয়—আমার অভিজ্ঞতাকে অন্য মানুষের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে, আমার নিজের জন্যে এমন-কিছু জিতে নেবার জন্যে, যাকে আমি বলতে পারি এক বিশ্বজনীন করুণা ও সহানুভূতির বোধ—আর একটা দায় মেনে নেবার জন্যেও—মানুষী বিবেকের দশা-দুরবস্থার জন্যে একটা দায়িত্বের বোধ অর্জন করবার জন্যে।

এই বিশ্বজনীনতার মানে কিন্তু এটা নয় যে সব একছাঁচে ঢালাই হ'য়ে যাবে, যেমন বলে প্রকৌশল। আজ যে কবিতার ভাষায় একটা পোশাকি বিশ্বজনীনতার দিকে ঝোঁক, সেটা আসলে এই পণ্যভোগী প্রকৌশলবাদী বিশ্বে সব পণ্যেরই একটা কৃত্রিম মান তৈরি ক'রে দেবার লক্ষণ—সমস্তটা যেমন দেখিয়েছেন মিরোস্লাভ পাভলোভিচ। অর্থাৎ: কোনো ছকে-বাঁধা, তৈরি-করা, কৃত্রিম ও পোশাকি ভাষাবিপ্লব নয়, যদি কবিতাকে যথার্থ ও খাঁটি হ'য়ে উঠতে হয়, তবে তাকে উৎসারিত হ'তে হবে অনুভূতিদেশ থেকে, চিন্তার বিপ্লব থেকে—বিশ্বজনীন কিছু যদি থাকে, তবে তা আছে এই ইতিহাসের এই বিবরগুলিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ধ্বস্ত অনুভূতির উক্তি ও উচ্চারণে, যেটা নিঃসৃত হ'তে পারে চিন্তার ওলোটপালোট কোনো বিপ্লবেই। সেই জন্যেই চেনা পৃথিবী যদি বিষময় হয়, তবে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে প্রতি-পৃথিবী, অচেনা পৃথিবী, কোনো আকাঙ্ক্ষিত ও ভাবী সত্য জগৎ—যেমন বলেছেন আন্দ্রেই ভোজনেসেন্‌স্কি:

প্রতিপৃথিবীরা সবাই বাঁচুক। খুব জেনেই জোরে
তারাই খা মারে ইঁদুরের ছুটে, অভ্যাসের নিগড়ে।
কাউকে চালাক যদি হ'তে হয়, অন্যেরা হবে হাঁদা।
মরুভূমি নেই? ওয়েসিসও নেই। এই চক্রেতে বাঁধা।
স্বাঁলোকেরা নেই—আছে শুধু ঐ প্রতিপুরুষের দল,
প্রতিযন্ত্রেরা গ'র্জে কাঁপায় সমস্ত জঙ্গল··

রাশিয়া সমেত পূর্ব-ইওরোপের কবিতা তাই প্রতিপৃথিবীর উৎকাঙ্ক্ষার কবিতা, যা প্রতি-কবিতা। আর এটাই এই সর্বনেশে ভাঙন, অবক্ষয়, অপচয়ের মধ্যে এক রিক্ত কিন্তু সুকঠোর প্রতিরোধব্যবস্থা—যেখানে রিক্ততাও ভ'রে ওঠে চকিত প্রতিরিক্ততায়, দীপ্ত অঙ্গীকারে। তাই লিরিকের মধ্যে এসে পড়ে এপিকের আভাস, ব্যক্তির আর্তি হ'য়ে ওঠে সারা দেশের সারা জাতির আকৃতি—আর কমিক তার মধ্যে হানে ভাঙনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত।

...

২

খেলার দুঃসাহস

আর এই দুর্জয় প্রতিরোধব্যবস্থাকে সর্বাঙ্গীন্ ক'রে তোলবার জন্যেই তার চারপাশে কৌতুকপরিহাসের এক পরিখা রচনা ক'রে দেন ভাস্কো পোপা। দীপ্তি-

কবিতার আরম্ভনে কৌতুক-পরিহাসের এমন-এক অবয়ুখর শৈলী, যেখানে সম্মান করা যায় মানবতাকেই।

সভ্যতা এতকাল ধ'রে জেনে না-জেনে কী জড়ো ক'রে রেখেছে তার ভাঁড়ারে, সব যেন জানে এই কবিতাগুলো। পোপা যেন ইতিহাসের প্রবাহকে অনেকবার প্রথম থেকে চালিয়ে তন্নতন্ন ক'রে দেখছেন চলচ্চিত্রের মতো। কিন্তু তাঁর এই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় পরিচয়কে তিনি কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে ভাবেন না—তাতে কোনো আধ্যাত্মিক বা মানসিক পরোয়ানা নেই। এত কম লটবহর নিয়ে খুব কম কবিতাই এর আগে অভিযানে বেরিয়েছে। ঘোড়ার আগেই গাড়ি জুতে দেবার মতো, আগে-থেকে তৈরি-করা কোনো মত বা ধারণা তার নেই। তাঁর কবিতা একটি সচল পরিবর্তমান প্রক্রিয়া, একটা সজীবচঞ্চল প্রবহমান প্রণালী : কী আছে চারপাশে, কোন্ তার হাল-দশা—সব সে বুঝতে চাচ্ছে। বৈতালাপের ভঙ্গি অনেক সময় বুঝিয়ে দেয় ডায়ালেকটিসের পদ্ধতি। কোনো-একটা ভয়, শঙ্কা, থমথমে আবহাওয়া নিচু হ'য়ে ঝুলে আছে—একটু-একটু যেন চেনা আমাদের, কেমন যেন রহস্যময়ভাবে চেনা—আর কবিতা হ'য়ে ওঠে তারই সরেজমিন তদন্ত। কিন্তু ভয় দেখিয়ে কবিতাকে কব্জা করা যাবে না, কাবু করা যাবে না। ধাতের মধ্যেই আছে শ্লেষকৌতুকপরিহাসের বোধ—তাই দিয়েই তিনি যেন আঁকড়ে থাকেন অবিনাশ মনুষ্যত্বকে। এমনিতে শ্লেষ-পরিহাস বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর ব্যবধান রচনা ক'রে দেয়, তৈরি ক'রে দেয় একটা অনতিক্রম্য দূরত্ব। পোপার তন্ময় মগ্নতাকে কিন্তু কৌতুকপরিহাস ভেঙে দেয় না। শব্দগুলো যেন হাৎড়ে-হাৎড়ে চলেছে, তরাইটা কেমন, উৎরাইটা কোথায়, নিজেদের ভুলবিভ্রম সম্বন্ধে স্পর্শাতুর সচেতন, নাটকীয়ভাবে অন্তরঙ্গ সজীব, যেন সমুদ্রের বিশাল চাঞ্চল্যের সামনে শোষক শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে পাথুরে জমির কোনো আদিম ভীরু-দুঃসাহসী প্রাণী।

আদিম ; কেননা তাঁর কবিতার পরিমণ্ডল যেন কোনো প্রাক্‌সৃজনপুর ; সব তাড়া, সব দীপনা, সূত্র, দ্যোতনা যেন তৈরি, উদ্যত, বিদ্যুৎগর্ভ, কিন্তু কিছুই তৈরি হয়নি এখনও—অন্তত পুরোপুরি তৈরি হয়নি সর্বাঙ্গসুঠাম, শুধু আছে কয়েকটা টুকরোই। অথচ সমগ্রও আছে কোথাও, কোনো-একটা অখণ্ড রূপও আছে তার। যেন টুকরো-টুকরো ক'রে কাটা একটা মস্ত ছবি প'ড়ে আছে, হয়তো সেটার ব্রয়গেলেরই ছবি হবে সেটা ; কোথায় কোন্ টুকরো বসবে, কীভাবে তাকে-তাকে খাপেখোপে মিলিয়ে দিয়ে তৈরি ক'রে ফেলা হবে আবার—পোপা

কবিতা লেখেন এমনিভাবে। যে-ছবিটার পুরো রূপ, সামগ্রিক অস্তিত্ব আছে কোথাও, কিন্তু হাতে প'ড়ে আছে তার অসংলগ্ন কতগুলো টুকরোশুধু—এমনিভাবে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কবিতা হ'য়ে ওঠে আবিষ্কার; অন্য কবিতাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কোথায় সে বসবে ঠিক-ঠিক, এই জন্যেই কবিতায়-কবিতায় পারম্পর্য ও শৃঙ্খল তৈরি ক'রে যান পোপা, কেননা তিনি যেন আগে থেকেই চমকপ্রদভাবে জানেন পুরো ছবিটা কেমন, বা কী, হবে; এমনকী যে-কবিতা তিনি এখনও লেখেননি, হয়তো পরে কোনোদিন লিখবেন, কিংবা অনেকদিন আগে একটি কবিতা লিখেছিলেন, পরে আরো-একটি কবিতা লিখেছেন—সব মিলিয়ে তৈরি হ'য়ে ওঠে তাঁর রচনার পুরো অভিঘাত। প্রতিটি কথাকে বুঝে নিতে হয় তার প্রসঙ্গের কাঠামোয়, আর তাই তাঁর কবিতার তাৎপর্য বোঝবার জন্যে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় তাঁর লেখা না-লেখা (বা সম্ভাব্য) দু-ধরনেরই কবিতা, কেননা তাঁর লেখা কবিতাতেই পোপা বিস্ময়করভাবে ইঙ্গিত দিয়ে যান ভাবী আবিষ্কারগুলো কী হবে।

পোপার কবিতার গভীরতা আর জোর অনেক সময় আসে যা যেমন আছে তাকে তেমনিভাবেই দেখার মধ্যে—কোনো প্রতীক বা রূপক বা উৎপ্রেক্ষা হিশেবে নয়; কাঠগোলাপ সত্যিকার এক নুড়ি, শক্ত, গোল, চকচকে—আর তাকে টুকরো ক'রে ফেলা যায়; খোঁড়া নেকড়ে কোনো নির্বস্তুক দেবতার কল্পরূপ নয়, সে একটি রক্তাক্ত ও জখম চতুষ্পদ, সে গরগর ক'রে ডাকে, অস্থির আছড়ায় ল্যাজ, সে দাঁতও বসিয়ে দিতে পারে; ছোটোবাক্স—সে ছোটোবাক্সই, তালাবদ্ধ, রহস্যময়, সজীব—তার মধ্য থেকে কী বেরিয়ে আসবে আমরা জানি না—কিন্তু তাতে তার বাস্তব ক্ষুণ্ণ বা খর্ব হয় না। ভাষা ব্যবহারে তাঁর স্বমিতি—কিংবা পরিমিতিবোধ—আমাদের আশ্চর্য ক'রে দেয়। ঠিক যেখানে যে-শব্দটি বসবার কথা, সেখানেই তাকে বসানো, যাতে, এমনকী কোনো যতিচিহ্নের সাহায্য ছাড়াই, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠে রচনা। প্রতীক, তাহ'লে, প্রযোজ্য হ'তো না, প্রমাদ গুনতো এই রচনাভঙ্গিতে—কিছুতেই যোগে টিঁকতো না।

শুধু শেষদিকের কিছু কবিতা ছাড়া আর-কোথাও, আশ্চর্য, নামধাম সমেত কোনো পুরো মানুষ নেই তাঁর কবিতায়, এমনকী কবিতার 'আমিও' কোনো ব্যক্তির প্রতিরূপ নয় সেখানে; তার বদলে আছে, ভোজবাজির মতো, যাযাবর আয়ামাণ শিখা, আপেল, চাঁদ, নাগকেশর, ঘূর্ণি, রেকাবি, হাত, মুখ, মাথা—

অদ্ভুত সপ্রাণ আর কেমন যেন আবোলেনো তাদের বিবৃতি। এদেরই সঙ্গে নির্বাচিত চিহ্ন, লক্ষণ, ইঙ্গিত ঢুকে পড়েছে বাইরে থেকে, আর তাদেরই নানা বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত সন্নিবেশে তৈরি হ'য়ে উঠছে জনপুরের চাপ ও আততি। ভয়ংকর-সব অভিজ্ঞতাও হ'য়ে ওঠে খেলনা, খেলবার জিনিশ, যেন জানে যে 'সবকিছুতেই খেলনা হয়', ফেলে দেবার মতো নেই কিছুই : হ'য়ে ওঠে হাত-সাফাই, ভেলকি, ধাঁধার ফাঁকি ও হেঁয়ালির জট, খেলা, গল্প, আড্ডা। প্রত্যক্ষ, নিরেট, মৃণ্ময় ; অথচ সেইসঙ্গে বেদনাময়, বিধুর আর ব্যাকুল। বিমূর্তিসরল, এবং পরাদৃষ্টিপ্রবণ। এ যেন এক তুলকালাম স্বাধীনতা।

যথেচ্ছাচার নয়, স্বাধীনতা ; আর এই স্বাধীনতায় তিনি পৌঁছেছেন ধীরে-ধীরে, অনিবার্যপ্রখর গতিতে, যেন পরাবাস্তব কবিতার ধরনকে আত্মসাৎ ক'রে, অপ্রত্যাশিত উপাদানগুলোকে তাকলাগানোভাবে মিলিয়ে দিয়ে, তিনি গ'ড়ে তুলতে চাচ্ছেন কবিতারই এক নতুন সংজ্ঞার্থ। অতিপরিশীলিত কোনো দার্শনিক যেন—কিন্তু এই দার্শনিক অনায়াসেই আওড়ান আদিম কুশমন্ত্র। শিশুর সরল হাসি, খামখেয়ালি হেঁয়ালি, নাজেহাল বিচিত্র অভিজ্ঞতা, লোক-পুরাণের সংকেতচাবি ও বিভ্রমবিভ্রাটে তৈরি সব রাক্কুসে জীবে ভরপুর তাঁর জগৎ—যেন এক বিস্ময়কর উদ্ভাবন। আর তার ফলেই পোপা এমনকী বিমূর্ত নির্বস্তুক বিষয় নিয়ে এমনভাবে কথা বলতে পারেন যেটা হ'য়ে ওঠে কৌতুককণার মতোই প্রমোদশিল্প।

পোপা তাঁর রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন ইউগোস্লাভিয়ার লোকপুরাণ থেকে—যেখানে মিশেছিলো তুর্কি, গ্রীক আর সার্বো-ক্রোশিয়ার নানা কিংবদন্তি উপাখ্যান আর রূপক—যদিও পোপার কবিতা প্রকাশ ক'রে দেয় আধুনিক জীবনেরই উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা সমস্যা। সাধারণত তিনি কবিতার পরম্পরার মধ্যে পৌনঃপুনিক নানা উল্লেখের সাহায্যে তৈরি ক'রে দেন অভিঘাত—সাধারণত সাতটি ভাগে আবার থাকে সাতটি ছোটো উপবিভাগ—কিন্তু আস্তে-আস্তে সব টুকরো জুড়ে দিয়ে, জোড়াতালি দিয়ে, তৈরি হ'য়ে যায় তাঁর কবিতার পরিমণ্ডল, যেখানে পুরাণ, প্রচলন, লোকরীতি, মনস্তাত্ত্বিক আদিরূপ, ভাষার ক্ষমতা অক্ষমতা বা ব্যর্থমন্যতা সব মিলেমিশে রচনা ক'রে দেয় এক বহুস্তর ঐশ্বর্য—আর তাকে আরো চনমনে, আরো রুদ্ধশ্বাস ক'রে তোলে তীক্ষ্ণতির্যক বাগভঙ্গিমা, শ্লেষ ও পরিহাস, যা কবিতার আপাতসরলতার আড়ালে হাৎড়াতে চাচ্ছে ইউগোস্লাভিয়ার ইতিহাস ও সমকালীন জীবন।

অর্থাৎ : লোকপুরাণ, মিথ, কিংবদন্তি, আদিরূপ—তার সঙ্গে মিশেছে রোমাঞ্চকর রঙ্গ। কচ্ছপের মধ্যে যেমন থাকে দারুণ স্পর্শাতুর শিরা, একটুতেই যে অস্থির প্রমাদ গোনে, একটু লাগলেই যে সারা শরীরে খেলিয়ে দেয় যন্ত্রণা, তেমনি কোনো প্রমোদশিরা ছাড়া কোনো মিথ বা কিংবদন্তিই যেন তৈরি হয় না। মিথ যেভাবে কাজ করে, রঙ্গকৌতুক যেভাবে কাজ করে, এ-দুয়ের মধ্যে যেন এক রহস্যময় মিল আছে, যদি-বা তা পুরোপুরি একরকম নাও হয়। একটা কৌশল বোধহয় বহুবিধ ও নানান্তর রূপক-উৎপ্রেক্ষার জগতে প্রায় আক্ষরিক হ'য়ে-ওঠা, আর আক্ষরিক অর্থের মধ্যেই এনে ফেলা আশ্চর্য ও অসম্ভবকে। চেনা জিনিশকে অচেনা ক'রে দেখানো, তার মধ্যে থেকে আবার হাতিয়ে নিয়ে আসা যাবতীয় পুরাণসম্ভাবনা—তার মধ্যে মিশিয়ে দেয়া নাচগানহল্লা খেয়ালখুশি-অসম্ভব রঙ্গভোজবাজিহাতসাফাই—এটাই যেন পোপার অভিপ্রায়।

কিন্তু পোপার রচনাপদ্ধতির আরো-একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা তার ধ্রুপদী চরিত্র ও রীতি। যেন কোনো ত্রিভুজের ক খ গ, কোনো গণিতের সূত্র, কোনো জ্যামিতির বই—এমনি ভাবলেশহীন তাঁর কবিতা। অহং-এর আভ্যন্তর নাটক এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। যে-আদিরূপ মূর্ত হ'য়ে ওঠে, তাকে ব্যবহার করা হয়েছে চেনাবার জন্যে। পোপা যেন সরাসরি কথা বলছেন লোকপুরাণের সঙ্গে—তিনি কথা বলছেন, সে ফিরে উত্তর দিচ্ছে—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যেটা রীতি ; আর, তার ওপর, পোপার ধৈর্য অসীম, তিনি অপেক্ষা করতে জানেন · 'অস্থির-প্রান্তর' (১৯৫৬) আর 'অপ্রধান আকাশ' (১৯৬৮)—এই দুই বইয়ের মধ্যে ব্যবধান একযুগ—বারো বছর প্রায় কিছুই লেখেননি—কিন্তু নতুন বই বেরুতেই দেখা গেলো প্রসঙ্গ ও শিল্পসুষমার এক আশ্চর্য ঐক্যবোধ দুটি বইকে সংলগ্ন ক'রে দিয়েছে। অথচ তাঁর কবিতা তাঁর রহস্যময় ছোটো বাক্সের মতোই—তালা খুললে কী বেরিয়ে আসবে আমরা জানি না, পাতা ওলটালে কী পড়তে পাবো আমরা জানি না—কিন্তু পড়বার পরেই মনে হয়, আরে, এ তো চেনা। এমনকী 'বল্কল' (১৯৫২) বইয়ের কুর্সি, রেকাবি, কাগজ যারা আমাদের প্রতিদিনকার চেনা জিনিশ, তাদের বর্ণনা দিয়ে শুরু হচ্ছে কবিতা, কিন্তু আস্তিনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বর্ণিত বিষয়ের চেনাজানা সব বৈশিষ্ট্য, আর এই চেপে-যাওয়া গরহাজির বৈশিষ্ট্যই আমাদের দেখবার ভঙ্গিকে শুধু অচেনা ক'রে দেয়। এ হ'তে পারতো স্টিললাইফ, স্থিরজীবন—অনড়, জড়, পরিবর্তনবিমুখ পদার্থ ; অথচ কেমন ক'রে যেন তারা সজীব হ'য়ে ওঠে—আপাদমস্তক, সর্বাঙ্গীন, পুরো-

পুরি। যেন কোনো পটবিহীন দৃশ্যবিহীন নাটককে চৈতন্যকে দেখবার, কল্পনা করবার, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণই কুশীলব হ'য়ে উঠেছে।

১৯৫৮তে পোপা বার করেছিলেন সার্বীয় লোককথার এক সংগ্রহ—যার জন্যে অনেক বছর তাঁকে খাটতে হয়েছিলো। আর তাতে সবচেয়ে বেশি ছিলো মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, প্রবাদপ্রবচন, ছেলেভোলানো ছড়া, ধাঁধার ফাঁকি, হেঁয়ালি। আর ঠিক যেন তা-ই করেছেন তিনি তাঁর কবিতায়। হেঁয়ালি যেমন করে, তেমনি ভাবেই আমাদের প্রত্যাশাকে স্থানচ্যুত ক'রে দেন তিনি—অবশ্য কোনো বিধিবিহীন সার্বভৌম ভঙ্গিতে নয়—ভাষার দ্বৈত ভঙ্গিমায়। কী আছে তার নামধাম বলে ভাষা, কিংবা সে উদ্ভাবন ক'রে নেয় কী আছে। যুগপৎ বর্ণনা ও উদ্ভাবন, যেমন হেঁয়ালি। হেঁয়ালিতে বর্ণনাটাই প্রশ্ন, সে কখনও পুরোপুরি বলে না সে কী—যেহেতু বর্ণনার ভঙ্গিমাটাতেই কিছু চেপে-রাখা, কিছু বেঁকিয়ে বলা, কিছু ধমক কিছু চমক, কিছুটা-বা গমকও। প্রশ্ন থেকে উত্তরের মধ্যে আছে এক বিনাশহীন ফাঁকা জমি, সেটাই পোপার ক্রীড়াভূমি, সেটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের চকিত সম্ভাবনা, কারণ হেঁয়ালি কিন্তু শেষ অব্দি বোমকে দেয় না আমাদের—তার উদ্দেশ্য নয় সব তালগোল পাকিয়ে দিয়ে আমাদের হতভম্ব ক'রে দেয়া। তার ভাষা পুরোপুরি মেনে চলে বাগ্‌বিধি—শব্দ হ'য়ে ওঠে উৎসের সন্ধানী। পোপা চান তার বিধিবিধান সংহিতা গূঢ়লেখ সব জেনে নিয়ে তার গভীরতম প্রতিশ্রুতি ও উৎকাঙ্ক্ষাকে পূরণ ক'রে দিতে। সেই অর্থে আদিরূপ নয়—তার পরের ধাপ, অর্থাৎ আদিরূপের যেটা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক নিয়তি, যেখানে সে হ'য়ে ওঠে সাবয়ব, মূর্ত, নিরেট।

সেইজন্যেই কবিতাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত জড়ানো, প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি সেইজন্যেই এত জরুরি। একটা কেন্দ্রীয় প্রতিমারই সাত ফেরতা সাতগুণ সম্প্রসারণ, তার স্বরূপ আর ভিন্নতার বোধ নিয়ে বাজিকরের মতো লোফালুফি বলের খেলা। এরা গল্প বলে ; নিজেদের বর্ণনা করে , পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে , কত ধানে কার কত চাল যাচাই ক'রে ছাখে ; এমনকী খেলা করে। প্রতিমাটা হ'তে পারে খোঁড়া নেকড়ে, সার্বীয় লোক-পুরাণের দেবতা, সারা ইউগোস্লাভিয়ার প্রাণস্পন্দন ; অথবা সে হ'তে পারে তাঁর নিজের ছোটো বাক্স, সংগোপন, রহস্যময়, ব্যক্তিগত। সে চলন ধ'রে নিতে পারে সম্প্রসাধনত তীর্থযাত্রীর, হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে একই সঙ্গে দুই জমিতে—ইতিহাসের সময়ের জমিতে, আর তারই সঙ্গে ভূগোলের

দূর-দূর নদীপাহাড়নগরের ছবিতেও—কিংবা সে হঠাৎ সব খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে হ'য়ে উঠতে পারে 'হোমো লুডেন্স'দের অসহায় রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবিও। কিন্তু

এক-যে ছিলো গল্প

তার শেষ এলো
সে শুরু হবার আগেই
আর সে শুরু হ'লো
সব শেষ হ'য়ে যাবার পর

এ-গল্প যেন আগুন নিয়ে খেলা। আর এই আগুন পূর্ব-ইওরোপেরই সাম্প্রতিক ইতিহাস।

—